Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 1

শেখ পরিবারের নামের সব পুরস্কার বাতিল হচ্ছে

ঢাকা : আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিবারের *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

৮ বছরে নাগরিকত্ব ত্যাগ ২৬০৬ বাংলাদেশির

ঢাকা : নানা কারণে নাগরিকত্ব ত্যাগ করছেন বাংলাদেশিরা। অন্য দেশের নাগরিক *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

Weekly Bangladesh Vol. 27 Issue 23 Thursday, 14 November 2024 ২৯ কার্তিক, ১৪৩১, ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬

ট্রাম্পের জয়ে অবৈধ ইমিগ্রান্টরা আতংকে

ট্রাম্প প্রশাসনে নতুন চমক

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শেষ হওয়ার উত্তেজনা শেষ হতেই এখন সিনেটের নতুন নেতা নির্বাচন নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এজেন্ডাগুলো কতটা আইনে পরিণত হবে সেটি ঠিক করার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ট্রাম্পের নতুন প্রশাসন গঠনের কাজ চলছে। ২০ জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেয়ার আগে ট্রাম্প তার প্রশাসনে যাদের নিয়োগ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। গত *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

বাংলাদেশ রিপোর্ট: ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর কাগজপত্রহীন ইমিগ্রান্টদের মধ্যে ডিপোর্টেশন আতঙ্ক বৃদ্ধি পেয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস এ সংক্রান্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে, ২০২৫ সালের জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

প্রথম ১০০ দিনের পরিকল্পনা

বাংলাদেশ ডেস্ক : নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম ১০০ দিনের জন্য বেশ কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

প্রবাসীরা দেশের বিমানবন্দরে অতিথির মতো সম্মান পাবেন

ঢাকা : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, প্রবাসীরা যেন বিমানবন্দরে অতিথির মতো সম্মান ও সেবা পায় সরকার সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সোমবার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তারে ইন্টারপোলে চিঠি

ঢাকা : জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

কীভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরত আনা সম্ভব

ঢাকা : জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

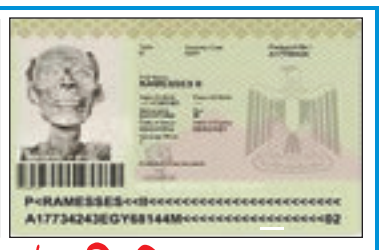

হাসিনার ট্রাভেল ডকুমেন্টে কী লিখেছে ভারত

ডা. ওয়াজেদ খান : বাংলাদেশের টানা চারবারের প্রধানমন্ত্রী ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা এখন ক্ষমতাহীন, রাষ্ট্রহীন ও পাসপোর্টহীন। ভারতের মাটিতে দুর্বিসহ ফেরারী জীবন কাটছে তার। দক্ষিণ এশিয়ার কথিত *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

ওবায়দুল কাদের ভারতের মেঘালয়ে

ঢাকা : আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দেশত্যাগ করেছেন। ক্ষমতাচ্যুতির তিন মাস পর চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে সিলেটের সীমান্ত দিয়ে ভারতের মেঘালয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। এখনো তিনি সেখানেই আছেন বলে *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

দুই উপদেষ্টা নিয়ে শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ

ঢাকা : নতুন তিন উপদেষ্টা শপথ নেওয়ার পর দুই উপদেষ্টার *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

মুজিবের 'আমি ও আমার' এবং ইন্দিরার 'আমরা ও আমাদের!'

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু :

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে দুজন বিখ্যাত সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট (ব্রিটিশ) ও ওরিয়ানা ফালাচি (ইটালিয়ান) যথাক্রমে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। দুটি *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
Halal Breakfast & Lunch
Diabetes Prevention Program
Help to apply for Medicaid/Food Stamp
ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ি-গাড়ি কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
• TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
• প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
• পাবলিক অকশনের বাড়ি
• ব্যাংকে মালিকানা বাড়ি
• শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
159 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

আমরা CDPAP-এর নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করছি।
এসেনসিয়াল হোম কেয়ার
ESSENTIAL HOME CARE
MOHAMMAD HOSSAIN ISTIAQUE, CEO
CDPAP-প্রোগ্রাম এর অধীনে সেবাদানকারী হিসেবে আপনি আপনার সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশিসহ আপনার পছন্দের যে কাউকে নিয়োগ দিতে পারেন
❑ সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই
❑ CDPAP প্রোগ্রাম আপনার প্রিয়জনের বেতনভার বহন করবে
❑ আপনার পছন্দের মানুষ দিয়ে সেবা গ্রহণ করুন
আপনি যদি অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার সেবার জন্য বাসায় সেবাদানকারী পেতে পারেন
Jamaica Office
170-10 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 917-300-6463, 516-744-7544,
Fax : 517-744-7111
E-mail: essentialcareny@gmail.com
Jackson Heights Office
37-18, 73 Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11373
Phone: 516-744-7544, 516-605-8123, 917-300-6463
Fax: 516-744-7111
E-mail: essentialcareny@gmail.com
Bronx Office
2165 Starling Ave, Bronx, NY 10462,
Tel: 917-970-0056, Fax: 917-970-0058,
E-mail: essentialcareny@gmail.com

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 2

বাংলাদেশী মালিকানাধীন লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি

DHCARE

Lending A Helping Hand

HOMECARE

Licensed Home Health Care Agency

আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে

CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA/প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

আমরা বাংলায় কথা বলি

আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

DHCARE NY LLC

172-15 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

(718) 459-0180

Fax : 718-561-2834, E-mail : intake@dhcareny.com**, Web :** www.dhcareny.com

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 3

কপ ২৯ : জলবায়ু পরিবর্তন প্রচেষ্টায় বিপত্তি

ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

আজারবাইজেনের বাকু নগরীতে গত সোমবার থেকে দুই সপ্তাহব্যাপ্তী কপ ২৯ সম্মেলন শুরু হয়েছে। এতে যোগদানকারী যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের নেতা জন পদেস্টা বিভিন্ন দেশ ও সংগঠন থেকে আগত নেতা, আন্দোলনকারীদের আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হয়েছেন এ কারণে দেশটিতে ফসিল ফুয়েল উত্তোলন ও ব্যবহার বাড়বে সত্যি তবে জলবায়ু দূষণরোধ আন্দোলন ও প্রক্রিয়া এ কারণে বড়জোর মন্থর হয়ে যেতে পারে, কিন্তু বন্ধ হবে না। এদিকে,বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ সেলসিয়াসে নিয়ে আসা সম্ভব এ আশাবাদ ক্রমান্বয়ে নিরাশার দিকেই ধাবিত হচ্ছে। প্যারিস চুক্তি ২০১৫ সালে সম্পাদিত হয় সারা বিশ্বের ১৯৬ দেশ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সর্বসম্মতিক্রমে। প্যারিস সম্মেলন বিশ্ববাসীকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল জলবায়ু দূষণরোধ, পরিবেশ এবং প্রতিবেশ সুরক্ষার কিন্তু কপ২৯ অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে বলা হচ্ছে বিশ্বের তাপমাত্রা লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ২ সেলসিয়াসে পৌঁছে গেছে। ২০৩০ এর মধ্যে তাপমাত্রা ৩ বা টার বেশী মাত্রায় পৌঁছে যাওয়ার মমুহ সম্ভাবনা। প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে মনে করা হয় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিশ্ব মাঠে অত্যন্ত জোরালো একজন প্রবক্তা। ২০৫০ এর মধ্যে শূন্য চারবোন নিঃসরণ করার প্রত্যয় যে দেশটির প্রেসিডেন্ট দিয়েছেন তারই প্রশাসন ২০২৩ সালে উইলো প্রজেক্ট অনুমোদন করে। এ প্রকল্প থেকে যুক্তরাষ্ট্রআলাস্কার ফেডারেল ভূমি থেকে খনিজ তেল উত্তোলন করবে যার পরিমাণ আগামী তিরিশ বছরে ৬০০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উৎপাদন করবে। হিউস্টনস্থ কনকোফিলিপ্স (Houston based company ConocoPhillips) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে আনুমানিক ৯.২ মিলিয়ন মেট্রিক টন কার্বন নিঃসরণ করবে । খুব সামান্য পরিমাণে ক্ষতি হলেও প্রেসিডেন্ট বাইডেনের দেয়া প্রতিশ্রুতি এতে কিছুটা হলেও লঙ্ঘিত হয়েছে । যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের অ্যাক্ট এ গ্রিন এনার্জি ব্যবহার করার উপর যে সবিশেষ জোর দেয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্যের সাথেও প্রকল্পটি সাংঘর্ষিক। চীন ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ২০৩৯ সাল থেকে দেশটি কার্বন নিংসরন কমিয়ে দেবে। বাস্তব হল চীন ২০১৫ সাল থেকেই কয়লাকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের অতি বৃহৎ প্রকল্প ব্যস্তবায়ন করছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, গাজা ও লেবাননে ইসরাইলি আগ্রাসন- এ সবে ও বিপুল পরিমাণ জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে যা প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষিত করছে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে নিশ্চিতভাবে সহায়কের ভূমিকা রাখছে। জাতিসঙ্গের International Panel on Climate Change (IPCC) অভিমত অনুসরণ করলে বলতে হয় ২ ডিগ্রি উষ্ণতা বাড়লে ৯০% কোরাল রিফ মরে যাবে, বিশ্বের ৪০ শতাংশ মানুষ অসহ্য গরমে অসুস্থ হয়ে পড়বে,চিরহরিৎ আমাজনের অর্ধেকাংশ ধ্বংস হয়ে যাবে, ১৬% উদ্ভিদ বিলীন হয়ে যাবে, ১.৬ বিলিয়ন ফিশারিস, এবং এক-পঞ্চমাংশ কীটপতঙ্গ তাদের আবাস স্থান হারাবে। কয়েক শত মিলিয়ন মানুষ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে উদ্বাস্তু হয়ে অনাহার, দুর্ভিক্ষ, রোগবালাই, বায়ুদূষণ ইত্যাদি কারণে এবং পারস্পরিক সংঘর্ষে প্রাণ হারাবে।

উপরে বিধৃত অবস্থার আলোকে আমাদের বিবেচনা করতে হবে বাকু কপ২৯ সম্মেলন মানব জাতিকে, বিশ্বের তাবৎ সৃষ্টি বাঁচিয়ে রাখতে কি উপহার দেবে। মনে রাখতে হবে, এ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়াসহ অনেক দেশের রাষ্ট্র প্রধানরা অংশ গ্রহণ করছেন না। যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে তার অনীহা, অবিশ্বাস অনেকবারই ব্যক্ত করেছেন। রাশিয়া,ভারত,উত্তর কোরিয়া, এমনকি ব্রাজিল এবং সৌদি আরব তার সাথে এ বিষয়ে মোটামুটি একাত্ম বলেই মনে হয়। এমতাবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তন আন্দোলন হিসেবে অদূরভবিষ্যতে একটিভিস্ট এবং এনজিওদের স্বর্গরাজ্য হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

(চলবে) ***১১ নভেম্বর ২০২৪, লং আইল্যান্ড, ন্যু ইয়র্ক***

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372
Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি

Ms. Suryia Rahman

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন
* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

ব্যাংক্র্যাপসি
* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

Call : 718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com
74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC
মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি
ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে

* শারীরিক চেক আপ
* শিশুরোগ চিকিৎসা
* সর্দি,জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* দুঃচিন্তা ও বিষন্নতার চিকিৎসা

* উচ্চ রক্ত চাপ
* ডায়াবেটিস
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন
718-880-2186
সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা।
শনিবার: দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা।

87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcarepc@gmail.com

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 4

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

Published by News Bangladesh Inc.

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

অন্তবর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা নিয়ে বিতর্ক

ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রধান শেখ হাসিনার ভারতে পলায়ন এবং অন্তবর্তীকালীন সরকারের তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সরকার এখন পর্যন্ত দিশেহারা অবস্থার মতো আছে বলে মনে হচ্ছে। এখন পর্যন্ত তাদের পক্ষে বাংলাদেশের জানা ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংস শাসকের দোসররাই প্রশাসনের প্রতিটি পর্যায়ে কলকাঠি নাড়িয়ে যাচ্ছে। সরকারের খোলসটাই শুধু বদলেছে, কারণ সরকারের প্রতিটি সিদ্ধান্ত এমনভাবে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে, তাতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের উদ্দেশ্য পূরণ হতে এখনো অনেক বাধা আছে। ফ্যাসিস্ট হাসিনা ও তার দোসররা কি ষড়যন্ত্র করে বিপ্লবের ফসল হিসেবে ক্ষমতায় আসীন সরকারের কাজের গতি মন্থর করে দিচ্ছে। স্বৈরশাসনের কবল থেকে মুক্ত হতে ইতিহাসের কোথাও এত অল্প সময়ে এত অধিক সংখ্যক তরুণের ও সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগের কোনো দৃষ্টান্ত নেই। তা সত্বেও বিপ্লবের আদর্শ বাস্তবায়নে অন্তবর্তী সরকারের দ্বিধা হাজারো শহীদের রক্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। জনগণ হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে সরকারের ওপর। ভারতে পালিয়ে থাকা শেখ হাসিনার উস্কানিমূলক টেলিফোন বার্তা সামাজিক মাধ্যমে ফাঁস হয়ে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগসহ গুম-খুনের হোতারা রাজপথে নামার দু:সাহস দেখাচ্ছে। ছাত্র-জনতা অতন্দ্র প্রহরী হয়ে রাজপথে তাদের প্রতিহত করছে। রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পতিত স্বৈরাচারের দোসররা যখন প্রশাসনের ভেতরে ঘাপটি মেরে থেকে গোপন এজেন্ডা বাস্তবায়নে এখনো তৎপরতা চালাচ্ছে, তখন নতুন করে তিন জন উপদেষ্টা নিয়োগ নিয়ে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মধ্যে দুই জনের বিরুদ্ধে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তুলেছে বৈষম্যবাদী ছাত্র-আন্দোলনসহ অন্যান্য সংগঠন ও রাজনৈতিক দল। চলচ্চিত্র নির্মাতা মোস্তফা সারোয়ার ফারুকী এবং ব্যবসায়ী শেখ বশিরউদ্দিনের সাথে শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট সরকারের সংশ্লিষ্টতা ও সমর্থনের কারণে তাদেরকে অর্ন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টা নিযুক্ত হওয়ায় ছাত্র-জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

ছাত্র-জনতার অংশীদারিত্বহীন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিপ্লবের চেতনায় গঠিত উপদেষ্টা পরিষদে ফ্যাসিবাদের দোসরদের নিয়োগদানকে শহীদদের রক্তের সঙ্গে বেইমানি বলে বর্ণনা করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে অর্ন্তবর্তী সরকার জাতীয় নির্বাচনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ কথা অনস্বীকার্য, স্বল্প সমে প্রায় ১৬ বছরে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার গড়ে তোলা জনপ্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাব, আদালতসহ সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা তার দোসরদের অপসারণ করা সহজ কাজ নয়। তবে অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, গণবিপ্লবের চেতনাকে ধারণ করে দ্রুত সংস্কার করা। এর মাঝে নতুন উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে বিগত সময়ে স্বৈরাচার-ফ্যাসিবাদ সংশ্লিষ্টতার তকমাযুক্ত ব্যক্তিরা কিভাবে নিয়োগ পায়, সে প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। জনগণ যৌক্তিক সময়ের মধ্যে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে চায়। তারা ছাত্র-জনতার বিপ্লবের চেতনাবিরোধী কিংবা ফ্যাসিবাদের সাথে আপসকামী কাউকে উপদেষ্টা পরিষদে দেখতে চায় না। ছাত্রদের রক্তের উপর দিয়ে ফ্যাসিবাদ ও আওয়ামী লীগ পুর্নবাসনের অভিযোগ অগ্রাহ্য করার সুযোগ নেই। তারা কিভাবে, কোন মানদন্ডে নিয়োগ প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে স্পষ্ট করতে হবে এবং এ ধরনের ব্যক্তিদের দায়িত্ব প্রদান করা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। তা না হলে ছাত্র-জনতার বিপ্লবের চেতনা বিরোধীদের অর্ন্তবর্তী সরকারে জায়গা করে দেয়ার কারণে ছাত্র-জনতা আবারো রাজপথে নেমে আসতে পারে। তখন পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠতে পারে। জনগণ বারবার রক্তক্ষয় দেখতে চায় না, তারা সুখী মানুষ ও সমৃদ্ধ দেশ দেখতে চায়। কিন্তু যারাই ক্ষমতায় আসছে তারা নিজেদের দুর্বলতার কারণে নতুন নতুন সংকট সৃষ্টি করছে। যা চিরদিনের জন্য মেনে নিতে পারে না জনগণ। উপদেষ্টা নিয়োগ নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক কোনোভাবে কাম্য হতে পারে না। এতে সরকারের কাজের গতি কমে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। ছাত্র-জনতার রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পতনের পর অর্ন্তবর্তী সরকারের উপর সংস্কারের গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস এই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হওয়ায় অর্ন্তবর্তী সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি। জনগণের প্রত্যাশিত পরিবর্তনকে বাস্তবায়িত করতে যে ধরণের শিক্ষা, মেধা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি থাকা দরকার তা নিশ্চিত করতে হবে। বির্তকিত ব্যক্তিদের উপদেষ্টা নিয়োগ নিয়ে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ ও অসন্তোষ নিরসনে তাঁকেই উদ্যোগী হতে হবে।

১৪-২০ নভেম্বর ২০২৪ — নামাজের সময়সূচি — ১২-১৮ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
১৪ নভেম্বর	৫.২৪	৬.৪২	১১.৪০	৩.১৭	৪.৩৮	৫.৫৭
১৫ নভেম্বর	৫.২৫	৬.৪৩	১১.৪১	৩.১৭	৪.৩৭	৫.৫৬
১৬ নভেম্বর	৫.২৬	৬.৪৫	১১.৪১	৩.১৬	৪.৩৭	৫.৫৬
১৭ নভেম্বর	৫.২৭	৬.৪৬	১১.৪১	৩.১৫	৪.৩৬	৫.৫৫
১৮ নভেম্বর	৫.২৮	৬.৪৭	১১.৪১	৩.১৫	৪.৩৫	৫.৫৪
১৯ নভেম্বর	৫.২৯	৬.৪৮	১১.৪১	৩.১৪	৪.৩৪	৫.৫৪
২০ নভেম্বর	৫.৩০	৬.৪৯	১১.৪১	৩.১৫	৪.৩৪	৫.৫৩

উপসম্পাদকীয়

আওয়ামী লীগের ফাঁকা আওয়াজ, বিএনপির ভোটের তাড়া ও রাজনীতির সমীকরণ

মহিউদ্দিন আহমদ

এ সপ্তাহে টক অব দ্য টাউন ছিল হঠাৎ করেই রাজপথে আওয়ামী লীগের কর্মসূচি। এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে একটি কল রেকর্ড। ফাঁস হওয়া রেকর্ডটি শেখ হাসিনার কি না, সেটা নিশ্চিত নয়। আগে আমরা দেখেছি, বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে কারও কণ্ঠস্বর নকল করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। যা হোক, বিদেশে বসে আওয়ামী লীগের অনেকে ফেসবুক ও ইউটিউবে নানা ধরনের প্রোপাগান্ডা করে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগের ফেসবুক পেজ থেকে আমরা জানতে পারি, ১০ নভেম্বর নূর হোসেন দিবস উপলক্ষে দলটি একটা শোডাউন করবে। নূর হোসেন এরশাদবিরোধী আন্দোলনের শহীদ। সে সময় আওয়ামী লীগ এককভাবে আন্দোলন করেনি। আন্দোলন ছিল তিন জোটের, একই সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর। আমাদের দেশে আন্দোলনে কেউ মারা গেলে রাজনৈতিক দলগুলো মালিকানা দাবি করে। বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে নূর হোসেনের মালিকানাও দাবি করা হয়েছিল। পরে বের হলো যে তিনি ঢাকার একটি মহল্লার যুবলীগ নেতা। সুতরাং তিনি আওয়ামী লীগের সম্পত্তি!

নূর হোসেন দিবসকে উপলক্ষ করে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের মাঠে নামার ঘটনাটি এককথায় দ্বিচারিতা। এটা ভণ্ডামিও। নূর হোসেন নিহত হয়েছিলেন এরশাদ জমানায়, পুলিশের গুলিতে। এরশাদকে আমরা সে সময় অনেকে 'খুনি' বলতাম। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছি যে সেই খুনি এরশাদ পরবর্তী সময়ে হয়ে গেলেন আওয়ামী লীগের পরম মিত্র। স্বয়ং শেখ হাসিনা তাঁর সরকারে এরশাদকে বিশেষ দূত করেছেন। রাজনীতিতে পুরোপুরি পুনর্বাসন করেছেন।আওয়ামী লীগ ছুতো খুঁজছিল। নূর হোসেন দিবসকে সুযোগ হিসেবে নিয়ে তারা মাঠে নামার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, এটা আওয়ামী লীগের একটা ফাঁকা আওয়াজ।

আওয়ামী লীগের আমলে আমরা দেখেছি, তথ্য মন্ত্রণালয় যাঁরা চালাতেন, তাঁদের কাছে গোয়েবলসও ছিলেন শিশু। তাঁরা অনেক মিথ্যাচার করেছেন, অনেক প্রোপাগান্ডা চালিয়েছেন, অনেক গুজব ছড়িয়েছেন। তাঁদের সমালোচনা করলে কালাকানুন দিয়ে গুজব ছড়ানোর অভিযোগ এনে ভিন্নমতাবলম্বীদের গ্রেপ্তার করেছেন, শাস্তি দিয়েছেন, এমনকি গুমও করেছেন।

৫ আগস্টের পর থেকে আমরা দেখছি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গুজবে সয়লাব হয়ে গেছে। ফেসবুকে এমন গুজবও আমরা দেখেছি, সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের অধিবেশন চলাকালে বাংলাদেশের পতাকা রাখা হয়নি। যাঁরা এগুলো ছড়ান, তাঁরা স্বল্প বুদ্ধির লোক। আবার যাঁরা এগুলো বিশ্বাস করেন, তাঁরা নির্বোধ লোক।

সেন্ট মার্টিন দ্বীপ নিয়েও আমরা একটা গুজব ছড়াতে দেখছি। ২০০৪-০৬ সালে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের পরামর্শক হিসেবে আমি কাজ করেছিলাম। 'উপকূলীয় অঞ্চল পরিকল্পনা' নামে প্রকল্পটিতে উপকূলীয় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অনেকগুলো সুপারিশ করা হয়েছিল। সে সময়ের সরকার সেটা অনুমোদন দিয়েছিল। সে প্রকল্পের অনেক আগে থেকেই সেন্ট মার্টিনসহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলকে প্রতিবেশগত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছিল।

সেন্ট মার্টিন একটা ছোট্ট দ্বীপ। সেখানে মিঠাপানির উৎসও সীমিত। অপরিকল্পিত পর্যটন দ্বীপটিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। সেন্ট মার্টিনে আমরা নিয়ন্ত্রিত পর্যটনের সুপারিশ করেছিলাম। পর্যটক নিয়ন্ত্রণের সেই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার এসে সেটা পরিত্যক্ত করে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় আবার সেন্ট মার্টিনকে কীভাবে সুরক্ষা দেওয়া যায়, সে বিষয় এসেছে। আওয়ামী লীগের লোকজন গুজব ছড়াতে শুরু করলেন, সেন্ট মার্টিনকে যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা একটা সস্তা গুজব।

যাহোক, ভারতে পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনা নানান কথাবার্তা বলছেন। হাসিনার মুখপাত্র হলেন তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়। দলে আর কোনো নেতাকে দেখা যাচ্ছে না। আওয়ামী লীগ যে একেবারে একটা পরিবারের দল, এতেই তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই দলে অনেক অনুগত লোক আছেন, অনেক দলদাস আছেন। ১৫ বছরে একটা বড় সুবিধাভোগী গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। একটা পদ, একটা চাকরি, একটা প্লট কিংবা ব্যাংকঋণের জন্য এই গোষ্ঠীর লোকেরা আওয়ামী লীগের কাছে তাঁদের আত্মা বিক্রি করে দিয়েছিলেন। বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষক, আমলা, পুলিশ, প্রশাসনে আওয়ামী লীগের যাঁরা অনুগত লোক আছেন, তাঁরা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যে জল ঘোলা করার চেষ্টা করবেন, সেটাই স্বাভাবিক।

আওয়ামী লীগের জমায়েত করার ঘোষণার প্রতিক্রিয়া হলো, ১০ নভেম্বর বিএনপি, বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসহ আওয়ামী লীগবিরোধী যারা আছে, তারা সবাই মাঠে নেমে গেল। তারা এটাকে খুবই গুরুত্ব দিল। কিন্তু তারা যে প্রতিক্রিয়া জানাল, সেটাকে আমার কাছে অতি প্রতিক্রিয়া বলে মনে হয়েছে। আওয়ামী লীগের জমায়েত করার ঘোষণা শেষ পর্যন্ত পর্বতের মূষিক প্রসবের মতো একটা ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কয়েকজনকে আমরা মারধর করতে দেখলাম। তাঁরা সেখানে কী করতে গিয়েছিলেন, সেটা জানি না। যদিও ভারতের কিছু কিছু সংবাদমাধ্যম তাদের খবরের শিরোনাম করেছে, 'ট্রাম্পের সমর্থকদের ওপর ইউনূসের লোকেরা চড়াও হয়েছে'। ৫ আগস্টের পর থেকে ভারতের কিছু কিছু সংবাদমাধ্যমে শেখ হাসিনার পক্ষে ও ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবেদন ছাপিয়ে যাচ্ছে। এর অনেকগুলোই বিকৃত সংবাদ।

ভারতের বাম-ডান-মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দলের মধ্যে বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে একটা ঐকমত্য আছে। ভারতের রাজনৈতিক মহল চায় বাংলাদেশ তাদের একটা তাঁবেদার রাষ্ট্র হয়ে থাক। ১৫ বছর ধরে ভারতের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে আসছিলেন শেখ হাসিনা। তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম ছিল না, ছিল ক্ষমতার প্রেম। ভারত যা চেয়েছিল, তার সবকিছুই তিনি দিয়েছিলেন।

এমনকি যেটা চায়নি, সেটাও দিয়েছিলেন। শেখ হাসিনার সন্তানেরা বিদেশে থাকেন। তিনি বাংলাদেশকে ব্যবহার করেছেন তাঁর ক্ষমতার জন্য এবং অনুগত লোকদের লুটপাটের ব্যবস্থা করে দিতে।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফিরে আসার সম্ভাবনা কতটুকু? ভারত যদি এ ব্যাপারে আগ্রাসী হয়ে ওঠে, তাহলে কিছুটা সম্ভাবনা থাকে। বিভিন্ন সময়ে আমরা দেখেছি, ভারত এ দেশে তাদের তাঁবেদার কিছু লোককে গ্রুমিং বা পরিচর্যা করে এসেছে। একসময় তারা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে পরিচর্যা করেছে।

এরশাদ ১০ বছর ক্ষমতায় ছিলেন, গণ-অভ্যুত্থানে পতনের পরও দাপটের সঙ্গে আমৃত্যু রাজনীতি করে গেছেন। ভারত জাতীয় পার্টিকে তাদের বাফার হিসেবে ব্যবহার করেছে। একসময় জাসদ সম্পর্কে বলা হতো দলটি বাংলাদেশে ভারতের 'সেকেন্ড ডিফেন্স লাইন'; যদিও এটা ছিল পিকিংপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচারণা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হাসিনার পর ভারত কাকে পরিচর্যা করবে? ইদানীং আমরা দেখছি, নির্বাচনের জন্য বিএনপির কোনো কোনো নেতা অস্থির হয়ে গেছেন। এক-এগারোর পর বিএনপিতে বিপর্যয় এসেছিল। এরপর তারা চেষ্টা করেছিল ভারতের মন জয় করতে। *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

নূর হোসেন দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগের মাঠে নামার ঘটনাটি এককথায় দ্বিচারিতা

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 5

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Timothy Bompart
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 25900 Greenfield Rd, Suite # 203, Oak Park, MI 48237
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Ferdausi Hassan,MD

মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।

আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 6

হই হই রই রই, আওয়ামী লীগ গেল কই

মোবায়েদুর রহমান

প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তিনি সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। কথায় বলে, সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়। তার প্রেস সচিব শফিকুল আলম গত ৯ নভেম্বর শনিবার একটি প্রেস রিলিজের মাধ্যমে ঢাকা ও সারা দেশে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। প্রেস সচিব তার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, আওয়ামী লীগ বর্তমানে একটি ফ্যাসিবাদী দল। এই ফ্যাসিবাদী দলের বাংলাদেশে প্রতিবাদ করার কোনো সুযোগ নেই। গণহত্যাকারী ও স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার নির্দেশ নিয়ে কেউ সমাবেশ ও মিছিল করার চেষ্টা করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পূর্ণাঙ্গভাবে সেটি মোকাবিলা করবে। অন্তর্বর্তী সরকার কোনো সহিংসতা বা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভঙ্গের কোনো প্রচেষ্টাকে বরদাশত করবে না।

এর পূর্বে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে গত রবিবার ১০ নভেম্বর রাজধানী ঢাকার জিরো পয়েন্টে নেতাকর্মীসহ সাধারণ জনগণকে আসার ডাক দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। গত শনিবার দলটির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এ সংক্রান্ত একটি পোস্ট দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগের পোস্টে বলা হয়, ১০ নভেম্বর আসুন, নূর হোসেন চত্বরে জিরো পয়েন্ট, গুলিস্তান, ঢাকায়। আমাদের প্রতিবাদ দেশের মানুষের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে, আমাদের প্রতিবাদ মৌলবাদী শক্তির উত্থানের বিরুদ্ধে, আমাদের প্রতিবাদ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে। অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের সঙ্গে আপনিও অংশ নিন।

শেখ হাসিনার আপাদমস্তক যখন ১৬ শতেরও বেশি ছাত্র-জনতার তাজা রক্তে রঞ্জিত, রক্তের দাগ এখনও শুকায়নি, তখন তিনি ভারতে বসে নরেন্দ্র মোদির প্ররোচনায় ১০ নভেম্বর বাংলাদেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির আহ্বান জানানোর দুঃসাহস করেন। ৯ নভেম্বর এক অডিও বার্তায় তিনি এই নৈরাজ্য সৃষ্টির আহ্বান জানান এবং ভারত থেকে সেটি বাংলাদেশে গোপন আস্তানায় লুকিয়ে থাকা আওয়ামী লীগারদের কাছে পৌঁছে দেন। আওয়ামী ফ্যাসিস্টরা শেখ হাসিনার এই দুর্বিনীত আহ্বানকে ভাইরাল করে। শেখ হাসিনা তার উস্কানিমূলক অডিওতে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসীদের বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের রঙ্গিন ছবি অ৪ সাইজের প্রিন্ট করে সাথে রাখবেন, যারা সেদিন আসবেন সবাই। যাতে বুঝা যাবে ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ায় তাকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। সবার কাছে ক্যামেরা আছে এমন মোবাইল সাথে রাখবেন। যাতে রাস্তায় কেউ হেনস্থা বা গ্রেফতার করতে আসলে ট্রাম্পের ছবিসহ ভিডিও করতে পারেন। যাতে প্রমাণ করা যায় ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানাতে আসা লোকজনকে অবৈধ ইউনূস সরকার বাধা দিচ্ছে। সারাবিশ্বে এটি ছড়িয়ে যাবে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সব কিছু কাভার করবে, ভিডিও চিত্র তুলে ধরবে। ১০ নভেম্বরে প্রোগ্রামে কোনো মঞ্চ থাকবে না, হবে গণজমায়েত ও পদযাত্রা। রিক্সায় মাইক থাকবে, হ্যান্ড মাইক থাকবে। দলীয় কোনো প্রকার ব্যানার ফ্যাস্টুন বহন করা যাবে না। একবারে সাধারণ মানুষের মতো আসতে হবে। দলের শীর্ষ নেতাসহ কোনো নেতারই ছবি ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষেধ। মহিলাদের ব্যাপক উপস্থিতি নিশ্চিত করা গেলে ভালো। একটু আগেভাগে এসে বায়তুল মোকাররমসহ আসে পাশের মসজিদগুলোতে অবস্থান নেয়া। ৫ আগস্টের পর যেহেতু এটাই আমাদের প্রথম প্রোগ্রাম সেহেতু সকল ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আসুন লাখো জনতা একত্রিত হই। একবার ভয় কেটে গেলে ইনশাআল্লাহ আমরা ঘুরে দাঁড়াবই।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শেখ হাসিনার এই নতুন ষড়যন্ত্র দৈনিক ইনকিলাব ৯ নভেম্বরের অনলাইন সংস্করণে হুবহু ছাপিয়ে দেয় এবং অডিও ক্লিপটিও প্রকাশ করে। পরদিন ১০ নভেম্বর রবিবার ঐ খবরটি দৈনিক ইনকিলাবের প্রিন্ট সংস্করণেও প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইনকিলাব এখানে অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পরিচয় দেয়। কারণ ঐ ১০ নভেম্বর আওয়ামী লীগ তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টে

সমাবেশের ডাক দেয়। শেখ হাসিনার ঐ অডিও ক্লিপ এবং পরদিন তার নির্দেশ মোতাবেক জিরো পয়েন্টে (অনেকে জিরো পয়েন্টকে জিপিও পয়েন্টও বলেন) আওয়ামী লীগের সমাবেশ আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার সচিবালয়ের নজর এড়ায়নি। তাই তারা ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং আওয়ামী লীগের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে।

॥দুই॥

যে যুক্তিতে সরকার আওয়ামী লীগকে সমাবেশ করতে দিতে রাজি নয় এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কোথাও সভা করতে দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে সেই যুক্তি অকাট্য। বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদী, গণহত্যাকারী ও স্বৈরশাসক। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান রয়েছে তারা বিলক্ষণ জানেন যে, গণতন্ত্রে ফ্যাসিবাদ বা স্বৈরাচারের কোনো স্থান নাই। ফ্যাসিবাদ গণতন্ত্রের অহঃরঃযবংরং বা সম্মুখ শত্রু। গণতন্ত্র, নিয়মতন্ত্র এবং উদারনৈতিকতার সুযোগ নিয়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় ফ্যাসিবাদ একটি দেশের বডি পলিটিক্সে অনুপ্রবেশ করে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই তার ফ্যাসিবাদী চেহারা উন্মোচন করে। ইতালিতে বেনিটো মুসোলিনি একই কাজ করেছেন, জার্মানিতে হিটলার একইভাবে নাৎসিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বাংলাদেশেও একই পন্থায় শুধু শেখ হাসিনা নন, শেখ মুজিবও ফ্যাসিবাদ এবং স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আগেই বলেছি যে, ফ্যাসিবাদ হলো গণহত্যা, গুম, খুন এবং ভয়াবহ জুলুমের একটি মতবাদ। হিটলার এই বর্বর নির্যাতন চালানোর জন্য গড়ে তুলেছিলেন গেস্টাপো বাহিনী। শেখ মুজিব গেস্টাপোর আদলে গড়েছিলেন রক্ষী বাহিনী। শেখ হাসিনা পুলিশ এবং র‍্যাবকে গেস্টাপোর আদলে রূপান্তরিত করেন। নাৎসি হিটলার তার রাজনৈতিক বিরোধীদের নির্মূল করার জন্য কনসেনট্রেশন ক্যাম্প তৈরি করেন। বলতে গেলে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অনেকটা হুবহু আদলে শেখ হাসিনা নির্মাণ করেন আয়নাঘর। এখন গুম ও খুন বিষয়ক কমিটি বলছে যে, আয়নাঘর একটি নয়, অনেকগুলোর সন্ধান তারা পেয়েছে।

ছাত্র লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগকেও নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছিল। জার্মানিতে নাৎসিবাদ কায়েমের জন্য ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নাৎসি পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। আজও নাৎসি পার্টি নিষিদ্ধ রয়েছে। ইতালিতে বেনিটো মুসোলিনির ফ্যাসিবাদকে ৮১ বছর আগে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আজও সেটি নিষিদ্ধই রয়েছে। অথচ, ইতালি এবং জার্মানি আজ পৃথিবীতে গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং সুশাসনের রোল মডেল। যে যুক্তিতে জার্মানি এবং ইতালিতে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ নিষিদ্ধ রয়েছে সেই একই যুক্তিতে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছিল। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়নি বলে আজ শেখ হাসিনা ভারত থেকে নৈরাজ্য ও রক্তপাতের উস্কানি দিচ্ছেন এবং বাংলাদেশেও তার আত্মগোপনে থাকা চ্যালা-চামুন্ডারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা করছেন।

॥তিন॥

গত মঙ্গলবারের কলামে আমি আগাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলাম যে, ভারত বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকে ডিস্টার্ব করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা বর্তমান সরকারকে মেনে নিতে পারেনি। নিজেদের দেশে গণতন্ত্র চালু থাকলেও তারা মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রেখেছে। গণতন্ত্রের নামাবলী অঙ্গে ধারণ করলেও বাংলাদেশে তারা ১৬০০ ছাত্র-জনতাকে হত্যা এবং ২০ হাজারের ওপর ছাত্র-জনতাকে আহত ও পঙ্গু করার পরেও এই গণহত্যার মূল হোতা শেখ হাসিনার অবমাননাকর বহিষ্কারকে মেনে নিতে পারেনি। আমরা শেখ হাসিনার ষড়যন্ত্রকে হালকাভাবে গ্রহণ করতে পারি না। কারণ, নামে তিনি *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

ভারতীয় হেজিমনি ও আওয়ামী লীগের আত্মঘাতী রাজনীতি

জামালউদ্দিন বারী

আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে ছিটকে পড়তে শুরু করেছে। নবম থেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কিংবা গত ১৬ বছরের গুম-খুন, গণহত্যা, রাষ্ট্র বিধ্বংসি ও জাতিবিরোধী তৎপরতার মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগের আত্মঘাতী রাজনীতি শুরু হয়নি। এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে গণহত্যা ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ধ্বংসযজ্ঞের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে এক প্রকার নির্বাসিত ও পলাতক অবস্থায় থেকে ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের এজেন্ডার আওতায় দেশকে অস্থিতিশীল করতে করতে সম্ভাব্য সবকিছু করছে। আর ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মুসলিম বিদ্বেষী এজেন্ডা শত বছরের পুরনো। সেখানে উপমহাদেশে কোনো মুসলমান জনগোষ্ঠির রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের অধিকারের স্বীকৃতি নেই। সেই ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের মধ্য দিয়ে সে স্বীকৃতে রহিত করা হয়েছিল। সাতচল্লিশে কৌশলগতম কারণে তা মেনে নিতে বাধ্য হলেও আদতে তারা কখনোই পাকিস্তান বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে পারেনি। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিক্রমায় মাওলানা ভাসানির নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একাংশের উদ্যোগে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার কেএম দাস লেনের রোজ গার্ডেনে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিথ হওয়ার পর থেকেই এই সংগঠনের উপর ভর করে পাকিস্তান ভাঙ্গার রাজনৈতিক খেলা শুরু হয়। পশ্চিমা পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের কিছু ভুল বক্তব্য ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য সে লক্ষ্য এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আওয়ামী লীগকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এবং অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতৃত্ব হিসেবে শেখ মুজিবকে আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্বের আসনে বসানোর মধ্য দিয়ে তার মাধ্যমে পাকিস্তান ভাগের পরিকল্পনা এগিয়ে নেয় নেপথ্যের কুশীলবরা। পাকিস্তানের দুই অংশের ভূরাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাক্রম বিবেচনায় রাখলে চল্লিশ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুসারে দুই বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠনই ছিল সঙ্গত। কিন্তু পশ্চিম বাংলার রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা ১৯০৫ সালের পরের বিপরীত ভূমিকায় নেমে বাংলা ভাগের দাবিকে অনিবার্য করে তুলেছিল। কলকাতা ও আসামে ভয়াবহ দাঙ্গা সৃষ্টি করে হাজার হাজার মানুষ হত্যার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের সাথে পূর্বে বাংলাকে জুড়ে দেয়ার বাস্তবতাকে অনিবার্য করে তোলা হয়েছিল। কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা শুরু থেকেই পাকিস্তানকে ডি-স্ট্যাবিলাইজ করার প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। পূর্ববাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করা সেই প্রকল্পেরই অংশ ছিল।

শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর ডাক্তার কালিদাস বৈদ্যের লেখা 'বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধে অন্তরালের শেখ মুজিব' গ্রন্থের ভূমিকায় কলকাতার সাংবাদিক পবিত্রকুমার ঘোষ লিখেন,'১৯৫০ সালেই তিনি ফিরে গিয়েছিলেন ঢাকায়, পাকিস্তানকে ভাঙ্গার ব্রত নিয়ে।' কলিকাতায় বসে পাকিস্তান ভাঙ্গার *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে

RiteCare Medical Office P.C.

Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)

Mohd Mozibur Rahman, MD
ইন্টারনাল মেডিসিন ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ Board Certified

Tahera Aktar
Certified Practitioner

Deepa Shrestha, NP
Certified Nurse Practitioner

• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামুল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্জ ভেকসিন দেওয়া হয়

We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM

TELEMEDICINE available for all patients

Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com

Hillside Office
85-38 168th Pl, Jamaica, NY 11432

Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432

Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 7

HEALTH CAREER
TUTORIAL & TRAINING

PHLEBOTOMY | EKG | BILLING & CODING
CNA | PATIENT CARE TECH | PHYSICAL THERAPY
NATIONAL/LICENSE EXAM | CPR/BLS CERTIFICATION

CALL/TEXT 646-420-7156
DR. SIKDAR MASOOD
Instructor, Allied Health, Educational Consultants of USA Inc.
Email: SikdarMasood@gmail.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Dr. Maria Chattha, MD. FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)

আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি. এল. সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরল

WE OFFER QUALITY HEALTH CARE

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of medical managements.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেষ্ট, যক্ষা টেষ্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 8

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ায় ট্রাম্পনীতি

মাসুম খলিলী

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিপুল বিজয় দক্ষিণ এশিয়ায় কতটা কী প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে নানা ধরনের বিশ্লেষণ চলছে। জো বাইডেনের অধীনে মার্কিন প্রশাসনের অন্যতম মনোযোগের কেন্দ্র ছিল দক্ষিণ এশিয়া। 'বার্মা আইন' পাসের মধ্য দিয়ে মার্কিন প্রশাসন এ অঞ্চলে নিজেদের কর্মকাণ্ড গভীরভাবে পরিচালিত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। এ ছাড়া বাইডেন শাসনের চার বছরে দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকান নীতির বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ দেখতে পেয়েছি আমরা। আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর সেখানে তালেবান শাসন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পাকিস্তানে ইমরান খানের সরকারের পতন হয়েছে। বিপুল জনপ্রিয়তা থাকা সত্যেও পরবর্তী নির্বাচনে তার দল পিটিআইকে ক্ষমতায় আসতে দেয়া হয়নি।

ভারতে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার এ সময়ে টানা তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করেছে। তবে এ নির্বাচনে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থায় সরকার পরিচালনা করছে। ভারতে বিরোধী পক্ষ এখন পূর্ববর্তী দেড় দশকের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে। ভারতীয়দের ধারণা, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক বাইডেনের সময় কৌশলগতভাবে নির্ভরতার মৈত্রীর পরিবর্তে যার যার সুবিধা মতো বন্ধুত্বের পর্যায়ে চলে আসে। ভারত একই সাথে কোয়াড ও ব্রিকসের সক্রিয় সদস্য হিসাবে দ্বিমুখী ভূমিকা পালন করে। কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের নামে দিল্লি সমান্তরাল সম্পর্ক বজায় রেখে চলে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে। একসময় ওয়াশিংটন দিল্লির চশমা দিয়ে দক্ষিণ এশিয়াকে দেখার কথা বলা হলেও বাইডেন আমলে অন্য দেশগুলোর সম্পর্কে দিল্লি-ওয়াশিংটন যার যার স্বার্থের হিসাব-নিকাশ থেকে নিজেদের নীতি বিন্যাস করেছে। এটি বাংলাদেশ, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা বা নেপালের ক্ষেত্রে প্রায় সমভাবে সত্য। পাকিস্তান তার বিশেষ গুরুত্বের কারণে সব সময় ব্যতিক্রম ছিল।

ঢাকার জুলাই-আগস্ট বিপ্লব : বাংলাদেশের জুলাই-আগস্ট বিপ্লব দক্ষিণ এশিয়ার জন্য ইন্দো-মার্কিন ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের নেতৃত্বে সংঘটিত এ বিপ্লবকে সরকারের বিপক্ষে দেখা যায়। এখন প্রশ্ন এসেছে, ডেমোক্র্যাট সরকারের বিদায়ের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী ২০ জানুয়ারি ক্ষমতা গ্রহণের পর মার্কিন প্রশাসনের নীতি বাংলাদেশ বা দক্ষিণ এশিয়ায় পাল্টাবে কি না। এ কথা ঠিক, যুক্তরাষ্ট্রে পররাষ্ট্রনীতি ও কৌশল এককভাবে প্রেসিডেন্ট নির্ধারণ করেন না। এতে সিনেট বা কংগ্রেসের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আবার প্রেসিডেন্ট চাইলে অনেক সময় পররাষ্ট্র কৌশলের নতুন অভিমুখ দিতেছেন এমন নজিরও বিভিন্ন সময় দেখা গেছে।

বাইডেন প্রশাসন কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে ছাত্র-গণঅভ্যুত্থান হিসাবে দেখলেও দিল্লির নীতি প্রণেতারা দেখেন ভিন্নভাবে। তারা ঢাকায় ভারতের মিত্র রাজনৈতিক শক্তির পতনে আমেরিকান ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত দেন আর সেই সাথে শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের ভারতে আশ্রয় দেন।

ফ্যাসিবাদের পতনের পর ঢাকায় ক্ষমতাসীন নোবেল জয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারের প্রতি বাইডেন প্রশাসনের সর্বাত্মক সমর্থন থাকলেও দিল্লির ভূমিকা অন্তর্বর্তী এ কারণে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি পুরোপুরি পাল্টে যাবে- এমন ধারণা যেমন ঠিক নয়, আবার বাইডেনের নীতির প্রতিরূপ ট্রাম্প জামানায় আমরা আশা করতে পারি না। এ অবস্থায় দক্ষিণ এশিয়ায় ট্রাম্প শাসনের প্রভাব বাস্তবে কতটা কী হবে সেটি বড় বিবেচ্য।

কিভাবে বুঝব ট্রাম্প কোন পথে : প্রথম ট্রাম্প শাসনে যে নীতি কৌশল অনুসৃত হয়েছে তার সাথে এবার নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্প যেসব নীতি কৌশলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; তা মেলালে আমরা নতুন রিপাবলিকান শাসনে দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকান নীতির ধরন মোটামুটি বুঝতে পারব।

দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে প্রধান দুই খেলোয়াড় হলো চীন ও ভারত। এই দুই দেশের সাথে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিপক্ষ রাশিয়ার নিজস্ব হিসাব-নিকাশ। তিনটি দেশই যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক প্রভাব বিস্তারে প্রধান চ্যালেঞ্জ ব্রিকসের মূল স্থপতি দেশ। আমেরিকান ডলারের বিকল্প বৈশ্বিক মুদ্রা চালুর যে প্রক্রিয়া তাতেও কমবেশি তিন দেশ সমান্তরাল ভূমিকা পালন করছে।

আবার চীন ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘ সীমান্ত বিরোধ ও নানা প্রভাব বিস্তারের স্বার্থগত দ্বন্দ্বে দুই দেশের সম্পর্ক প্রায় উত্তেজনামুখর হয়ে ওঠে। এ উত্তেজনাকর সম্পর্কে দিল্লি যুক্তরাষ্ট্রকে পাশে পেতে চায়। আবার যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক প্রভাব বিস্তারে চীনকে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করে। বেইজিংকে কনটেইন করতে ভারতকে পাশে রাখতে চায় ওয়াশিংটন। এসব বিবেচনার প্রভাব নিঃসন্দেহে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দক্ষিণ এশিয়া নীতিতে পড়বে।

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে অনুসৃত নীতি এবং এবারের নির্বাচনী প্রচারণা ও অন্যান্য বক্তব্যে তার পররাষ্ট্র সম্পর্কের সম্ভাব্য কিছু পদক্ষেপ দ্বিতীয় মেয়াদে অনুমান করা যায়। এর মধ্যে প্রথমে রয়েছে চীনের সাথে ট্যারিফ বা বাণিজ্যযুদ্ধ ট্রাম্প আবার শুরু করবেন। তিনি বিজয়ের পর প্রথম ভাষণে নিজেকে 'ট্যারিফ ম্যান' হিসাবে তুলে ধরে ঘোষণা করেছেন, চীনা পণ্যে শুল্ক ৬০ ভাগ এবং অন্য দেশের পণ্যে ১৫ থেকে ২০ ভাগ আরোপ করা হবে। আগের মেয়াদে চীনা পণ্যে পাইকারিভাবে শুল্ক আরোপ করে তিনি দেখিয়েছেন নতুন দফায় তার বক্তব্য কথার কথা হবে না। ট্রাম্প এমনটিও বলেছেন, শি জিন পিন তাকে ভালো করে চেনেন। শি জানেন ট্রাম্প 'পাগলাটে', যা বলেন তা করেন।

এ পর্যন্তকার বক্তব্যে মনে হয়, ট্রাম্প নতুন উদ্যমে চীনের সাথে বাণিজ্যযুক্ত শুরু করবেন। তবে এটি আমেরিকানদের বেশ খানিকটা প্রভাবিতও করবে। ট্রাম্পের জয়ের পেছনে অন্যতম একটি কারণ ছিল বাইডেন জামানার ব্যাপক মূল্যস্ফীতি। চীনা পণ্যে ৬০ শতাংশ আর অন্য দেশের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হলে আমেরিকান বাজারে সব কিছুর দামে উল্লম্ফন ঘটবে। সেটি ট্রাম্প যদি বিবেচনায় নেন তাহলে কিছুটা ধীরগতি নিতে পারেন।

এর পরও ট্রাম্প শাসনে চীনের সাথে যে একটি যুদ্ধংদেহীভাব থাকবে সেটি আমেরিকার স্থায়ী কৌশলগত সমীকরণের সাথেও মেলে। এখন প্রশ্ন হলো এই চীনবিরোধী ট্রাম্প মানস *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

ট্রাম্প ফেরায় ফ্যাসিবাদীরা কেন খুশি?

খাজা মাঈন উদ্দিন

বিশেষজ্ঞরা যে ব্যক্তির ভাষাজ্ঞানকে ক্লাস ফাইভ-সিক্সের বাচ্চাদের মতো বলে মন্তব্য করেছেন; যে ব্যক্তির কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও ক্ষমতার দাপট বিশ্ববাসীকে রীতিমতো ত্যক্তবিরক্ত করে আসছে; সেই ব্যক্তি প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে আবার হোয়াইট হাউসে যাচ্ছেন। এ খবরে অধিকাংশ জাতিরাষ্ট্র বিচলিত ও উদ্বিগ্ন। কিন্তু কারও কিছু করার নেই। এটিই আজকের বিশ্বের ঘাড়ে চেপে বসা এক অদ্ভুত অসহায়ত্ব। তো, সেই ব্যক্তি, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্ভাব্য কর্মকাণ্ডকে মাথায় রেখে সারা বিশ্ব যেখানে আগেভাগে নানা ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বা তিনি কী কী করতে পারেন বলে তুমুল আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, সেখানে খোদ ট্রাম্পকে তাঁর নিজের দেশের বহির্মুখী নীতি নিয়ে একেবারেই চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে না।

ট্রাম্পের 'আগে আমেরিকা' নীতির ঘোষণা বা বিদেশি পণ্যের ওপর ২০০ থেকে ১০০০ শতাংশ পর্যন্ত আমদানি শুল্ক আরোপের খায়েশ চীনের মতো রপ্তানিকারক দেশগুলোকে চিন্তায় ফেললেও ওসব বুলি আসলে ঘরকুনো মানসিকতার প্রতিফলন। রক্ষণশীল, কিন্তু বিশ্বমঞ্চের আলোচিত-সমালোচিত রাজনীতিবিদ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন মনে করতেন, যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতি বিশ্ব ও মার্কিনদের জন্য গুরুত্ববহ এবং দুর্বল মার্কিন অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশ্ববাসীর জন্য বিপজ্জনক। তবে রিয়্যালিটি শোর চরিত্র ট্রাম্প এ ধরনের পররাষ্ট্রবিষয়ক উচ্চমার্গীয় 'রিয়্যালিটি'র ধার ধারেন বলে মনে হয় না।

ট্রাম্প ফেরায় ফ্যাসিবাদীরা কেন খুশি?

বিগত ট্রাম্প আমলে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবসায়িক লেনদেন ও মুনাফার দৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাষ্ট্রগুলোকে মূল্যায়ন করেছে। এ কারণে বিগত ট্রাম্প আমলে কর্মকর্তাদের কূটনৈতিক মিষ্টভাষ্যে মিত্ররা আশ্বস্ত হতে পারেনি। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে তারা তা আরও পারবে না।

পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের মতাদর্শ, কূটনীতি, সামরিক শক্তি, প্রযুক্তিগত দখল এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও লেনদেন এতটাই বিস্তৃত যে বাস্তবতা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র একটি বৈশ্বিক দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কিন্তু ট্রাম্পের তাঁদের করপোরেট স্বার্থে উচ্চমাত্রায় যে করছাড় দেবেন, তাতে তাঁকে ভোট দেওয়া শ্রমিকেরা, কম শিক্ষিত, বয়স্ক ও দরিদ্র স্বাস্থ্যসেবাপ্রার্থীরা কোন উপায়ে উপকৃত হবে, তা স্পষ্ট নয়। এই লেখকের ধারণা, এ বছর ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন দুটি কারণে এক, জেলে না যাওয়া থেকে বাঁচা এবং দুই, যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অফিসের সুযোগ ও ক্ষমতা ভোগের মোহ।

সে লক্ষ্য অর্জনে মার্কিনদের প্রায় এক শতাব্দীর

বিশ্ববীক্ষা এর সম্পূর্ণ উল্টো। যেহেতু শিক্ষা, গবেষণা, চাকরি ও বসবাসের সুযোগ নিতে সারা পৃথিবী থেকে মানুষ ওই দেশে যেতে এবং মার্কিন স্বপ্ন বাস্তবায়নে 'ম-রিয়া' হয়ে থাকে; সেহেতু ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী নীতি অনেকের জন্যই হতাশার ও হুমকির। অভিবাসীদের উদ্যোগ, কর্মস্পৃহা, আমদানিসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যখন মার্কিন অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখে, তখন ট্রাম্পের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী নীতি কীভাবে 'যুক্তরাষ্ট্রকে আবার মহান' করবে, তা বোধগম্য নয়।

নির্বাচনে ইলন মাস্কের মতো ধনীদের সমর্থন পাওয়া ট্রাম্প আন্তর্জাতিক নীতিবিরোধী বয়ানের আশ্রয় নিয়েছেন ট্রাম্প।

বাইরের দেশ থেকে বৈশ্বিক নাগরিকেরা সচেতনভাবে 'খ্যাপাটে' ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতির সম্ভাব্য অভিঘাত নিয়ে যত চিন্তিত, তাঁর আমলের অভ্যন্তরীণ অবস্থা অন্যান্য দেশের জন্য কী 'অপ্রত্যাশিত পরিণতি' বয়ে আনবে, তা হয়তো তাঁরা আগাম ভাবতে পারছেন না।

দ্বিদলীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত অতীত মার্কিন নীতির আলোকেই হয়তো বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, ট্রাম্পের বিজয়ের ফলে ঢাকার প্রতি ওয়াশিংটনের নীতির কোনো পরিবর্তন হবে না। নিজের ও নিজেদের স্বার্থপরতার বিষয়ে ট্রাম্প যে কতটা অন্ধ, তা বাংলাদেশ নিয়ে এক্স প্ল্যাটফর্মে দেওয়া তাঁর সাম্প্রতিক বক্তব্যে বোঝা যায়। তাতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে ঘটনার নিন্দা তিনি করেছেন, সে ঘটনা ঘটেইনি। ধারণা করি, তিনি কারও প্ররোচনায় এ টুইট করেছেন। এর পেছনে কিছু ভোট পাওয়ার লোভও কাজ করে থাকতে পারে।

ট্রাম্পের নির্বাচনী বিজয়ে বাংলাদেশের পতিত সরকারের সমর্থকেরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একধরনের উল্লাস প্রকাশ করেছেন। তাঁরা শুধু খেয়াল করেননি, জুলাই-আগস্ট ২০২৪ বিপ্লব জো বাইডেন এসে ঘটিয়ে দিয়ে যাননি।

তাঁরা এটিও বুঝতে পারছেন না, নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এফ-১৬ জঙ্গি বিমান পাঠিয়ে পরাজিত ও পলায়নকারী শেখ হাসিনাকে গণভবনের মসনদে বসিয়ে দিয়ে যাবেন না। তবু ট্রাম্পের 'অনৈতিহাসিক' নির্বাচনী বিজয় দেশে দেশে গণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক রাজ-নীতির জন্য কী বার্তা দেবে, সে বিষয়ে অনেকে কিছুটা বিভ্রান্ত। বাংলাদেশের মতো দেশেও ট্রাম্প-জাতীয় নেতৃত্ব কি দেখা যায়নি এবং তা-ও কয়েক ডিগ্রি ওপরে? দেশের মানুষ কি বিনা ভোটে 'নির্বাচিত' শাসক দেখেনি? আদালতে দোষী সাব্যস্ত একজন অপরাধী, সুষ্ঠু নির্বাচনের গণরায় অমান্যকারী, দাঙ্গার উসকানিদাতা, ক্ষমতার যাচ্ছেতাই ব্যবহারকারী, যৌন হয়রানির অভিযোগে অভিযুক্ত, নারীবিদ্বেষী কিংবা বর্ণবাদীড়এসব নেতিবাচক পাবলিক ইমেজ ট্রাম্পকে নির্বাচিত হওয়া থেকে থামাতে পারেনি। কেন পারেনি? এই রহস্য ভেদ করতে অপারগ বা অনিচ্ছুক উদারপন্থীরা ট্রাম্পের নিন্দা এবং তাঁর বিজয়কে অনিশ্চয়তার যুগ আখ্যা দিয়ে দায় সেরেছেন। তাঁরা স্বীকার করছেন না, ট্রাম্পের সাফল্যের কারণ তাঁরা নিজেরা; বিশেষ করে ক্ষমতাভোগী গোষ্ঠী ও সামাজিক এলিটরাও। এ ধারা অন্য দেশেও মেলে। যিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ৪ বছরে ৩০ হাজার ৫৭৩টি মিথ্যা বা বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দিয়েছিলেন, তাঁকে ভোটাররা বেছে নিলেন কেন?

ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসের ঐক্যের ডাকের বিপরীতে আধা রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভাজনের বার্তা বেশি গ্রহণযোগ্য হলো কোনো বিবেচনায়? ডেমোক্রেটিক পার্টির তুখোড় বক্তা ও রিপাবলিকান পার্টির রক্ষণশীল ভদ্রলোকদের তুলনায় প্রায় প্রলাপ বকা এক 'বহিরাগত রাজনীতিক' এত জনপ্রিয় হয়ে গেলেন এমনি এমনিই? যে শ্রেণির মার্কিনরা ট্রাম্পকে বেছে নিয়েছেন, তাঁরা তাঁর সুন্দর কথা বলা প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিকভাবে ভণ্ড বা *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 9

বিচ্ছেদের শোক, উচ্ছেদের কষ্ট

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

উচ্ছেদ ও বিচ্ছেদের যে নির্মম বাস্তবতা এযাবৎ দেখলাম তার পেছনে রাজনীতির কার্যকারিতাটি ছিল অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। প্রধান ঘটনা দেশভাগ। আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জীবনে এই বিভাজন কীভাবে কাজ করেছে চকিতে সেদিকে তাকালে বুঝতে পারব নষ্ট রাজনীতি কেমন করে মানুষকে উৎপাটিত ও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে এবং অপূরণীয় ক্ষতি ও অপচয় ঘটিয়েছে। দেশভাগের জন্য কংগ্রেস ও লীগ পরস্পরকে দোষী সাব্যস্ত করে থাকে, কিন্তু আমাদের পক্ষে কিছুতেই ভোলা উচিত হবে না যে অন্তরালে থেকে ঘটনা আসলে ঘটিয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা। দেশভাগ পরিবার ভেঙেছে, সমাজে সাম্প্রদায়িকতাকে জিইয়ে রেখেছে এবং বহু ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে তাদের পরিবেশ ও সংস্কৃতি থেকে। যেমন ধরা যাক, আবুল হাশিমের কথা। শেষ পর্যন্ত তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন বাংলাকে অখণ্ড রাখতে; কিন্তু সফল হননি। আসলে হওয়ার কথাও নয়, কেননা ততদিনে প্রবলতর কংগ্রেস ও লীগ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের সঙ্গে তাল দিয়ে দেশভাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। দেশভাগের পর তিনি বর্ধমানে তার গ্রামের বাড়ি ছাড়েননি, কলকাতাতেও যেতেন, বিভক্ত ব্যবস্থাপক পরিষদের বিরোধী দলের নেতা ছিলেন তিনি, কিন্তু পঞ্চাশের দাঙ্গায় তার গ্রামের বাড়িতে দুর্বৃত্তরা যখন আগুন ধরিয়ে দিল, তখন আর থাকা সম্ভব হলো না, শরণার্থী হয়ে ঢাকায় চলে এলেন। এসে তিনি উদ্বাস্তু হয়ে থাকতে সম্মত ছিলেন না, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন এবং সে আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক সময় কারাগারে থাকেন, ১৯৫৪-এর নির্বাচনেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন; কিন্তু রাজনীতির মূলধারার সঙ্গে যে যুক্ত হবেন সেটি আর ঘটল না, তার কারণ মতাদর্শিকভাবে তিনি ইহজাগতিকতাকে গ্রহণ করতে পারেননি, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সংমিশ্রণে তিনি আস্থা রাখতেন। শাহেদ আলীকে তিনি তার রাজনৈতিক দল খেলাফতে রব্বানী পার্টিতে টেনে নিয়েছিলেন। ওই কথাসাহিত্যিককে আমরা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখেছি, যেমন দেখেছি ফররুখ আহমদকে; দেখতে হলো আবুল হাশিমকেও। এরা উভয়েই পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্যকে জানতেন, কিন্তু পুঁজিবাদের সঙ্গে লড়তে রাজি হলেন না, রাজি হলে মূলধারার সঙ্গে যুক্ত থাকাটা সম্ভব হতো। তাদের কাজ অনেক বেশি ফলপ্রসূ হতো এবং তারা উচ্ছেদ-বিচ্ছেদবিরোধী সংগ্রামে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারতেন, যেমনটা তাদের থেকে প্রত্যাশিত ছিল।

উল্টো ঘটনা ঘটেছে হাবীবুল্লাহ বাহারের ক্ষেত্রে। তিনি বিচ্ছিন্ন হতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। কলকাতায় তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নিজে তিনি লিখতেন, একসময়ে কলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অধিনায়ক ছিলেন, ভাইবোন মিলে বুলবুল পত্রিকা সম্পাদনা করতেন, নিজেদের বসতবাড়িতে বুলবুল পাবলিশিং হাউস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখান থেকে প্রতিভাবান নবীন লেখকদের প্রথম বই বের হচ্ছে, পরে সেগুলো নাম করেছে, তার স্ত্রী সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, বোন অধ্যাপনা করেন লেডি ব্রেবোর্নে, ভগ্নিপতি প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক; কাজী নজরুল ইসলামের তিনি বন্ধু; স্বপ্নেও ভাবেননি যে উৎপাটিত হবেন। কিন্তু তাইতো হলেন। আসতে চাননি, তবু কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আসতে হলো; বিশেষ করে ব্যবস্থাপক পরিষদে যে মানুষদের তিনি প্রতিনিধিত্ব করছিলেন তাদের চাপে। মুসলিম লীগেরই লোক ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল অংশের নয়, প্রগতিশীল অংশের। নাজিমুদ্দীন গ্রুপের লোকেরা তাকে সাদরে গ্রহণ করেননি, না-পারতে মন্ত্রী করেছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের এবং স্বেচ্ছায় তিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন ঢাকাকে মশকশূন্য করার। মশকশূন্য করা গেল বটে- কিন্তু দুর্বৃত্তশূন্য করা তো সম্ভব ছিল না, ১৯৫০-এ দাঙ্গা বাধল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের বিপদ দেখে তিনি মর্মে মর্মে বিদ্ধ হলেন। আরো দেখলেন যে পাকিস্তানি শাসকরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করছে না। মূলত তার উদ্যোগেই ১৯৪৩-এ ঢাকায় যে সাহিত্য সম্মেলন হয় তাতে দেখলেন তার নিজের মন্ত্রণালয়ের অবাঙালি সচিব বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বলছেন। এরপর এলো রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। তিনি বাংলা ভাষার পক্ষে, অথচ রয়েছেন সরকারি দলে; এই পীড়া তাকে কতটা যে অস্থির করেছিল সেটা টের পাওয়া গেল ১৯৫৩ সালে যখন তিনি উচ্চরক্তচাপে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারালেন। তারপরে ১৩ বছর জীবিত ছিলেন, কিন্তু সেই অত্যন্ত প্রাণবন্ত, গল্পপ্রিয়, কৌতুকে প্রাণখোলা মানুষটি প্রায় নিশ্চুপই থেকেছেন; তার অবস্থা সেই রকমেরই হয়েছিল যেমনটা হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের। তার নিকটজন অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ ভাষা আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন, কারামুক্ত হয়ে যখন অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে গেছেন হাবীবুল্লাহ বাহার তখন বুঝি চিনতে পারলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি প্রফেসর না? আপনি কি জেলে গিয়েছিলেন?' উত্তরে হ্যাঁ বলায়, 'হঠাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগে তিনি বলতে লাগলেন, আমারও খুব শখ ছিল, আমি জেলে যাব।' আরো কিছুদিন পরে বুলবুল ললিতকলা কেন্দ্র থেকে তার এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়, সেই সভায় তিনি অধ্যাপক গুহের পাশে বসেছিলেন, হঠাৎ করেই অধ্যাপক গুহকে তিনি বলেছিলেন, 'আপনি কি বাংলা ভাষা নিয়ে একটু বলবেন?' বুঝতে তো কষ্ট হয় না যে বিচ্ছিন্নতার দুঃখ এবং সংলগ্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কীভাবে কাজ করছিল তার ভেতরে। এদের জীবনে যা ঘটেছে তা অসংখ্য মানুষের দুর্ভোগেরই প্রতিচ্ছবি। এপারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকে ছিলেন যারা প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন থেকে যাবার। পারেননি। লীলা নাগ ও অনিল রায় ছিলেন, স্বামী-স্ত্রী, দুজনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়েছেন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা, দেশভাগের পরও ঢাকাতেই থাকবেন বলে ঠিক করেছিলেন; পারলেন না, দেশত্যাগ করতে হলো, কলকাতায় গিয়ে কার্যকর রাজনীতি করলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের হয়ে। অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক, একে হিন্দু তার ওপর কমিউনিস্ট, পঞ্চাশের দাঙ্গার পর বুদ্ধি করে দেশত্যাগ করে চলে গেলেন; গিয়েছিলেন বলেই বাঁচলেন, নইলে প্রাণে বাঁচলেও নিগ্রহের শেষ থাকত না। আমার দুই সহকর্মী আনোয়ার পাশা ও রাশীদুল হাসান জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে আসতে চাননি, শেষ পর্যন্ত আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, তারপর একাত্তরে শহীদ হলেন। অধ্যাপক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ঢাকায় আসতে প্রস্তুত ছিলেন না; পঞ্চাশের দাঙ্গার পর বাধ্য হলেন আসতে এবং একাত্তরে যে শহীদ হননি তার একমাত্র কারণ সময় মতো পুনরায় দেশপলাতক হওয়া। রাষ্ট্র সচেষ্ট ছিল বিতাড়নে, নিষ্পেষণে এবং হত্যা করায়। একাত্তরে যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে। প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসক ছিলেন মন্মথনাথ নন্দী। মানিকগঞ্জের লোক, আবার সদস্যও ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির; দ্বিতীয় পরিচয়টির প্রয়োজন হয়নি, প্রথম পরিচয়টিই যথেষ্ট ছিল বিপদ ডেকে আনার জন্য। পঞ্চাশে যাননি। চৌষট্টিতেও ছিলেন, পঁয়ষট্টিতেও থেকেছেন, কিন্তু তারপর জরুরি প্রয়োজনে দেশের বাইরে যে গেলেন আর ফিরতে পারলেন না, মোনেম খাঁর সরকার ফিরতে তো দিলই না, তার ঢাকার বাড়িটাকে শত্রু সম্পত্তি করে ছাড়ল। অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য একাত্তরে ছিলেন এবং থাকার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন প্রাণদান করে। কতজনের কথা বলব, উদ্বাস্তু হতে অস্বীকৃতির জন্য যারা শহীদ হয়েছেন? কমিউনিস্টপন্থি ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে বন্দি করা হয়েছিল কিশোর শহীদ সাবেরকে। জেলখানা থেকে কোনো মতে একটি রচনা পাঠিয়েছিলেন, কলকাতার নতুন সাহিত্য পত্রিকায়, নাম দিয়েছিলেন 'আরেক দুনিয়া থেকে'। সে লেখাটি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে দেখেন কোথাও কোনো আশ্রয় নেই; *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

লীলা নাগ ও অনিল রায় ছিলেন, স্বামী-স্ত্রী, দুজনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়েছেন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা, দেশভাগের পরও ঢাকাতেই থাকবেন বলে ঠিক করেছিলেন; পারলেন না, দেশত্যাগ করতে হলো, কলকাতায় গিয়ে কার্যকর রাজনীতি করলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের হয়ে।

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 10

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্টে ও ব্যাংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম

এখানে ● গায়ে হলুদ ● বিবাহ ● এনগেজমেন্টস ● সুইট সিক্সটিন ● বেবি শাওয়ার ● ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্যু-ব্যবস্থা করা হয়।

- ৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
- ২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
- Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
- ১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।

বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ

বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

agra Palace Restaurant & Party Hall

Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

200% GUARANTEE

UNTOUCHED BY HANDS

786® حلال

RED COW MILK QUALITY PLEDGE:

RED COW MILK MADE WITH ONLY FRESH MILK not from concentrate

RED COW FRESHLY PRODUCED IN EUROPE

RED COW FRESHLY PACKED AT THE FACTORY NOT SOMEWHERE ELSE

RED COW SHIPPED FROM FACTORY DIRECTLY TO YOUR STORES

RED COW BRAND MILK POWDER DISSOLVES BETTER THAN ANY OTHER MILK POWDER
PACKED IN HOLLAND AT FACTORY WHERE IT IS MADE SO YOU CAN BE SURE IT IS NOT CONTAMINATED

PACKET BUTTER ABSORB ODOR FROM THE FRIDGE. RED COW BUTTER IN A CAN KEEPS THE FRESH, CLEAN BUTTER TASTE SO YOU CAN ENJOY FRESH TASTE OF BUTTER.

RED COW MILK IS THE BEST.

Why is RED COW milk the BEST?
1) RED COW MILK PACKED WHERE IT IS MADE NOT SOMEWHERE ELSE
2) Cows are fed with grains & grass
3) Cows receives lovingly care

DELICIOUS, HEALTHY & NUTRITIOUS
DEMAND RED COW MILK & BE THE JUDGE

100% PURE & NATURAL BUTTER

100% PURE & NATURAL MILK

100% PURE & NATURAL COW GHEE

RED COW brand 100% PURE COW GHEE UNTOUCHED BY HANDS, PRODUCED IN UK PACKED IN CANS AND SEALED AT THE FACTORY SO YOU CAN BE SURE IT STAYS 100% PURE & UNTOUCHED BY HANDS

Wholesale supplies from:
AFN BROKER LLC 908-486-0077,
RAHMAN DISTRIBUTORS, NY
917-396-4882

WHY IS REAL GUYANA CANE SUGAR FAMOUS FOR MORE THAN 300 YEARS? TASTE REAL GUYANA SUGAR AND YOU WILL KNOW WHY.

ORIGINAL Real Guyana 786 REAL & NATURAL CANE SUGAR

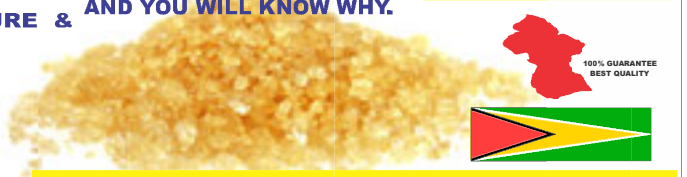

100% PURE & NATURAL CANE SUGAR

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 11

Qur'an Tour

ILLUMINATING HEARTS EMPOWERING ORPHANS WORLDWIDE

Date:
Friday, Nov 15th

Event Time:
Maghrib - Isha

Zakat Foundation of America and Jamaica Muslim Center brings to you a Soul Searching Session of the Quranic Ayahs with

Imam Ibrahim Aldardasawi

Sheikh Nady Kishk

Imam Mirza Abu Zafar Beg

Imam Shamsi Ali

Venue: Jamaica Muslim Center
85-37 JMC Way, Jamaica, NY 11432

No ticket, open public event

Dinner (Mezban) will be served

All proceeds from this event will go directly to Gaza and Lebanon relief efforts.

ZAKAT FOUNDATION of AMERICA

JMC

Questions? Contact
imam.idardasawi@zakat.org
imran.h@zakat.org

Zakat Foundation, a 501 (c)(3) non-profit charity organization (**Tax ID 36-4476244**)

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 12

ড. আবু জাফর মাহমুদ কুইন্স কাউন্টি কমিটি মেম্বার নির্বাচিত

(শেষ পাতার পর)

নীতিবিদ স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন তিনি মূলধারার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তিনি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস গঠন করে নতুন উদ্যোমে রাজনীতিতে অগ্রসর হয়েছেন। চলতি বছরের ২৫ জুন অনুষ্ঠিত ডেমোক্রেট প্রাইমারি নির্বাচনে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হন তিনি। এর আগে ৫ মে জ্যাকসন হাইটস এর ডাইভার্সিটি প্লাজায় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে কুইন্স কাউন্টি কমিটির সদস্য পদে তার প্রার্থিতা ঘোষণা করেন নিউ-ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগা।

পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেসের প্রেসিডেন্ট স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ জানিয়েছেন, তার এ অর্জন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিদের সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের একটি আনুষ্ঠানিক অধ্যায়। তিনি বলেন, যারা এতদিন বাংলাদেশি কমিউনিটিতে অবদান রেখেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা এখন দৃপ্তস্বরে, স্বগৌরবে বলতে পারবেন ডেমোক্রেটিক নিবার্চনে আমরাও মূলধারার নেতৃত্বে অংশীদার। তিনি জানান, কুইন্স কাউন্টি কমিটির মেম্বার পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তার জয়লাভের বিষয়টি একটা ইতিহাস ও একই সঙ্গে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। এর কৃতিত্বের দাবিদার কমিউনিটির সকল মানুষ। ৫ নভেম্বর ২০২৪ প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের দিন জ্যাকসন হাইটস এর ডাইভার্সিটি প্লাজায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল গণনার সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে তার জয়লাভের ঘোষণা দেন কুইন্সের জনপ্রিয় কাউন্সিল *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 13

Basement Environmental Health & Safety

আপনার বেসমেন্ট, গ্যারেজ, অ্যাটিক বা পিছনের উঠোনকে বৈধ করতে বিনামূল্যে NYC ADU অনুদানের অর্থ ব্যবহার করুন। (PlusOneADU@hpd.nyc.gov or 311).

DANGER

সাবধান- Do Not SLEEP in an Unhealthy Toxic Basement without a Safety Inspection

Serious Health Hazards in your Basement

Various Health Issues, Chronic Respiratory illness, Cancer, Kidney, liver, Brain damage, Risk of Severe Mental Health Depression, and Central Nervous System even death. (অস্বাস্থ্যকর বেসমেন্টে দীর্ঘায়িত ঘুমের জন্য দায়ী। বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ, ক্যান্সার, কিডনি, লিভার, মস্তিষ্কের ক্ষতি, গুরুতর স্বাস্থ্যের অবনতি এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ঝুঁকি, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।)

Homeowners: Minimizing Liability and Preventing Legal Lawsuit (আবশ্যিক নিরাপত্তা পরিদর্শন: দায়বদ্ধতা কমানো এবং আইনি মামলা প্রতিরোধ).

- **Indoor Air Quality- Lead-Based Paint Check, Radon Gas, and other Toxicity Inspections. বাড়ির মালিকদের অবশ্যই এই ধরনের পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। অস্বাস্থ্যকর বেসমেন্ট থেকে, ভাড়া আদায় নিষিদ্ধ।**
- **Basement Tenant: Get Help from HPD Grant Money, Move Out from an Unhealthy Toxic Basement. (বেসমেন্ট ভাড়াটিয়া: HPD অনুদানের অর্থের সাহায্য নিন, অসুস্থকর বিষাক্ত বেসমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসুন, এবং দীর্ঘায়ু লাভ করুন।)**

আইনজীবী ছাড়া বেজমেন্ট ভাড়াটিয়ার উচ্ছেদ, ব্যক্তিগত তদন্তের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ, এবং সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতা।

917-618-0740 Bcsafetymediator@gmail.com

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 14

সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন

জাফর আহমাদ

প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভেঙ্গে ফেলা হারাম।(আল জামে আল বুখারী:৬৬৫৯)
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীকে রাসুলুল্লাহ সা: মুনাফিক বলেছেন।(আল জামে আল বুখারী:২৬৮২)
মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে আল্লাহর রাগ উদ্রেক হয়।(সুরা সফ:৩)
আমানত ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী সফলকাম হয় না।(সুরা মু'মিনুন:৮)
প্রতিশ্রুতি দুই প্রকার: যথা: এক, আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতি দুই, মানুষের সাথে প্রতিশ্রুতি।
আরবী 'আহাদুন' অর্থ অংগীকার, প্রতিশ্রুতি, ওয়াদা, চুক্তি ইত্যাদি। কোন মানুষ অপর মানুষকে দেওয়া কথা বা প্রতিশ্রুতি দেয়াকে ওয়াদা বলে। ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা কুরআন ও হাদীসে কঠোর নির্দেশনা রয়েছে। তাছাড়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা একটি মর্যাদাসম্পন্ন কাজ। এ জন্য কুরআন ও হাদীসে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কথা বিবৃত হয়েছে। একটি সুস্থ সমাজের জন্য প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটি সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিকে সকল প্রকার বিকৃতি, অশান্তি ও অকল্যাণের হাত থেকে রক্ষা করে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি জীবনে অকল্যাণ ও বিপর্যয় নেমে আসে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমরা আমার নিয়ামতকে স্মরণ কর, যে নিয়ামত আমি তোমাদের প্রদান করেছি এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর, তাহলে আমি তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর কেবল আমাকেই ভয় কর।"(সুরা বাকারা:৪০) যে কোন প্রতিশ্রুতিই হোক সেটি রক্ষা করা প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। আর প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে ফেলা কবিরাহ গোনাহের কাজ। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে তা থেকে সরে যাওয়া আরো মারাত্মক গোনাহের কাজ। এ ধরনের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে হাদীসের ভাষায় মুনাফিক বলে। কারণ রাসুলুল্লাহ সা: এদেরকে মুনাফিক বলেছেন। আবু হুরাইরা রা: হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি-বলতে গেলে মিথ্যা বলে, আমানত রাখলে খিয়ানত করে, আর ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। (বুখারী:২৬৮২, কিতাবুশ শাহাদাহ, বাবু মান আমারা বিল ইনজারিল ওয়াদে, আ: প্র: ২৪৮৭, ইফা:২৫০৩) কথা দিয়ে কথা না রাখা বিবেকবহির্ভূত ও অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। এ ধরনের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি আল্লাহর ক্রোধ উদ্রেক হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা কেন এমন কথা বলো, যা কাজে পরিণত করো না। আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ যে, তোমরা কথা বলো যা করো না।"(সুরা সফ:২-৩)
"প্রতিশ্রুতি পালন করো, অবশ্যই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।"(সুরা বনী ইসরাইল:৩৪) হে ঈমানদারগণ! বন্ধনগুলো পুরোপুরি মেনে চলো।"(সুরা মায়েদা:১) অর্থাৎ তোমরা অঙ্গীকারগুলো পূর্ণ করো। সুরা মায়েদা আল্লাহর শরীয়াতের বিধি-বিধানে পরিপূর্ণ একটি সুরা। সুরার প্রথম আয়াতেই মহান আল্লাহ বিধি-বিধানগুলো মেনে চলার

জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। "আর তাদের কর্মপদ্ধতি এমন যে, তারা আল্লাহকে প্রদত্ত নিজেদের অংগীকার পালন করে এবং তাকে মজবুত করে বাঁধার পর ভেঙ্গে ফেলে না।"(সুরা রাদ:২০) এর অর্থ হচ্ছে সেই অনন্তকালীন অংগীকার যা সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ মানুষের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। তিনি অংগীকার নিয়েছিলেন, মানুষ একমাত্র তাঁর বন্দেগী করবে। প্রত্যেকটি মানুষের কাছ থেকে এ অংগীকার নেয়া হয়েছিল। প্রত্যেকের প্রকৃতির মধ্যে এটি নিহিত রয়েছে। যখনই আল্লাহর সৃজনী কর্মের মাধ্যমে মানুষ অস্তিত্ব লাভ করে এবং তার প্রতিপালন কর্মকাণ্ডের আওতাধীনে সে প্রতিপালিত হতে থাকে তখনই এটি পাকাপোক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর রিযিকের সাহায্যে জীবন যাপন করা, তাঁর সৃষ্ট প্রত্যেকটি বস্তুকে কাজে লাগানো এবং তার দেয়া শক্তিগুলো ব্যবহার করা-এগুলো মানুষকে স্বতস্ফূর্তভাবে একটি বন্দেগীর অংগীকারে বেঁধে ফেলে। কোন সচেতন ও বিশ্বস্ত মানুষ এ অংগীকার ভেংগে ফেলার সাহস করতে পারে না। "আল্লাহর অংগীকার পূর্ণ করো যখনই তোমরা তাঁর সাথে কোনো অংগীকার করো এবং নিজেদের কসম দৃঢ় করার পর আবার তা ভেঙ্গে ফেলো না যখন তোমরা আল্লাহকে নিজের ওপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়োছো। আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত।"(সুরা নাহল:৯১)
যারা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে মানুষের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে মহান আল্লাহ তাদেরকে নিন্দা ও ধীক্কার জানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন"আচ্ছা, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না কেন? যে ব্যক্তিই তার অংগীকার পূর্ণ করবে এবং অসৎকাজ থেকে দূরে থাকবে সে আল্লাহর প্রিয়ভাজন হবে। কারণ আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন। আর যারা আল্লাহর সাথে করা অংগীকার ও নিজেদের শপথ সামান্য দামে বিকিয়ে দেয়, তাদের জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পাক-পবিত্রও করবেন না। বরং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"(সুরা আলে ইমরান:৭৬-৭৭) যারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যারা তা ভেঙ্গে ফেলে এবং এ ধরনের কঠিণ অপরাধ করার পরও মনে করে তারা কিয়ামতের আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে এবং তাদের প্রতি বর্ষিত হবে আল্লাহর অনুগ্রহ। আর দুনিয়াতে তাদের গায়ে যে দাগ লেগে আছে, তাদের মুরব্বীদের বদৌলতে তাও মুছে যাবে। সত্যিকারার্থে সেখানে তাদের সাথে উল্টো আচরণ করা হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদের প্রতি রাগান্বিত থাকবেন। তাদের দিকে তাকাবেন না এবং আখিরাতে তাদের কোন অংশ থাকবে না। তার মানে তারা রিক্ত হস্তে উত্থিত হবে।
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: সূত্রে নবী সা: হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: কোন মুসলিমের মাল আত্মসাৎ করার জন্য অথবা বলেছেন: তার ভাইয়ের মাল আত্মসাৎ করার জন্য যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করবে, আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাত ঘটবে এমন অবস্থায় যে আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন। এ কথারই সত্যতায় আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন: "নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে এরা আখিরাতের নিয়ামতের কোন অংশই পাবে না।" (আল জামে আল বুখারী:৬৬৫৯, কিতাবুল ঈমান ওয়ান নায়ুর, বাবু আহ্‌দিল্লাহি আজ্জা ও ঝাল্লা) এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে অংগীকার ও পরস্পরের সাথে কৃত চুক্তির শর্তাবলী পালন হরা অবশ্য কর্তব্য আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হারাম। যেমন: আবু সাঈদ রা: হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন: প্রত্যেক ধোঁকাবাজের জন্য কিয়ামত দিবসে একটি পতাকা থাকবে আর তা তার বিশ্বাস ঘাতকতার পরিমাণ অনুযায়ী উচু করা হবে। সাবধান জনগণের শাসক হয়ে যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর নেই। (মুসলিম:৪৪৩০, আন্তর্জাতিক নাম্বার: ১৭৩৮, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর বাবু তাহরিমিল গাদরি, ইফা:৪৩৮৮, ই,সে.৪৩৮৮) আবু সাঈদ রা: হতে বর্ণিত যে, নবী সা: বলেছেন: কিয়ামতের দিবস প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর নিতম্বের (পাছা) পার্শ্বে একটি পতাকা থাকবে।(মুসলিম:৪৪২৯, আন্ত: নাম্বার:১৭৩৮ কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর বাবু তাহরিমিল গাদরি, ইফা:৪৩৮৭, ই,সে.৪৩৮৭)
জীবনে চলার পথে প্রতিনিয়ত আমরা প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। সেটি হচ্ছে, আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা। তাছাড়া আমরা প্রাত্যহিক জীবনে অন্য মানুষের সাথে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকি বা পেয়ে থাকি। ইসলাম এ সকল প্রুতিশ্রুতি পালন করার জন্য জোরালো তাকিদ প্রদান করেছে। আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গকারীর প্রতি যেমন রাগান্বিত হন তেমনি ওয়াদা রক্ষাকারীকে তিনি ভালোবাসেন। প্রতিশ্রুতি পালন করা আল্লাহর একটি অন্যতম গুণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"শুনে রাখো, আল্লাহর অংগীকার সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।"(সুরা ইউনুস:৫৫) প্রতিশ্রুতি পালন ও আমানতদারীতা যে কোন প্রতিষ্ঠান ও দেশের জন্য কল্যাণকর। তা সত্যবাদিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সফলতার জন্য ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা পূর্বশর্ত। আল্লাহ তা'আলা সফলকাম মু'মিনদের কয়েকটি গুণের কথা সুরা মু'মিনুন-এ উল্লেখ করেছেন। সেই গুণগুলোর অন্যতম হলো, "নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"(সুরা মু'মিনুন:৮) এ দুটি গুণ ওয়ালা ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করবে। সুতরাং দুনিয়ায় ও আখিরাতের সফলতা লাভ করার জন্য প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হলে সামাজিক বিকৃতি ও অকল্যাণ দূরীভূত হবে এবং উন্নয়নের দ্বার উন্মোচিত হবে। ইনশা'আল্লাহ।

ইতিহাসে মুসলিম ও অমুসলিম সম্পর্ক

ড.ইকবাল কবীর মোহন

ধর্মবিশ্বাসের কারণে ইসলামে কাউকে নিপীড়ন করার ইতিহাস নেই, বরং সব ধর্মের লোকদের ইসলামী রাষ্ট্রে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর নবী (সা.) মদিনায় যে রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন সেখানে সব সংখ্যালঘুর অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল। সংখ্যালঘু ও অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন : 'দ্বিনের ব্যাপারে যারা (অমুসলিম) তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের নিজ দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের (অমুসলিম) প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ নিষেধ করেননি।'
(সুরা : মুমতাহিনা, আয়াত : ৮) অমুসলিমদের ব্যাপারে মহানবী (সা.)-এর বাণীগুলোর প্রতি চোখ বুলালে আমরা এক অসাধারণ চিত্র দেখতে পাই।মহানবী (সা.) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত কোনো লোককে হত্যা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।'
(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৯১৪)
ইসলামের ইতিহাসের কোনো পর্যায়ে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের ওপর মুসলমানরা আক্রমণ করেনি এবং তাদের নির্বিচারে হত্যা করেনি। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া (সম্মুখ লড়াই বা বিরোধ) মুসলিম সেনাপতি বা রাষ্ট্রপ্রধানরা অমুসলিমদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালানোর নির্দেশ দেননি, বরং যুদ্ধের সময়ও অমুসলিমদের ওপর এবং তাদের উপাসনালয়ের ওপর আক্রমণ করাকে মহানবী (সা.) নিষেধ করেছেন।
(মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, হাদিস : ৯৪৩০)
অথচ আমরা মুসলিম সংখ্যালঘু জনগণের ব্যাপারে দেখি তার উল্টো চিত্র। ইতিহাসের গভীরে যাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান আছে, তারা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে খ্রিস্টের চার্চ নিরপেক্ষ ছিল; বরং চার্চের পাদ্রিরা যত নির্দোষ ব্যক্তির রক্ত ঝরিয়েছে, মানবজাতির ইতিহাসে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান তা করতে পারেনি। যেসব নর-নারী চার্চকে অমান্য করেছে অথবা অন্য কোনো ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে, চার্চ তাদের প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে। ১৫২১ সালে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতাকারীদের হত্যা ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য পঞ্চম চার্লস আদেশ জারি করেছিলেন।
গোঁড়া খ্রিস্ট ধর্মমত গ্রহণে অস্বীকৃতির শাস্তি ছিল আগুনে পুড়িয়ে হত্যা, ফাঁসি, জিহ্বা উপড়ে ফেলা অথবা মুচড়ে দেওয়া। ইংল্যান্ডে প্রটেস্ট্যান্টরা বিরোধীদের দমনের জন্য

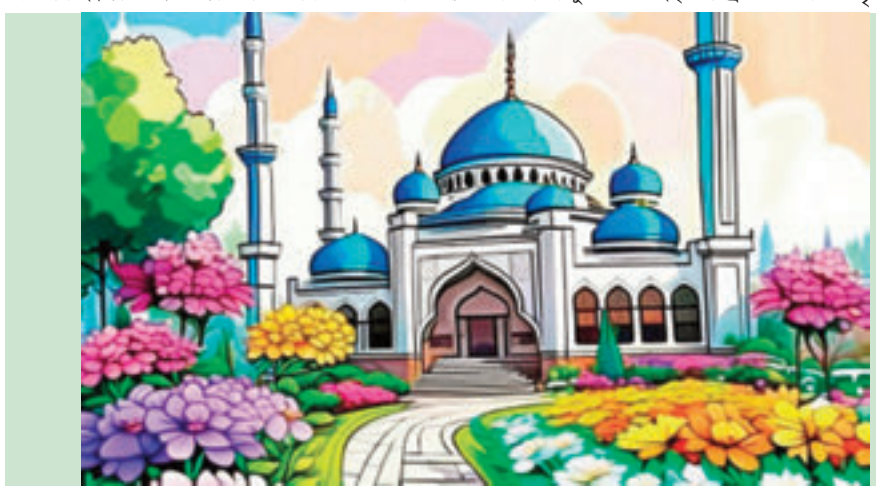

তাদের কারারুদ্ধ, কলঙ্ক চিহ্নিত, অঙ্গচ্ছেদ, বেত্রাঘাত ইত্যাদি শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল। স্কটল্যান্ডে ভিন্ন মতের লোকদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের কান গোড়া থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়। জ্বলন্ত লোহার ছ্যাকা দেওয়া হয় তাদের গায়ে। তাদের হাতের আঙুলগুলো টুকরা টুকরা করা হয়। পায়ের হাড়গুলো বুট জুতা দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।
নারীদের প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করতে করতে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। ক্যাথলিকদের নিপীড়ন ও ফাঁসি প্রদান করা হতো। সব খ্রিস্টানের মনোভাব ছিল একই ধরনের। মুসলিম ও ইহুদিরা খ্রিস্টীয় জগতের দৃষ্টিতে ছিল অগ্রহণযোগ্য। ইংল্যান্ডে ইহুদিদের নিপীড়ন করা এবং ফাঁসি দেওয়া হতো। স্পেনে মুসলিমদের পোড়ানো হয়েছিল। খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মধ্যে বিবাহবন্ধন আইনত বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল।
'ওয়েস্টস ট্রিবিউটস টু ইসলাম' গ্রন্থের লেখক অমুসলিম মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেল সংখ্যালঘুদের (বিশেষ করে মুসলিম) প্রতি খ্রিস্টান ও ইসলামের মনোভাবের তুলনা করে বলেছেন, 'খ্রিস্টধর্ম তার নির্যাতনের প্রস্তুতির জন্য অন্যান্য ধর্ম থেকে স্বাতন্ত্র্যতা অর্জন করেছিল। মুসলিম খলিফারা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি অনেক বেশি দয়ালু ছিলেন ইহুদি ও মুসলমানদের প্রতি খ্রিস্টান সরকারগুলোর তুলনায়। খলিফাদের রাজত্বকালে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা নির্যাতন থেকে রক্ষা পেত, যদি তারা জিজিয়া প্রদান করত। যে মুহূর্তে রোমান সম্রাট খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন তখন থেকে খ্রিস্টধর্ম ইহুদি বিদ্বেষ প্রচার করে এসেছে। ক্রুসেডের ধর্মীয় উন্মত্ততা পশ্চিম ইউরোপে সুসংগঠিতভাবে (সম্প্রদায় বিশেষের) হত্যাসাধন ও লুণ্ঠনের পরিণতি কাজ করেছে। 'খ্রিস্টধর্ম নৈতিক মানোন্নয়ন ঘটিয়েছিল'ড়এমন বক্তব্য দেওয়া সম্ভব শুধু ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হলেই।
অন্য একজন অমুসলিম পণ্ডিত স্মিথ ওমর (রা.) কর্তৃক জেরুজালেম বিজয়ের সঙ্গে খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের কার্যকলাপের তুলনা করে বলেছেন, জেরুজালেম ওমর (রা.)-এর কাছে শর্তাধীনে আত্মসমর্পিত হয়। তিনি ছিলেন মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা। ৬৩৭ সালে দীর্ঘস্থায়ী অবরোধ সংঘটিত হয়েছিল। অবরোধকালে অনিবার্য ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া খ্রিস্টানদের কোনো সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া এক বিন্দু রক্তও সেদিন ঝরেনি। ওমর (রা.) প্রধান পাদ্রিসহ শহরে প্রবেশ করেন। তখন খলিফা তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করছিলেন। নামাজের সময় হলে পাদ্রি তাঁকে 'চার্চ অব হলি সেপালক্যার' গির্জায় নামাজ পড়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু ওমর (রা.) এতে সম্মত হননি। তাঁর আশঙ্কা ছিল, পরবর্তীকালের মুসলমানরা একই ধরনের অধিকার দাবি করতে পারেন। সেখানকার অধিবাসীদের আত্মসমর্পণ চুক্তির শর্ত মোতাবেক তাদের উপাসনার স্বাধীনতা খর্ব হতে পারে। অথচ কিছুকাল পর পবিত্র নগরীর আবার ক্রুসেডারদের কাছে পতন ঘটে। ১০৯৯ সালে শহরটি আবার দখল হয়ে যায়। এরপর তিন দিন যাবৎ খ্রিস্টানরা নির্বিচারে নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করেছিল। তখন ৭০ হাজার মুসলিমকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করা হয়, যার মধ্যে *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 15

অতিরিক্ত ওজন কমাবেন কীভাবে

নাজিয়া আফরিন: শরীরের ওজন বেড়ে গেলে নানা ধরনের রোগব্যাধি হতে পারে, তাই সঠিক ওজন বজায় রাখা জরুরি। যদি কোনো ব্যক্তি ওজন কমাতে চায়, তাহলে তার ডায়েটের ধরন হবে নরম বা তরল, উচ্চ প্রোটিন, কম শর্করা এবং কম চর্বিযুক্ত।

* নিয়মিত হাঁটা বা ব্যায়াম : ওজন কমানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হলো হাঁটা। টানা ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট হাঁটলে রক্তে চলমান চর্বি নিঃশেষ হয়। তারপর শরীরে সঞ্চিত চর্বি খরচ হতে থাকে। ভারি

ব্যায়ামের বিকল্প হিসাবে হাঁটাকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাই বাড়ি ফেরার জন্য যানবাহন ব্যবহার না করে হাঁটা উচিত। এছাড়া অফিস কিংবা বাড়িতে লিফটে না উঠে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে। দ্রুত ওজন কমানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি উপায় হচ্ছে ব্যায়াম। ব্যায়াম শরীরকে যেমন ফিট রাখে, ঠিক তেমনি ওজন কমাতেও সাহায্য করে। হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতার কাটা ও সাইকেল চালানো আদর্শ ব্যায়াম।

* সুষম খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা : খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন, শাকসবজি, ফলমূল এবং হোল গ্রেইন যোগ করতে হবে। প্রোটিন ওজন কমানোর ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এটি ক্ষুধা কমায় এবং দীর্ঘ সময় পেট ভরাট রাখতে সহায়তা করে। প্রোটিনের ভালো উৎস হতে পারে মুরগির মাংস, ডিম, মাছ, ডাল, ছোলা ইত্যাদি।

* ডিটক্স ওয়াটার : একটি শসা, এক ইঞ্চি আদা ও খোসা ছাড়ানো অর্ধেক লেবু এক মগ পানিতে ব্লেন্ড করে নিয়ে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে এ ডিটক্স ওয়াটার খেতে হবে। এছাড়া কালিজিরা, জিরা, মেথি, জৈন, চিয়াসিড (প্রতিটি এক চা চামচ করে) একমগ পানিতে আগের রাতে ভিজিয়ে রেখে পরদিন সে পানি সিদ্ধ করে লেবু দিয়ে খালি পেটে পান করতে হবে। এছাড়া সবুজ চা পান করুন। এতে উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে যা মেটাবলিজম বাড়ায় এবং ফ্যাট বার্ন করতে সহায়ক।

* পর্যাপ্ত পানি পান করা : প্রতিদিন ৮-১০ গ্লাস পানি পান করতে হবে। খাবার খাওয়ার ৩০ মিনিট আগে পানি পান করলে ক্ষুধা কমে যায় এবং অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ বন্ধ হয়।

* নিয়মিত ঘুম : নিয়মিত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম নিশ্চিত করতে হবে। ঘুমের অভাবে মেটাবলিজম কমে যায় ও ক্ষুধা বৃদ্ধির হরমোন বেড়ে যায় যা বেশি খাওয়ার প্রবণতা তৈরি করে।

* চিনিযুক্ত খাবার ও পানীয় পরিহার করা : কোমল পানীয়, মিষ্টি, ক্যান্ডি ইত্যাদি পরিহার করতে হবে। এগুলো উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত এবং শরীরের চর্বি জমার হার বাড়িয়ে দেয়।

* হোল গ্রেইন খাবার গ্রহণ : ব্রাউন রাইস, ওটমিল, এবং সম্পূর্ণ গমের রুটি ওজন কমাতে সহায়ক। এগুলোতে ফাইবার থাকে যা হজম প্রক্রিয়া ধীর করে এবং ক্ষুধা কম লাগে।

* স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট : স্ট্রেস ওজন বাড়ার একটি অন্যতম কারণ স্ট্রেস। এ থেকে মুক্তি পেতে ধ্যান, যোগ ব্যায়াম, নামাজ এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করা উচিত।

* খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ : খাওয়ার সময় ছোট প্লেট ব্যবহার, খাবার খাওয়ার সময় মনোযোগ দিয়ে খাওয়া, যাতে খাবারের স্বাদ পুরোপুরি উপভোগ করা যায় এবং এতে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়।

* স্বাস্থ্যকর নাশতা গ্রহণ : নাশতা খাওয়ার সময় স্বাস্থ্যকর খাবার যেমন-বাদাম, ফল এবং দই বেছে নেওয়া। এগুলো কম ক্যালরি যুক্ত এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ।

* বাইরের খাবার বর্জন : বাইরের খাবার যেমন-ভাজাপোড়া ও ফাস্টফুডের পরিবর্তে খাদ্যতালিকায় নিয়মিত দুধ, ডিম ও কলা রাখা।

মনে রাখতে হবে-নারী-পুরুষ ভেদে, বিএমআই, শরীরের ওজন, বয়স, উচ্চতা অনুযায়ী প্রতিবার খাবারের পরিমাণ, ধরন ও সময় অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

লেখক : স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞ, নারী মৈত্রী।

মানবশরীরে জিংক কেন প্রয়োজন

আখতারুন নাহার আলো: খনিজ লবণগুলোর মধ্যে জিংক অন্যতম। এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দেহের ত্বক, চুল, নখ, চোখ, প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের জন্য জিংক প্রয়োজন। শিশুর বর্ধন ও ক্ষুধা বাড়ানোর জন্যও জিংক প্রয়োজন। যারা প্রোটিন কম খায় এবং যারা নিরামিষ ভোজী তাদের দেহে জিংকের অভাব হয়। জিংক আবার বেশি বেশি খেলে পেটের সমস্যা, রক্তস্বল্পতা ও কপারের অভাব হতে পারে। ডায়ারিয়া প্রতিরোধে জিংক প্রয়োজন।

* জিংকের কাজ : এনজাইমের কার্যকারিতা ও কোষের রক্ষণাবেক্ষণ করে শরীরের স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখতে জিংক সাহায্য করে। ভিটামিন 'ই'কে সঠিকভাবে চালনা করে। মস্তিষ্কের কার্যকারিতার উন্নতি ঘটায় এবং সিজোফ্রেনিয়া চিকিৎসায় কাজে লাগে। এটা ডিএনএ সংশ্লেষণে প্রয়োজন হয়। নিউক্লিয়িক এসিড ও প্রোটিন বিপাক সংশ্লেষণে সাহায্য করে। কপার, লৌহ এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থ ব্যবহারেও জিংক প্রয়োজন। এটি প্রজননতন্ত্র উন্নত ও কার্যকরী করে। ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়ায় ও পোড়া ক্ষত সারায়। প্রোস্টেট সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। শরীরের বর্ধন ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখে। ঠান্ডা উপশম করে ও খাবারে রুচি বাড়ায়।

* উৎস : সব রকমের ডাল, দুধ, গমের ভুসি, গরুর মাংস, কলিজা, সমুদ্রের মাছ, বাদাম, শাল দুধ, বাদামের মাখন, পপকর্ণ, পোলট্রি, বিনস, ডিম, মাছ, সস, শালগম পাতা, ওটস, বার্লি, রাই, কুমড়ার বিচি, সরিষা, ঝিনুক। বিকল্প উৎস হল জিংক কার্বনেট।

* জিংকের অভাব হলে : শিশুদের বর্ধন ব্যাহত হয় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা হ্রাস পায় ও ত্বকে ফুসকুড়ি ওঠে। চুলের রঙ ধূসর হয় ও নখে সাদা দাগ দেখা যায়। খাবারে অরুচি দেখা দেয়, ফলে ক্ষুধা কমে যায়। যে কোনো ক্ষত সহজে ভালো হয় না। নারী ও পুরুষের ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয়ের কার্যকারিত ব্যহত হওয়া, হাড়ের সংযোগস্থলে রক্তপাত হতে পারে এবং ডায়ারিয়া হলে এবং বেশি আঁশযুক্ত খাবার খেলে জিংকের ঘটতি দেখা যায়।

* পরামর্শ : যাদের ডায়াবেটিস আছে এবং যারা নিয়মিত অ্যালকোহল পান করেন, তাদের জিংক বেশি দরকার। প্রোস্টেটের সমস্যা থাকলে দৈনিক ১২-১৫ মিলিগ্রাম জিংক গ্রহণ করা উচিত। যদি অনিয়মিত মাসিক হয়, তাহলে জিংক সাপ্লিমেন্ট প্রয়োজন। বয়স্ক লোকদের জিংক ও ম্যাঙ্গানিজ সাপ্লিমেন্ট দিলে ভালো হয়। খেলোয়াড়দের খাবারে অবশ্যই জিংক থাকা উচিত।

* সতর্কতা : টিনজাত খাবার সংরক্ষণের জন্য গ্যালভানাইজ দিয়ে কৌটা মুখ আটকানো হয়। এতে সেই খাবারে জিংক বিষ তৈরি হয়। এজন্য টিনজাত খাবার খেতে বেশ সতর্কতা জরুরি।

লেখক : চিফ নিউট্রিশন অফিসার ও সাবেক বিভাগীয় প্রধান, বারডেম, ঢাকা।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কী খাবেন

বাংলাদেশ ডেস্ক : অনেকেই আছেন প্রায় সারা বছরই অসুস্থ থাকেন। তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও অনেক কম থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যাদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কম, তাদেরই সর্দিকাশির মতন সমস্যা বেশি হয়। এছাড়াও বড় রোগের ঝুঁকিও থাকে। যারা ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তারা অবশ্যই খাদ্য তালিকায় কিছু খাবার রাখুন। এতে আপনার বড় রোগের ঝুঁকি কমবে। সেই সঙ্গে আপনার শরীর সুস্থ থাকবে। রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও বাড়বে।

পালং শাক : শীতকাল শুরু হতে দেরি নেই। এই সময় বাজারে টাটকা পালং শাক পাওয়া যায়। রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে নিয়মিত পালং শাক খেতে পারেন। এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন, খনিজ থাকে।

ফল : রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে খাদ্যতালিকায় কমলালেবু, আঙুর রাখুন। এসব ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে যা রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায়। সেই সঙ্গে শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে সাহায্য করে। যা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

আখরোট : রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে নিয়মিত আখরোট খেতে পারেন। এতে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। যা ফুসফুসকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। অন্ত্রের স্বাস্থ্যও ভালো রাখে।

ব্রকলি : ব্রকলিতে থাকা সালফোরেন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরে বড় রোগের ঝুঁকি কমায়। সেই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায়।

দুধ ও হলুদ : দুধের সঙ্গে নিয়মিত হলুদ মিশিয়ে খেলে আপনার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়বে। ফুসফুস ভালো থাকবে। সেই সঙ্গে শরীরে শক্তিও বাড়বে।

ওসুন : রসুনে থাকা অ্যান্টিবায়োটিক সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। তাই রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে, বড় রোগের ঝুঁকি কমাতে অবশ্যই রসুন খান। দইঃ দই হচ্ছে প্রোবায়োটিক একটি খাবার। যা পরিপাকতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। যা রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

ডিম : প্রোটিনের সবথেকে ভালো উৎস হল ডিম। নিয়মিত ডিম খেলে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ে।

কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা বিশেষজ্ঞদের মতে, বলছেন, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে খাদ্যাভ্যোসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। ৮ থেকে ৯ ঘন্টা ঘুমাতে হবে। মানসিক চাপ কমাতে হবে। প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে। ঘরের বাইরে বের হতে মাস্ক ব্যবহার করুন।

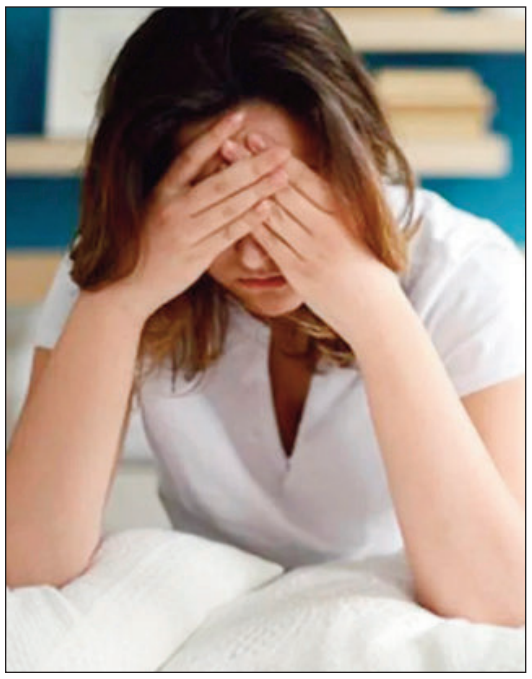

পর্যাপ্ত ঘুমানোর পরও ক্লান্তি লাগে ভয়ঙ্কর রোগের লক্ষণ?

বাংলাদেশ ডেস্ক : আপনি পর্যাপ্ত ঘুমান, এরপরও আপনার শরীরর ক্লান্ত লাগছে। এটি কোনো ভয়ঙ্কর রোগের লক্ষণ কিনা তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। জীবন-জীবিকা পরিচালনার জন্য সবাইকে কাজ করে খেতে হয়। কেউ অন্যের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন, আবার কেউ নিজের প্রতিষ্ঠানে করেন। এই কর্মজীবনে কাজের কমতি নেই। ব্যক্তি কিংবা পারিবারিক জীবন ও কর্মজীবনের পাশাপাশি পরিচালনা করতে গিয়ে প্রায় সবাই হাঁপিয়ে উঠেন। এই হাঁপিয়ে ওঠার কারণ যাই হোক না কেন, আমরা সেসব গুরুত্ব দিই না। খুব স্বাভাবিকভাবে কিছুটা বিরতি দিয়ে ফের নতুন করে আবার কাজ শুরু করি। এভাবে কাজ করতে গিয়ে কখনো কখনো ক্লান্তিবোধও হয়। তখন একটিই ভাবনা আসেড় হয়তো অতিরিক্ত কাজ করছি বলে ক্লান্ত লাগছে। আদতে কি ঠিক?

আবার এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, কাজের চাপ না থাকার পর এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমানোর পরও ক্লান্তিবোধ হয়। এ সমস্যাও স্বাভাবিকভাবে নেওয়া হয়।

কিন্তু এ ধরনের সমস্যার পেছনে অনেক সময়ই ভয়ঙ্কর কোনো রোগের সম্ভাবনা থাকে। মূলত আয়রনের ঘাটতি থেকে এসব সমস্যা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ প্রদানকারী ওয়েবসাইট হেলথ লাইনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছেড় নারী-পুরুষ সবার আয়রনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ থেকে রক্ত স্বল্পতাও হতে পারে।

এ সমস্যা থেকে ক্লান্তি, শ্বাসকষ্ট ও ত্বক ফ্যাকাসে ভাব হওয়ার মতো সমস্যা হয়ে থাকে। মূলত শরীরে হিমোগ্লোবিন তৈরিতে আয়রনের প্রয়োজন হয়। লোহিত রক্তকণিকার একটি প্রোটিন রক্তনালি দ্বারা অক্সিজেন বহনে কার্যকর করে। আর শরীরে যদি হিমোগ্লোবিন পর্যাপ্ত না থাকে, তাহলে টিস্যু ও পেশিগুলো কার্যকর হতে অক্সিজেন পাবে না। এ কারণে শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্কড় সবার ক্ষেত্রেই সমস্যা হওয়ার আশঙ্ক থাকে।

শরীরে আয়রনের ব্যাপক ঘাটতি থাকলে ক্লান্তিবোধ হয়। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম নেওয়া আর পর্যাপ্ত ঘুমের পর যদি ক্লান্ত লাগে, তা হলে সতর্ক হওয়া উচিত। শরীরে আয়রনের ঘাটতি থাকলেই এসব সমস্যা হয়। এসব সমস্যা থেকে শরীরের কোষে কোষে পরিমাণমাফিক অক্সিজেন পৌছাতে পারে না। ফলে প্রায়ই ক্লান্ত লাগে।

আয়রনের ঘাটতি থাকলে অনেক সময় মস্তিষ্কসহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গেও অক্সিজেনের অভাব দেখা দিতে পারে। মস্তিস্কে অক্সিজেনের অভাব হলে মাথাব্যথা কিংবা মাথা ঘোরা ও শারীরিকভাবে অস্বস্তি অনুভব হতে পারে। নারীদের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের সময় এসব সমস্যা হলে কখনো কখনো তা মাইগ্রেন আকারে প্রকাশ পায়। শরীরের প্রতিটি কোষে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন পৌছানো প্রয়োজন। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে ত্বক ফ্যাকাসে ও বিবর্ণ হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে ত্বক তার উজ্জ্বলতা হারাতে থাকে। এ সমস্যাকে রক্তস্বল্পতার লক্ষণও মনে করা হয়।

এ ছাড়া বেঁচে থাকার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অক্সিজেন শরীরে সরবরাহে যদি ঘাটতি থাকে, তা হলে বুকেও ব্যথা হয়ে থাকে, যা থেকে শ্বাস নিতে সমস্যা হয়। উচ্চ রক্তচাপ বা হৃৎযন্ত্রের সমস্যা না থাকলেও অনেক সময় বুকে ব্যথা হয়। এ ধরনের সমস্যায়ও আয়রনের ঘাটতি বলে বিশ্বাস করা হয়।

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 16

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ভারতকে ছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শঙ্কা-সম্ভাবনা ও অনিশ্চয়তা

স্পোর্টস ডেস্ক : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান। ফেব্রুয়ারিতে ঘরের মাঠে পুরো টুর্নামেন্টটি আয়োজন করতে চায় তারা। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) জানিয়ে দিয়েছে, তাদের খেলোয়াড়রা পাকিস্তান সফরে যাবে না। এতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ভারতকে ছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির খেলার প্রস্তাব এসেছে। তবে ভারত ছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হলে সমস্যাও আছে। ভারত ছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কেমন হবে: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশ নেবে সেরা আট দল। এই সেরা আট দল নির্ধারিত হয়েছে গত বছর ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ দিয়ে। যারা সেরা আটে শেষ করেছে তারাই অংশ নেবে আসরে। ভারত যদি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে শেষ পর্যন্ত না খেলে সেক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা আসতে পারে তাদের জায়গায়। বিশ্বকাপের নয় নম্বর দল ছিল তারা। হাইব্রিড পদ্ধতিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি: গত বছর হাইব্রিড পদ্ধতিতে এশিয়া কাপ হয়েছে। ভারত তাদের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলেছে। অন্য দিকে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান পাকিস্তানে গিয়ে ম্যাচ খেলেছে। আবার নিরপেক্ষ ভেন্যুতে ম্যাচ খেলেছে। ভারত এক দেশে সবগুলো ম্যাচ খেলার সুবিধা নিয়েছে। তবে এবার হাইব্রিড পদ্ধতিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পিসিবি।

নিরপেক্ষ ভেন্যুতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি : পাকিস্তানে যাবে না ভারত। এই খবর বের হওয়ার পরই দক্ষিণ আফ্রিকা নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করতে চায় এমন খবর আসে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা বোর্ডের পক্ষ থেকে এমন কোন প্রস্তাব আসেনি। তারা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের কথা ভাবছেও না। তারপরও যদি শেষ পর্যন্ত আইসিসি নিরপেক্ষ ভেন্যুতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় সেক্ষেত্রে নাম প্রত্যাহার করতে পারে পাকিস্তান। ভারত ছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কি সম্ভব: ক্রিকেটের সবচেয়ে ধনী বোর্ড ভারতের। ক্রিকেটের বড় ভক্ত ও ভোক্তাও ভারতের। এমনকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সম্প্রচার স্বত্ত্বও নিয়েছে ভারতের কোম্পানি। যে কারণে ভারতকে ছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করা কঠিন। ভারত আসরে না আসলে সম্প্রচার স্বত্ত্ব থেকে নাম প্রত্যাহার করতে পারে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে আয়োজক দেশ ও আইসিসি। লভ্যাংশে ক্ষতি হবে প্রতিটি বোর্ডের। এসব বিবেচনা করে ভারতকে ছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন কঠিন। স্থগিত হতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি: পাকিস্তানে গিয়ে ভারত না খেললে যেমন সম্প্রচার স্বত্ত্ব বাতিল হতে পারে। তেমনি নিরপেক্ষ ভেন্যুতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি গেলে পাকিস্তানও না খেলার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এসব কারণে স্থগিত হয়ে যেতে পারে সাত বছর পর মাঠে ফেরার অপেক্ষায় থাকা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

মেসি ও আর্জেন্টিনার জার্সি নিষিদ্ধ করল প্যারাগুয়ে

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্বের যে প্রান্তেই খেলা হোক না কেন, মাঠে আর্জেন্টিনার ফ্যানদের উপস্থিতি থাকে চোখে পড়ার মতো। তবে, প্যারাগুয়ের বিপক্ষে আসন্ন বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচের আগে নিষিদ্ধ করা হলো মেসি ও আর্জেন্টিনার জার্সি। ক্লাব ফুটবলের বিরতিতে শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক ফুটবলের প্রস্তুতি। এ বিরতিতে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোও নামবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলতে। ১৫ নভেম্বর ভোর সাড়ে পাঁচটায় আর্জেন্টিনাকে আতিথ্য দেবে প্যারাগুয়ে। আর্জেন্টিনা-প্যারাগুয়ের এই ম্যাচে বিশেষভাবে চোখ থাকবে লিওনেল মেসির দিকে। এদিন নিশ্চিতভাবে অনেকেই মাঠে আসবেন মেসির খেলা দেখতে। এত কাছ থেকে মেসির খেলা দেখার সুযোগ কে হারাতে চায়! তবে এদিন যেসব প্যারাগুইয়ান মেসি-ভক্ত খেলা দেখতে মাঠে আসবেন, তাঁদের জন্য বিশেষ নিয়ম করেছে প্যারাগুয়ের ফুটবল ফেডারেশন। যেখানে 'মেসি ১০' লেখা জার্সি তো বটেই, আর্জেন্টিনার জার্সি পরেও ঢুকতে পারবে না স্থানীয় কোনো দর্শক। প্যারাগুয়ের ফুটবল ফেডারেশনের লাইসেন্সিং ম্যানেজার ফার্নান্দো ভিলাসবোয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেছেন, 'আমরা এরই মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে সতর্কবার্তা দিয়েছি। আমরা প্যারাগুয়ে কিংবা নিরপেক্ষ জার্সি ছাড়া গ্যালারির স্বাগতিক সমর্থকদের অংশে প্রবেশের অনুমতি দেব না। প্রতিপক্ষের জার্সি পরে যাঁরা আসবেন, তাঁরা থাকতে পারবেন না।' 'হোম' গ্যালারিতে প্রতিপক্ষের জার্সি নিষিদ্ধ করে প্যারাগুয়ে মূলত মাঠে মেসি-ম্যানিয়া থামাতে চাচ্ছে কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। ফুটবলভিত্তিক সংবাদমাধ্যম 'গোল ডটকম' প্যারাগুয়ের ফুটবল ফেডারেশনের এই নিয়মকে বলছে 'অ্যান্টি-লিওনেল মেসি' ব্যবস্থা। মেসির সঙ্গে এই নিয়ম সম্পৃক্ত থাকার আভাস অবশ্য ভিলাসবোয়ার পরের কথাটিতেই পাওয়া যায়, 'যেসব ক্লাবের জার্সিতে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের নাম থাকবে, সেগুলোকেও আমরা অনুমতি দেব না।' প্যারাগুয়ে ফুটবল ফেডারেশনের এই কর্মকর্তা অবশ্য বিশেষ কোনো খেলোয়াড়ের কারণে এমন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি আরও যোগ করেন, 'এটা নির্দিষ্ট কোনো খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে নয়। ফুটবলারদের ক্যারিয়ারের প্রতি আমাদের সম্মান আছে। এটা শুধু আমাদের ঘরের মাঠে সুবিধা পাওয়ার জন্য জরুরিভাবে নেওয়া।' মেসির কারণে গ্যালারিতে তার দলের জার্সি নিষিদ্ধ করার ঘটনা এবারই প্রথম নয়। এর আগে, গত মার্চে ইন্টার মায়ামির বিপক্ষে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়ন কাপের ম্যাচে গ্যালারির নির্দিষ্ট কিছু অংশে প্রতিপক্ষের জার্সি নিষিদ্ধ করেছিল ন্যাশভিলে।

টাইগারদের এ কূল ভাঙে, ও কূল গড়ে

স্পোর্টস ডেস্ক : নদীর এক পাড় যখন ভাঙে তখন আরেক পাড়ে চর জেগে ওঠে। আবার কখনও চরাঞ্চল ভেঙে ভিন্ন জায়গায় সেই চর তৈরি হয়। এটাই নদীর নিয়ম। আর সেই প্রক্রিয়ার মতোই চলছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। কখনও ব্যাটিংয়ে নেমে আসে ধ্বংসযজ্ঞ, কখনও সেটি ঠিক হলে শুরু হয় বোলিং-ফিল্ডিংয়ে ভাঙন। বোলিং-ফিল্ডিং ঠিক আছে তো কাল সেটি করাল স্রোতে বিলীন। কোনোভাবেই ভাঙন থেকে বের হতে পারছে না টাইগার বাহিনী। পাকিস্তানের বিপক্ষে ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জয়ের পরে সেই ভাঙন যেন আরও বেড়েছে। তাতে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টিতে ধবলধোলাই, ঘরের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে ধবলধোলাই এবং শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ হার দেখতে হয়েছে বাংলাদেশকে। আফগানিস্তান সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ব্যাটিং ব্যর্থতার কারণে হেরেছিলেন নাজমুল হোসেন শান্তরা। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ব্যাটিং ব্যর্থতা থেকে কিছুটা মুক্তি মিলল, বোলিং-ফিল্ডিংও হলো প্রত্যাশামতো। তাতে জয়ও ধরা দিল। আর সবশেষ ও তৃতীয় ম্যাচে ব্যাটিং হলো মোটামুটি, কিন্তু বোলিং-ফিল্ডিংয়ে লেজে- গোবরে অবস্থা। বাংলাদেশের হাত থেকে যেই রাহমানউল্লাহ গুরবাজ ম্যাচ বের করে নিল, তাকে একাধিকবার আউট করার সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি টাইগার বাহিনী। হাতে পড়া বল ছেড়েছেন বদলি ফিল্ডার রিশাদ হোসেন। স্ট্যাম্পিং করতে ব্যর্থ হয়েছেন জাকের আলি অনিক। ফিল্ডিংয়ের সময়ে রান আউটের সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি তাওহীদ হৃদয়।

শেষ ম্যাচে গতি দিয়ে ধাঁধা তৈরি করেছেন নাহিদ রানা। রানও দিয়েছেন কম, পেয়েছেন ২ উইকেট। নাসুম আহমেদ উইকেট না পেলেও ছিলেন বেশ হিসেবি। ১০ ওভারে তিনি দিয়েছেন ২৪ রান, ইকোনমি ২.৪০। মুস্তাফিজুর রহমান ও মেহেদী হাসান মিরাজ তুলনামূলক ভালো করলেও নিরাশ করেছেন শরিফুল ইসলাম। চোটের কারণে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ হাত ঘুরাতে পারেননি, এমনকি মাঠও তাকে ছাড়তে হয়েছে। সুযোগ কাজে লাগাতে না পারা ও মাঝের ওভারগুলোতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় ম্যাচও হয়েছে হাতছাড়া। আর ম্যাচের সঙ্গে সঙ্গে সিরিজও চলে গেছে আফগানদের দখলে। এর আগে চট্টগ্রামেও ৫০ ওভারের ক্রিকেটে সিরিজ জিতেছিল আফগানিস্তান। তাতে পরপর দলটির বিপক্ষে দুবার সিরিজ হারল বাংলাদেশ।

টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় বললেন ইমরুল

স্পোর্টস ডেস্ক : টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইমরুল কায়েস। আগামী ১৬ নভেম্বর এ বিষয়ে ঘোষণা দেবেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্ট করে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন বাঁ-হাতি এই টপ অর্ডার ব্যাটার। ইমরুল ভিডিও বার্তায় জানান, তিনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটি তার ১৭ বছরের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত। পরিবারের সঙ্গে আলাপ করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। তবে ওয়ানডে ও টি-২০ ফরম্যাট চালিয়ে যাবেন তিনি। ইমরুল কায়েস ডিসেম্বরে অনুষ্ঠেয় বিপিএলে খুলনা টাইগার্সে খেলবেন। 'বি' ক্যাটাগরির ড্রাফট থেকে দল পেয়েছেন তিনি। অবশ্য বিপিএল শিরোপা জয়ী এই অধিনায়ককে 'বি' ক্যাটাগরিতে রাখায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ইমরুল কায়েস জাতীয় দলের জার্সিতে ৩৯ টেস্ট খেলে ২৪.২৮ গড়ে ১৭৯৭ রান করেছেন। তিনটি সেঞ্চুরি ও চারটি ফিফটি আছে তার। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৩৭ ম্যাচ খেলে ৭৯৩০ রান করেছেন তিনি।

ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে গেল আফগানিস্তান

স্পোর্টস ডেস্ক : আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান এখন আফগানিস্তানেরও নিচে। বাংলাদেশের সঙ্গে তিন ম্যাচের সিরিজটি ২-১ ব্যবধানে জিতে আফগানরা উঠে গেছে ৮ নম্বরে। একসময় ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে ছয় নম্বরে উঠেছিল বাংলাদেশ। সেই দল এখন নেমে গেছে ৯ নম্বরে। শারজাহতে সোমবার সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডের পর র‍্যাঙ্কিংয়ের এই পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হয়ে গেছে আইসিসির ওয়েবসাইটে। ৮৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে সিরিজটি শুরু করেছিল বাংলাদেশ, দুই ম্যাচ হেরে তারা হারিয়েছে এক পয়েন্ট। ৮৪ পয়েন্ট নিয়ে সিরিজ শুরু করা আফগানরা দুই জয়ে পেয়েছে এক পয়েন্ট। দুই দলেরই পয়েন্ট এখন ৮৫। তবে ভগ্নাংশের ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় আফগানিস্তান উঠে গেছে আটে। বাংলাদেশের পরের সিরিজ র‍্যাঙ্কিংয়ের দশে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে, আফগানদের পরের সিরিজ ১৩ নম্বরে থাকা জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। ১১৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে এখন শীর্ষে আছে ভারত, ১১৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া।

বরিশাল-রাজশাহীর ম্যাচ দিয়ে পর্দা উঠবে বিপিএলের

স্পোর্টস ডেস্ক : দরজায় কড়া নাড়ছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) একাদশ আসর। আগামী ৩০ ডিসেম্বর পর্দা উঠবে বিপিএলের এবারের আসরের। ৭ দলের টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ২০২৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি। মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) এক ভিডিওর মাধ্যমে সূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশাল ও দুর্বার রাজশাহীর মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে পর্দা উঠবে এবারের বিপিএলের। একই দিন দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে রংপুর রাইডার্স ও ঢাকা ক্যাপিটালস। গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলো শেষ হবে ১ ফেব্রুয়ারি। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ফরচুন বরিশাল ও চিটাগং কিংস মাঠে নামবে। গ্রুপ পর্বের প্রথম ৮ ম্যাচই হবে মিরপুরে। এরপর বিপিএলের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে সিলেটে। সেখানে গ্রুপ পর্বের পরের ১২ ম্যাচ। সিলেট পর্বের ম্যাচগুলো হবে ৬ জানুয়ারি থেকে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। এরপর চট্টগ্রামে হবে বিপিএলের আয়োজন। ১৬ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ১২ ম্যাচ হবে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে। এরপর আবারও ঢাকায় ফিরবে বিপিএল। ২৬ জানুয়ারি থেকে ফাইনাল পর্যন্ত সব খেলাই হবে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে। এলিমিনেটর অনুষ্ঠিত হবে ৩ ফেব্রুয়ারি দুপুরে। একই দিন রাতে প্রথম কোয়ালিফায়ার অনুষ্ঠিত হবে। আর দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার অনুষ্ঠিত হবে ২ দিনের বিরতি দিয়ে ৬ ফেব্রুয়ারি। সেরা দুই দলকে নিয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল। এর আগে বিপিএলকে সামনে রেখে গত ১৪ অক্টোবর রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্লেয়ার্স ড্রাফট। সেখান থেকে নিজেদের পছন্দ মতো ক্রিকেটার নিয়ে স্কোয়াড সাজিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিরা। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও নানা জটিলতায় বিপিএলের সবশেষ আসরে অংশগ্রহণ করা দলের মাঝ থেকে এবার নেই কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স, দুর্দান্ত ঢাকা ও চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স।

হাজার গোলের মাইলফলক ছোঁয়া নিয়ে সংশয়ে রোনালদো

স্পোর্টস ডেস্ক : গত সেপ্টেম্বরে ৯০০ গোলের মাইলফলক ছুঁয়ে হাজার গোলের মাইলফলকে পৌঁছানোর প্রত্যয় ঝরেছিল ফুটবলের সর্বকালের অন্যতম সেরা মহাতরকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর মুখে। তবে বয়সের দিকে তাকিয়ে দুই মাস পরই তার কণ্ঠে মিলল বাস্তবতার সুর। পেশাদার ফুটবলে ইতোমধ্যে ৯০৮ গোল করে ফেলেছেন রোনালদো। ১ হাজার গোলের মাইলফলক ছুঁতে তার এখনও প্রয়োজন ৯২টি গোল। এ দিকে আগামী ফেব্রুয়ারিতে ৪০-এ পা দেবেন এই সুপারস্টার। তাই অনন্য এই মাইলফলক ছুঁতে যতোটা সময় প্রয়োজন সে পর্যন্ত শরীর সায় দেবে কিনা, তা নিয়ে সন্দিহান তিনি। রোনালদোর সম্মানে পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন (এফপিএফ) এক জমকালো পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে দেওয়া বক্তৃতায় আল-নাসর তারকা বলেন, 'জীবনের এই পর্যায়ে এসে আমি বর্তমানে বাঁচতে চাই। আমি আর দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা করতে চাই না।'

পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এই ফুটবলার আরও বলেন, 'আমি প্রকাশ্যেই বলেছিলাম যে হাজার গোলের মাইলফলক স্পর্শ করতে চাই। গত মাসেই ৯০০ গোল পার করেছি, এখনও মনে হচ্ছে সবকিছু সহজ। তবে জীবনের এই পর্যায়ে এসে দেখার বিষয়, আগামী কয়েক বছর আমার পা কীভাবে সাড়া দেয়। যদি হাজার গোল করতে পারি ভালো, তবে যদি না-ও পারি, তবুও আমিই ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা।' জাতীয় দলের হয়ে এখন পর্যন্ত ২১৬ ম্যাচ খেলে ১৩৩ গোল করেছেন রোনালদো, আন্তর্জাতিক ফুটবলে যা সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত গোলের রেকর্ড। ২০২৬ বিশ্বকাপে অংশ নিলে আরও অনেক রেকর্ডে নিজের নাম জুড়ে দিতে পারবেন রোনালদো। ফিট থাকলে আগামী বিশ্বকাপে তাকে দেখা যে বিস্ময়কর কিছু হবে না, এ দিন সেই ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন এফপিএফের সভাপতি ফার্নান্দো গোমেস। রোনালদোকে নিয়ে তিনি বলেন, '(ফুটবলের) সর্বোচ্চ মর্যাদার পুরস্কার প্লাটিনাম কিনাসের জন্য কেউ যদি যোগ্য হয়ে থাকেন, তিনি নিঃসন্দেহে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো।' তিনি আরও বলেন, '২০ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি জাতীয় দলকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। পর্তুগাল জাতীয় দলের প্রতি, জার্সির প্রতি যদি কেউ সর্বোচ্চ ভালোবাসা দেখিয়ে থাকেন, তিনি রোনালদো। অনন্য এক শুভেচ্ছাদূত, যিনি জাতীয় দল ও জার্সিকে অনুভব করেন।'

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 17

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

কেমন গেল অন্তর্বর্তী সরকারের ৩ মাস

বাংলাদেশ ডেস্ক: ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। পরে ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়। শুক্রবার ৮ নভেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের ৩ মাস পূর্ণ হলো। কেমন গেল সরকারের এই তিন মাস। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্বগ্রহণের পর থেকে দেশের অর্থনীতি সচল ও বিভিন্ন সেক্টরের সংস্কারে মনোযোগ দিয়েছে এই সরকার। পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গণহত্যার বিচারকাজ শুরু, সহিংসতায় অচল মেট্রোরেলের মিরপুর ১০ ও কাজীপাড়া স্টেশন চালু, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও আটটি জাতীয় দিবস বাদ দেওয়াসহ নানান কাজে ব্যস্ত ছিল অন্তর্বর্তী সরকার।

তবে প্রথম দিকে নানান চাপে ছিল ড. মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। নতুন সরকারের কাছে একের পর এক দাবি দাওয়া নিয়ে হাজির হতে থাকেন বিভিন্ন মহলের লোকজন। কেউ আসেন চাকরি জাতীয়করণের জন্য, কেউ গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধানে। এছাড়াও ঘটেছিল মব জাস্টিসের ঘটনা, শিক্ষকদের পদত্যাগ, সচিবালয়ে আনসারের অবরোধ কর্মসূচি। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ নিয়েও বেশকয়েক দিন আন্দোলন চলছিল। শেষমেশ সেটা রুখতেও সফল হন সরকার। সবই সামাল দিতে হয়েছে এই সরকারকে।

এদিকে নির্বাচন ও সংস্কার নিয়ে টানাপড়েন এরই মধ্য শুরু হয়ে গেছে। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সর্বশেষ সংলাপে নির্বাচনই প্রাধান্য পেয়েছে। তারা এই সরকারের কাছে নির্বাচন ও সংস্কারের একটি রোডম্যাপ চেয়েছে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার এখনো কোনো রোডম্যাপ দেয়নি। বিশ্লেষক ও রাজনৈতিক দলের নেতারা অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য দুটি কমন চ্যালেঞ্জের কথা বলেছেন তা হলো- দ্রব্যমূল্য এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা। এর বাইরে সংস্কার, নির্বাচন ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের কথাও বলেছেন তারা। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট পদত্যাগ করে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর থেকে আত্মগোপনে চলে যান আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা। অনেকে আবার গ্রেপ্তারও হয়েছেন। দলীয় নেতারা ও আওয়ামী সরকারের ঘনিষ্ঠ ও উচ্চপর্যায়ের আমলারাও গা-ঢাকা দেন। হাসিনা সরকারের নৃশংস দমন-পীড়নে প্রাণ হারান শিশু-কিশোর-শিক্ষার্থী-নারীসহ হাজারো মুক্তিকামী মানুষ। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশে জনতার এ বিজয়কে দ্বিতীয় স্বাধীনতা হিসেবে উল্লেখ করেন আন্দোলনকারীরা।

আওয়ামী সরকারের অবসানের পর মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে রাষ্ট্র সংস্কার ও অর্থনীতি পুনর্গঠন করে একটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের ব্যাপারে বিপুল আশা ও উদ্দীপনা। দীর্ঘ স্বৈরশাসনে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসপ্রায়, আইনশৃঙ্খলা ও বিচারব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় লুণ্ঠনে অর্থনীতিও বিপর্যস্ত। সেই জায়গাগুলো সংস্কারের জোরদার করা হয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে পুনর্গঠন করতে নেওয়া হচ্ছে উদ্যোগ। এরই মধ্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতে সংস্কারের লক্ষ্যে ১০টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। তা হলো- সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্কার কমিশন, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন, শ্রমিক অধিকারবিষয়ক সংস্কার কমিশন ও নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন। এছাড়া গুম সংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারির কমিশন গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি সংস্কার কমিশন এরই মধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

জাতীয় আট দিবস বাদ

অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগের দলীয় দিবস বলে পরিচিত আটটি জাতীয় দিবস বাদ দিয়েছে। দিবসগুলো হলোড় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ জাতির পিতার জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ৫ আগস্ট শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী, ৮ আগস্ট বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস, ৪ নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস ও ১২ ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস। দিবসগুলো বাতিলের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগের দলীয় দিবসগুলো জাতীয় দিবস হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলো জাতীয় দিবস হওয়ার মতো নয়।

ছাত্র আন্দোলনে গণহত্যার বিচারে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

এদিকে জুলাই-আগস্ট গণহত্যা নিয়ে বিচারকাজ শুরু করে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। গণহত্যার মামলায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। এছাড়া পৃথক অভিযোগে শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, সাবেক মন্ত্রী-ওবায়দুল কাদের, আসাদুজ্জামান খান কামাল, আনিসুল হক, দীপু মনি, আ ক ম মোজাম্মেল হকসহ ৪৫ জনের বিরুদ্ধেও একই আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অর্ধশতাধিক অভিযোগ জমা পড়ে। সেখানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, ১৪ দলীয় জোটের শরিক দলের নেতা, পুলিশের তৎকালীন আইজিসহ বেশ কয়েকজন সদস্য, যাঁদের তৎকালীন ডিজি, আওয়ামী **লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ নেতাদের আসামি করা হয়।**

যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর থেকে বেশ কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে- জুলাই ও আগস্টের হত্যাকাণ্ডের বিচারে জাতিসংঘের নেতৃত্বে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করার জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তরকে আমন্ত্রণ, শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি, সেই সঙ্গে আহত ব্যক্তিদের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা এবং শহীদদের পরিবারের দেখাশোনার জন্য 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' গঠন। এছাড়া ব্যাংকগুলোকে বড় বড় ঋণখেলাপি ও লুটেরা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর দখল থেকে মুক্ত করে পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন; দুর্নীতি ও অর্থ পাচারে অভিযুক্ত প্রভাবশালী দেড়শ ব্যক্তির তালিকা তৈরি ও ৭৯ জনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু; ১৫ শতাংশ হারে আয়কর পরিশোধ করে অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ অর্থাৎ কালো টাকা সাদা করার বিধান বাতিল; দায়মুক্তি আইন নামে পরিচিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২১)-এর অধীন চলমান সব কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা; গণশুনানি ছাড়া নির্বাহী আদেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি না করার সিদ্ধান্ত; রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নেওয়া প্রকল্প কিংবা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) যাওয়ার প্রক্রিয়াধীন আছে- এমন প্রকল্প পুনরায় যাচাই-বাছাই করার সিদ্ধান্ত।

এছাড়া বলপূর্বক গুম হওয়া থেকে সব ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর ও বিগত সরকারের আমলে সংগঠিত গুমের ঘটনা তদন্ত করার জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরতে একটি শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন; আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২১)-এর অধীন সম্পাদিত চুক্তিগুলো পর্যালোচনা জন্য একটি জাতীয় কমিটি গঠন; মৌলভীবাজারের কুলাউড়া সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে বাংলাদেশি কিশোরী স্বর্ণা দাশ নিহত হওয়ার ঘটনায় ভারতের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানানো ও দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত তিস্তা নদীর পানিবণ্টন চুক্তিসহ আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত নদীর পানিবণ্টন বিষয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা সংলাপ

প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলীয় জোট ছাড়া অন্যান্য সব রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিরা প্রতিনিয়ত বৈঠক করছেন। সেখানে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা সাক্ষাৎ করেন। দলগুলোর প্রতিনিধিরা বৈঠকে রাজনীতিতে সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে তাদের বিভিন্ন প্রস্তাব তুলে ধরেন। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি, সংস্কার এবং আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়েও আলোচনা চলছে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে। এছাড়া সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গেও বৈঠক করেছেন প্রধান উপদেষ্টা। এছাড়াও প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে গত ৪ সেপ্টেম্বর সচিব সভা হয়। ওই সভায় তিনি সিনিয়র সচিবদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন।

নবান্ন উৎসব : কৃষকদের সোনালী মুহূর্ত

বিচিত্র কুমার

বাংলার মাটি আর ফসল যেন বাংলার কৃষকের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। প্রাচীনকাল থেকেই এই বাংলার মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত, আর এই কৃষিকাজের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ধান। বীজ বোনা থেকে ফসল কাটার দীর্ঘ অপেক্ষার পর ফসল যখন ঘরে তোলা হয়, তখন বাংলার ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসবের আয়োজন শুরু হয়। এই উৎসব শুধু ফসল কাটার আনন্দ নয়, এটি কৃষকের পরিশ্রমের মধুর প্রতিদানও বটে। নবান্নের সময়ে কৃষকের ঘরে ঘরে যে আনন্দের ঝর্ণা বয়, তা গ্রাম বাংলার মানুষের মধ্যে বিশেষ আনন্দের বার্তা বয়ে আনে।

নবান্ন শব্দটির উৎপত্তি 'নব' অর্থাৎ নতুন এবং 'অন্ন' শব্দের সংমিশ্রণে। বাংলার মানুষ এই নতুন অন্নকে কেন্দ্র করে নবান্ন উৎসব পালন করে আসছে শত শত বছর ধরে। নবান্ন উৎসবের মূল উৎসই হলো নতুন ধান কেটে ঘরে তোলা এবং সেই নতুন ধান থেকে চাল তৈরি করে সবার মধ্যে সমানভাবে ভাগাভাগি করা। এই উৎসবে স্থানীয় মণ্ডল বা গ্রামপ্রধানকে ধানের প্রথম অংশ উৎসর্গ করার রীতি প্রচলিত। গ্রামের বিভিন্ন মন্দিরে ধানের দেবীকে উৎসর্গ করা হয় নতুন ধান। গ্রামের ছোট-বড় সবাই মিলে এই উৎসব উদযাপনে একত্রিত হয়, যা সমাজে সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলে।

নবান্ন শুধু খাদ্যের উৎসব নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক উৎসবও বটে। নবান্নের সময় ঘরে ঘরে নানা রকম পিঠা-পুলি তৈরি হয়। নতুন ধানের চাল দিয়ে ভাপা, পাটিসাপটা, নারিকেলের ঝুরো দিয়ে মুড়ির মোয়া ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের পিঠা তৈরি করা হয়। পিঠার এই আনন্দ সবাই ভাগাভাগি করে খায়, যা সমাজে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা পৌঁছে দেয়। পাড়ার মেঠো পথ পেরিয়ে, মাঠের পাশে ছোট ছোট দোকানে নবান্ন উপলক্ষে নানা ধরনের মেলা বসে। এই মেলাগুলোতে গান, যাত্রাপালা, কীর্তন, পালাগান ইত্যাদি নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, যা ঐক্য ও আনন্দের প্রতীক হয়ে থাকে।

নবান্ন আসলে কৃষকের কঠোর পরিশ্রমের মধুর প্রতিফলন। বছরের পর বছর ধরে কৃষকরা বীজ বোনা থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত যে শ্রম দেয়, নবান্ন সেই শ্রমের ফসল। এই সময়টাতে কৃষক তার সমস্ত ক্লান্তি ভুলে গিয়ে ফসল ঘরে তোলার আনন্দে মেতে ওঠে। মাঠের সোনালি ধানের শিষে সূর্যের আলো পড়লে যেন তা আর সোনার মতোই ঝকঝক করে ওঠে, যা দেখে কৃষকের হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে। নবান্ন তাই শুধু ফসল কাটার উৎসব নয়; এটি কৃষকের জীবনের সোনালি মুহূর্ত।

নবান্নের একটি বিশেষ দিক হলো এর সামাজিক গুরুত্ব। এ উৎসবের মধ্য দিয়ে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ একত্রিত হয় এবং নতুন ধান সবার মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হয়। কৃষকরা নবান্ন উৎসবের সময় ঘরে ঘরে শাকসবজি, তরিতরকারি, নতুন চাল এবং নানা পিঠা বিলি করে। এতে করে সমাজে পরস্পরের প্রতি সম্মান এবং ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি হয়। শহরের মানুষও এই সময়ে গ্রামে বেড়াতে এসে গ্রামীণ জীবনের এই আনন্দঘন মুহূর্ত উপভোগ করে। নবান্ন উৎসব প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর একটি মাধ্যমও বটে। প্রকৃতির কাছ থেকে যা পাওয়া যায়, তা সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে কৃষক প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া নতুন শস্যকে দেবতাদের উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে এই কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বাংলার মানুষের সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নবান্ন আজও আমাদের হৃদয়ে গেঁথে আছে।

নবান্ন উৎসবের অর্থনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। ফসল ঘরে তোলার পর কৃষক ধান বিক্রি করে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করে। এই সময়ে স্থানীয় বাজারগুলোতে নানা ধরনের উৎসবের আয়োজন করা হয়, যেখানে গ্রামীণ অর্থনীতির চাঞ্চল্য দেখা যায়। বাজারে কৃষিজাত পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায় এবং স্থানীয় শিল্পীরা তাদের পণ্য বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেন। অর্থনৈতিক এই চক্র গ্রামের প্রতিটি মানুষের জীবনে স্বস্তি আনে, যা নবান্নের সময় আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে। নবান্ন উৎসবের সাথে প্রযুক্তির আধুনিক ছোঁয়াও এসে গেছে। আধুনিক কৃষিযন্ত্রের সাহায্যে কৃষক এখন দ্রুত ধান কাটতে পারে, যা তার শ্রম ও সময় দুটোই সাশ্রয় করে। তবে প্রযুক্তি আসলেও, নবান্ন উৎসবের ঐতিহ্য আজও অমলিন। বরং প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার কৃষককে আরো প্রেরণা জোগায় এবং তার মধ্যে উৎসবের আনন্দ বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে।

নবান্ন উৎসব আজ শুধু গ্রামীণ উৎসব নয়; এটি বাংলার মানুষের সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে একত্রিত করে। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে কৃষকদের প্রতি সম্মান এবং তাদের পরিশ্রমের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। নব প্রজন্মকে এই উৎসবের সাথে পরিচিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে তারা নিজেদের শিকড়ের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে এবং বাংলার কৃষিকাজ ও সংস্কৃতির গভীরতা বুঝতে পারে। নবান্নের এই সোনালি মুহূর্ত কেবল ফসল কাটার পরবর্তী সময়ের আনন্দ নয়, এটি আমাদের মাটির সাথে সম্পর্কের এক অপূর্ব মিলনের মুহূর্ত। এই উৎসব আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কঠোর পরিশ্রমের পরেই আসে সাফল্য আর আনন্দ। নবান্ন উৎসবের এভাবেই আমাদের শিকড়ের গভীরে প্রোথিত এক গৌরবময় ঐতিহ্য। বাংলার কৃষকের সোনালি মুহূর্ত এই নবান্ন, যা শুধু আনন্দ নয়, বরং কঠোর পরিশ্রমের মিষ্টি ফলাফল। নতুন ধানের গন্ধ আর পিঠা-পুলির সুগন্ধে ভরে ওঠে পুরো গ্রাম। এ উৎসব আমাদের সামাজিক বন্ধনের শক্তি বাড়ায় এবং আমাদের জীবনধারার সঙ্গে একাত্ম করে তোলে। কৃষকের ঘামে ভেজা মাটি আর প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ হয়ে ওঠে এই নবান্ন। তাই শুধু উৎসবের মাঝে নয়, নবান্নের এই শিক্ষা আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রাসঙ্গিক। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিশ্রম, ঐক্য ও উদারতার এই চিরায়ত শিক্ষা বয়ে আনে শুদ্ধতা, যা আমাদের আত্মপরিচয়ের প্রতিচ্ছবি হিসেবে আমাদের সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ।

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 18

বিপ্লব ও সংহতি দিবস সরকারীভাবে পালনের দাবী যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদের

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদের সভায় বিএনপি প্রবর্তিত '৭৫-এর সাতই নভেম্বর 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস'-কে সরকারীভাবে পালনের দাবী জানানো হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আর দেশপ্রেমের সাথে ঐদিনের ঘটনা ওতোপ্রতভাবে জড়িত। সেদিনের 'সিপাহী-জনতার ঐক্য আর সংহতি' বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে বন্দীশালা থেকে মুক্ত করে দেশ রক্ষার পাশাপাশি নতুন ইতিহাস রচিত হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ কোনদিন দিবসটিকে স্বীকৃতি দেয়নি বরং এই দিন নিয়ে সরকারী ও দলীয়ভাবে মিথ্যাচার করেছে। ওইদিনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে দিনটি সর্বজনীনভাবে সকল দলেরই পালন করা উচিৎ। সভায় বক্তারা বলেন, সেদিনের পথ ধরেই জিয়া বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন। তাই দেশের ক্রান্তিকালে সাতই নভেম্বরের চেতনায় বিএনপিকে দেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' পালন উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদ আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন। গত ১০ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ঢাকা থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় জিয়া পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব আব্দুল্লাহিল মাসুদ। এসময় তিনি তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে শহীদ জিয়ার প্রতি গভীল শ্রদ্ধা জানান এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরে বলেন, ৭১-এর পর আমরা ২০২৪-এ নতুন স্বাধীনতা পেয়েছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে সকল বাংলাদেশীকে দেশ ও প্রবাসে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। শহীদ জিয়াকে নিয়ে আরো গবেষণা আর বিএনপিকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।

কেন্দ্রীয় জিয়া পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদের আহ্বায়ক শামসুল ইসলাম মজনুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. মজিবুর রহমান মজুমদার। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ডা. আব্দুস সবুর, ড. মিজানুর রহমান, চট্টগ্রাম সিটি বিএনপ নেতা ও সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান মোবাশ্বের হাসমী, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা মোশাররফ হোসেন সবুজ ও ফারুক হোসেন মজুমদার ও বরিশাল বিভাগীয় জাতীয়তাবাদী ফোরামের প্রধান উপদেষ্টা লুৎফর রহমান লাতু। যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদের সদস্য সচিব জাকির হাওলাদারের পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আব্দুস কদ্দুস হাওলাদার। পরবর্তীতে অতিথি সহ আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের সদস্য হারুনুর রশীদ, হানিফ চৌধুরী, মোতাহার হোসেন ও এডভোকেট জাকির খন্দকার, সাবেক ছাত্রনেতা মাজহারুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় বক্তারা ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের অত্যাচার, নিপীড়ন-নির্যাতন আর গণ বিরোধী কর্মকান্ডের তীব্র সমালোচনা করেন এবং আওয়ামী লীগের এসব কর্মকান্ডের জন্য দলটি নিষিদ্ধ করারও দাবী জানান। পাশাপাশি বক্তারা দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিএনপিকে সচেতনতার সাথে দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন এবং দেশের কোন কোন জায়গায় বিএনপি'র নামে চাঁদাবাজী ও দখল বন্ধের জন্য কেন্দ্রের প্রতি আহ্বান জানান। সভাপতির বক্তব্যে শামসুল ইসলাম মজনু বলেন, জিয়া পরিষদ গতানুগতিক সংগঠন নয়, এটি একটি গবেষণামূলক রাজনৈতিক সংগঠন। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া, তার আদর্শ, লক্ষ্য, কর্মকান্ড নিয়ে দেশে-বিদেশে বেশী বেশী গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। আমরা প্রবাস থেকে সেই কাজে ভূমিকা রাখতে প্রবাসী সকল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তির সার্বিক সহযোগিতা চাই।

নিউইয়র্কে বিডিআমরা'র ট্রাম্প ভিক্টোরি পার্টি ১৮ নভেম্বর

নিউইয়র্ক : ১০ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় কুইন্স-জ্যামাইকার একটি রেস্তোরায় বাংলাদেশী-আমেরিকান রিপাবলিকান এলায়েন্স 'বিডিআমরা'র আহ্বানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাচন উত্তর বিজয়ী উদযাপন পার্টি আয়াজনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট রিয়েলটর ও প্রবীণ কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট নাসির আলী খান পল। অন্যান্যদের মধ্যে প্রিয়তোষ দে, আজাদ আহমেদ, ইমাম কাজী কায়্যুম প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্ব সম্মতি ক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, নিউইয়র্কে বিডিআমরার ট্রাম্প ভিক্টোরি পার্টি উদযাপিত হবে আগামী ১৮ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যা ৭ঃ০০ টায়। স্থান উডসাইডের কুইন্স প্যালেস। প্রাথমিক ভাবে এতে ব্যয়েরও একটি বাজেট ধরা হয়। কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা নিজ নিজ ব্যবসার নামে স্পন্সর করতে পারবেন কিংবা ব্যক্তিগত সৌজন্যে অনুদান দিয়ে স্বেচ্ছায় যুক্ত হবার পথও খোলা রাখা রয়েছে। অনুষ্ঠানে সকল বাংলাদেশীদের জন্য আগে আসলে আগে বসবেন ভিত্তিতে আয়োজন করা হলেও সীমিত বিশেষ আসনের সুযোগ নিতে আগ্রহীদেরকে সরাসরি পল খানের সাথে ৩৪৭-২৪৮-৫২৬৪ এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের মূল ধারার আমেরিকান রিপাবলিকান নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য ভিআইপিগন অংশগ্রহণ করবেন। এর আগে তাৎক্ষণিক ভাবে একটি প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় নির্বাচনের পরের দিন বুধবার ৭ নভেম্বর জ্যাকসনহাইটসের একটি পার্টি হলে। এতে বাংলাদেশী-আমেরিকান রিপাবলিকানরা একই ছাদের নিচে জড়ো হয়ে বিজয়োৎসবে মেতে উঠলেও সবাইকে নিয়ে আরো বড় করে একটি বিজয়ী অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই এই ভিক্টোরী পার্টির আয়োজন করা হয়েছে বলে পল খান জানান। উল্লেখ্য যে, প্রায় ৮ বছর আগে বাংলাদেশী-আমেরিকান রিপাবলিকানসদের একটি প্লাটফর্মে নিয়ে এসে একই সাথে কাজ করার জন্য বিডিআমরা বা বাংলাদেশী-আমেরিকান রিপাবলিকানস এলায়েন্স নামের এই সংগংগঠনটি শুরু করেন উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী-আমেরিকানস কমিউনিটির প্রবীণ একটিভিষ্ট নাসির আলী খান পল। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পিপল আপ প্রেসিডেন্ট আবু জাফর মাহমুদের অভিনন্দন

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নির্বাচনে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন পিপল ইউনাইটেড ফর প্রগ্রেস 'পিপল আপ' এর প্রেসিডেন্ট, স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এই নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পাশাপাশি সিনেট (উচ্চকক্ষ) ও হাউসে (নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ)তে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প এর সংগঠন রিপাবলিকান পার্টি। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি তার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন। আমেরিকা তথা সারাবিশ্বের মানুষ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির দিকে তাকিয়ে আছেন।

আবু জাফর মাহমুদ বলেন, গাজা সংঘাতের অবসান ঘটানোর প্রশ্নে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতিকে আমরা সাধুবাদ জানাই। তিনি লেবানন, সিরিয়াসহ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার স্বার্থ ও মর্যাদা পূনরুদ্ধার করে বিশ্বময় আমেরিকার নেতৃত্বকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তুলবেন যা আমাদের আশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি ও পারস্পারিক সহাবস্থান প্রতিষ্ঠায় সামরিক ঘাঁটি স্থাপন,আমেরিকার জাতীয় স্বার্থের অন্তর্ভূক্ত। এ পদক্ষেপ ওই অঞ্চলে দেশে দেশে যুদ্ধ ও সংঘাত নিরসনে শান্তি ও অগ্রগতি প্রতিষ্ঠায় লক্ষ কোটি মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলবে।জাতিগত সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়ন এবং রাজনৈতিক অধিকারকে শক্তিশালী করার জন্য নিবেদিত আমেরিকাভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা "পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস" আশা করে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন আমাদের এই আন্দোলনকে আরো বেগবান করবে। জাতিগত সংখ্যালঘুদের শক্তিশালী কণ্ঠস্বর নিশ্চিত করতে এবং এই ন্যায্য সুযোগের আন্দোলনকে অব্যাহত রাখতে আমরা ফেডারেল সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে আগ্রহী। এ যাত্রায় আমরা ঐক্য, অন্তর্ভূক্তি এবং স্থায়ী শান্তির ওপর ভিত্তি করে বিশ্বজুড়ে একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারি।

কাচের বোতলে মিলল ১৩২ বছরের পুরনো বার্তা

বাংলাদেশ ডেস্ক : দক্ষিণ স্কটল্যান্ডের ক্রসওয়াল লাইট হাউসে ১৩২ বছরের পুরনো একটি কাচের বোতল পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ছিল একটি বিশেষ বার্তা। স্কটল্যান্ডের কোনো বাতিঘরে বোতলবন্দি অবস্থায় বার্তা পাওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম। এমন দাবিই করছেন সংশ্লিষ্টরা। খবর বিবিসির। ৮ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যরে এই বোতলটি নর্দান লাইট হাউস বোর্ডের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রস রাসেল বিশেষ পরিদর্শনের সময় খুঁজে পান।তিনি একটি আলমারির প্যানেল সরানোর পর বোতলটি দেখতে পান, কিন্তু এটি হাতের নাগালের বাইরে ছিল। পরে একটি দড়ি ও ঝাড়ুর হাতল দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি একটি যন্ত্র ব্যবহার করে সেটি উদ্ধার করা হয়। তবে সেটি খোলার আগে তারা বাতিঘরের রক্ষক ব্যারি মিলারের আগমনের অপেক্ষা করেন। বোতলটি একটি তেলের বোতল ছিল এবং এর মধ্যে একটি কাগজ ছিল। কাগজের বার্তাটি ১৮৯২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা, যার মধ্যে তিনজন প্রকৌশলীর নাম রয়েছে।

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস

ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

Sleep and Lung Center

* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে

Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700

170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 19

বাংলাদেশ আইসিএসসি সদস্য নির্বাচিত

নিউইয়র্ক: গত ৮ নভেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস কমিশনের (আইসিএসসি) সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী

প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত। বাংলাদেশ, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার তিনজন প্রার্থী, এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত দুটি শূন্য আসনে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে বাংলাদেশ ও চীনের প্রার্থীগণ নির্বাচনে জয়লাভ করেন। নির্বাচিত হওয়ার পর স্থায়ী প্রতিনিধি মুহিত বলেন, বাংলাদেশের এই জয়,মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২.০ এর প্রতি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের আস্থা ও বিশ্বাস, এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের সক্রিয় ভূমিকা ও অবদানেরই স্বীকৃতি।

উল্লেখ্য, ইন্টারন্যাশনাল সিভিল সার্ভিস কমিশন (আইসিএসসি) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন বিশেষজ্ঞ কমিশন, যা ১৫ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। জাতিসংঘের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ক্ষতিপূরণ প্রদান, কর্মীদের প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত এবং সুপারিশ প্রদান করার কাজ সম্পাদন করে থাকে এই কমিশন। পেশাদার কূটনীতিক, রাষ্ট্রদূত মুহিত ২০২২ সালের জুলাই মাসে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় কমিটির (ইকনমিক ও ফিন্যান্সিয়াল কমিটি) চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি UNDP/UNFPA/UNOPS-এর এক্সিকিউটিভ বোর্ডের ২০২৪ সালের জন্য সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ২০২৫ থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত ৪ বছরের জন্য ইন্টারন্যাশনাল সিভিল সার্ভিস কমিশনের (আইসিএসসি) সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত

সভাপতি সাজিদ সাধারণ সম্পাদক মীরু

লন্ডন: যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাঙালি সাংবাদিকদের সংগঠন 'ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির' ৭ম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১০ নভেম্বর যুক্তরাজ্যের পূর্ব লন্ডনের এক হলরুমে অনুষ্ঠিত হয় । সভায় ইউনিটির এক বছর মেয়াদী ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি ড. আনসার আহমদ উল্লাহর সভাপতিত্বে সভায় বার্ষিক কার্যবিবরণী পেশ করেন রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক ডিবিসি নিউজের যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি জুবায়ের আহমদ। বার্ষিক আর্থিক রিপোর্ট তুলে ধরেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ এসকেএম আশরাফুল হুদা ও সহকারী কোষাধ্যক্ষ মির্জা আবুল কাশেম ।সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলা মিররের বিশেষ প্রতিনিধি মুহাম্মদ শাহেদ রাহমান, ইউকেবিডি টিভির চেয়ারম্যাব মকিস মনসুর, সত্যবাণী স্পোর্টস রিপোর্টার জামাল আহমদ খান, বিশ্ব বাংলা নিউজ ২৪ এর চেয়ারম্যান সাহেদা রহমান, বাংলা সংলাপের ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন, বাংলাদেশ ডায়েরীর রিপোর্টার ড. জয়নুল আবেদীন, ইউকেবিডি টাইমসের প্রধান সম্পাদক ড. শামসুল হক চৌধুরী, লন্ডন বিচিত্রার রিপোর্টার আব্দুল বাছির, রেড টাইম এর আসমা মতিন, ইমদাদুন খানম, ইকরা বাংলা টিভির উপস্থাপিকা হাফসা ইসলাম, আই অন টিভির মুন কোরেশী, আই অন টিভির হেনা বেগম, মনুজ সম্পাদক ফয়জুর রহমান ফয়েজ, ইউকে বাংলা গার্ডিয়ানের সালেহ আহমদ, হবিগঞ্জ এক্সপ্রেসের লন্ডন প্রতিনিধি এ রহমান অলি, ভোরের কাগজ এর যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি ড. আজিজুল আম্বিয়া, ভয়েস অব টাওয়ার হ্যামলেটসের সম্পাদক সুয়েজ মিয়া, এনএল২৪ এর রিপোর্টার নূরুন্নবী আলী, বাংলাভিউ'র শামীম আশরাফ, সিলেট ভিউ'র রিপোর্টার মো. মুন্না মিয়া, সত্যবাণীর ইমরান মাহমুদ ও রেড টাইমস এর শিফন মিয়া প্রমুখ।

সভাশেষে নতুন কমিটি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জন্য নির্বাচন কমিশনার এটিএম মনিরুজ্জামান উপস্থিতিতে সবার সর্বসম্মতিক্রমে ব্যাপক আলোচনা শেষে জগন্নাথপুর টাইমসের সম্পাদক সাজিদুর রহমানকে সভাপতি ও বিলেত ম্যাগাজিনের মিজানুর রহমান মীরুকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করা হয়।

প্রধান উপদেষ্টার নিরাপত্তা জোরদারের দাবি নিউ ইংল্যান্ড বিএনপির

বাংলা প্রেস, নিউ ইয়র্ক: ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের বিপ্লবের সঙ্গে ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের এক ধরনের মিল রয়েছে। ৭ নভেম্বর আমরা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম। ২০২৪ সালের স্বৈরাচার উৎখাতে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান একই ধারায় পরিচালিত ও সফল হয়েছে। এই চেতনা বুকে ধারণ করে বহুদলীয় গণতন্ত্র নিশ্চিত করা, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানিয়েছেন নিউ ইংল্যান্ড (বোস্টন) বিএনপি নেতারা। তারা প্রধান উপদেষ্টার নিরাপত্তা জোরদার করারও দাবি জানান। গত রোববার ১০ নভেম্বর ক্যামব্রিজের দারুল কাবাব রেস্তোরাঁয় আয়োজিত জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের আলোচনা সভায় নিউ ইংল্যান্ড (বোস্টন) বিএনপির নেতারা এসব কথা বলেন।

নিউ ইংল্যান্ড বিএনপির সভাপতি সৈয়দ বদরে আলম সাইফুলের সভাপতিত্বে এবং সিনিয়র সহ-সাধারন সম্পাদক আশরাফুল আলম টিটুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন নিউ ইংল্যান্ড বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বর্তমান কমিটির প্রধান উপদেষ্টা কাজী নুরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি ছিলেন বার্বেডোজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক শিক্ষাবিদ ড. জামাল খান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরান তেলাওয়াত করেন সাধারন সম্পাদক আলী হায়দার মনসুর। সভায় প্রধান অতিথি কাজী নুরুজ্জামান বলেন, ২০২৪ সালের স্বৈরাচার উৎখাতে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ছাত্ররা যে ভুমিকা পালন করেছে, তাদের যথাযথ সম্মান জানাতে হবে। আন্দোলনে নিহতের জন্য উপোযুক্ত ক্ষতিপুরণ এবং আহতদের দ্রুত বিদেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনাকে দেশ থেকে পালাতে দেওয়া ঠিক হয়নি। দ্রুত শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করার দাবি জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, ৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতার স্বতস্ফুর্ত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। এই বিপ্লবে বন্দিদশা থেকে মুক্ত হন জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমানকে সমর্থন করে সামরিক বাহিনী ও সাধারণ মানুষ পথে নেমে এসেছিল। জাতি পেয়েছিল এক যোগ্য নেতৃত্ব জিয়াউর রহমানকে, যিনি '৭১ এ জাতির চরম ক্রান্তিলগ্নে মহান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন।বিশেষ অতিথি সাবেক অধ্যাপক শিক্ষাবিদ ড. জামাল খান বলেন, গত ১৫ বছরে দেশের দুর্নীতি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। সরকার দলীয় লোকরা সীমাহীন দুর্নীতি করেছেন এ কথা সকলেই এখন জানেন। এছাড়াও হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন বাম দলীয় নেতারাও। তিনি বলেন ভাবতেও অবাক লাগে রাশেদ খান মেনন ২৫ হাজার কোটি টাকার মালিক। চুরির প্রবণতা বন্ধ না হলে সরকারে যেই আসুক না কেন দেশের সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হবে। প্রধান উপদেষ্টার জীবনের নিরাপত্তা জোরদার করার অন্য তিনি জোর দাবি জানান।

নিউ ইংল্যান্ড বিএনপির সভাপতি সৈয়দ বদরে আলম সাইফুল বলেন, শহীদ জিয়া শুধু একটি নাম নয়, প্রতিষথান। যাঁর নাম বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে জড়িয়ে আছে। তিনি স্বাধীনতার ঘোষনা দিয়ে দেশের মানুষকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করেছেন। জিয়াউর রহমান '৭১ এ জাতির চরম ক্রান্তিলগ্নে মহান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন। সফল রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমান জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উন্মেষ ঘটিয়ে জাতিকে উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির মহাসড়কে উঠিয়েছিলেন। আর সেজন্যই আমাদের জাতীয় জীবনে এই বিপ্লবের গুরুত্ব অপরিসীম।তিনি বলেন, বহুদলীয় গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরে আমরা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম। সেই একই চেতনা বুকে ধারণ করে বহুদলীয় গণতন্ত্র নিশ্চিত করা, স্বাধীনতার সুফল তথা অর্থনৈতিক মুক্তি, শান্তি-শৃঙ্খলা, সাম্য, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে বলে উল্লেখ করেন সাইফুল। সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সিনিয়র সহ-সভাপতি সোহরাব এইচ খান, সহ-সভাপতি আবুল বশর, সাধারন সম্পাদক আলী হায়দার মনসুর, সাংগঠনিক সম্পাদক রাজ্জাক হোসেন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম কাজল, ফলরিভার বিএনপির সভাপতি রাহেদুল আলম, ফারদিন ও শিশু বক্তা মাস্টার জারিফ প্রমুখ। স্থানীয় বিএনপি'র নেতাকর্মী ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে পুর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করার দাবী

নিউইয়র্ক: গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সিলেটের ন্যায়সংগত দাবী বাস্তবায়নের লক্ষ্য এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মু-হিবুর রহমান মুহিব ও পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ময়নুল চৌধুরী হেলাল। অতিথি হিসাবে যোগ দেন আমেরিকা থেকে ডিস্কেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমদ বাংলাদেশ ইউনিটের সভাপতি বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব এ এম বদরুদ্দোজা। বিশ্বের প্রায় ২০ টি দেশ থেকে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় ধর্ম সম্পাদক মওলানা আব্দুস কুদ্দুসের কোরআন থেকে তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয় এবং বক্তব্য রাখেন ইংল্যান্ড থেকে শেখ ফারুক আহমদ, সৈয়দ হাসান আহমদ, মেহাম্মদ মহসিন, রফিকুল হায়দার, আবুল হেসেন, আব্দুল ওদুদ দিপক, শামীম আহমদ, মোস্তাক আহমদ, ইংল্যান্ড থেকে বারাকা গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম, শেরওয়ান চৌধুরী, জকিগঞ্জ এসোসিয়েশন ইউকে'র সভাপতি ইকবাল চৌধুরী ও ব্যারিষ্টার বদরুল হক। আমেরিকা থেকে যোগদান করেন হাসান আলী, সফিক রেহমান, স্পেন থেকে আমিন আলী রফিক, শিবলু মিয়াজী ও জয়দীপ রায়, ফ্রান্স থেকে ফয়ছল উদ্দিন, মালয়েশিয়া থেকে জাকারিয়া হোসেন, আর্জেন্টিনা থেকে মিতা। আলোচনা শেষে সিলেটের সংগীত পরিবেশন করেন আলী ইদরিসসহ অনেকে। বক্তারা অবিলম্বে সিলেট বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন রুটে ফ্লাইট চালু করা এবং বিমানবন্দরকে পুর্ণাঙ্গ রুপে চালু করার আহ্বান জানান। এছাড়া সিলেট-ঢাকা মহাসড়ক ৬ লেনে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও আখাউড়া-সিলেট ডাবল রেললাইন বাস্তবায়নের দাবী জানান।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

নিউইয়র্কে মরহুম বশির আলী পরিবারের সংবাদ সম্মেলনে

জমি দখলের পায়তারার বিরুদ্ধে সুবিচার দাবি

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার ক্রীড়ামোদী পরিবারের জমি দখলের পায়তারা এবং তথাকথিত আয়না ঘরের নামে টর্চার সেলের মিথ্যাচার করে পরিবারের সম্মানহানির বিরুদ্ধে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে ন্যায়বিচার দাবী করা হয়েছে। গত ৯ নভেম্বর শনিবার দুপুরে মরহুম আলহাজ বশির আলী পরিবারের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন, মরহুমের পুত্র, দেশের সাবেক সহকারী এটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সদস্য এডভোকেট আব্দুর রকিব মন্টু। জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এডভোকেট আব্দুর রকিব মন্টু লিখিত বক্তব্যে বিস্তারিত তুলে ধরে বলেন, একটি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত কুচক্রী মহল হত্যা মামলাটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি গ্রাস করার লক্ষ্যে আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার আর চক্রান্তের আশ্রয় নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন মিডিয়ায় সংবাদ প্রচার ও প্রকাশ করছে। এসব খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং মানহানিকর। আমরা এসবের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে ন্যায় বিচার কামনা করছি।

সংবাদ সম্মেলনে মরহুম বশির আলীর পুত্র, সাবেক জাতীয় ক্রীড়াবিদ আব্দুর রহিম বাদশা, কন্যা ডা. সাহানা আলী রেনু, জাহানারা আহমদ লক্ষী ও মনোয়ারা বেগম মনি এবং অপর পুত্র আব্দুর রউফ পাশা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, ইফফাত আরা নিভা, সারওয়ার নাজরাত আলী টুয়েন ও নূরে আলম জিকু উপস্থিত ছিলেন।সংবাদ সম্মেলনে আব্দুর রহিম বাদশা ও এডভোকেট আব্দুর রকিব মন্টু উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, আমরা মা-ভাই-বোন সহ সবাই যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের কেয়ার টেকার নূরুল ইসলাম কালা মিয়া জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে সম্পতি দখলের চেষ্টা করে। এনিয়ে আমরা মামলাও করি এবং নূরুল ইসলাম কালা মিয়া ও তার পুত্র আমিন ও শামীম গ্রেফতার হয়ে প্রায় সাড়ে ৪ মাস পর জামিনে মুক্তি পায়। ইতিমধ্যে আমরা মোহাম্মদ আব্দুল মালিক নামে আরেকজনকে কেয়ারটেকার মনোনীত করি। কিন্তু জেল থেকে কালা মিয়ারা মুক্তি পেয়ে ২০২১ সালের ১৭ নভেম্বর আব্দুল মালেককে হত্যা করে। এব্যাপারে রাজনগর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। বর্তমানে অভিযুক্তরা মালেক হত্যা মামলাটি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে, আমাদের পারিবারিক ব্যবসা অ্যামেনিয়া গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদ রাখার ঘরটি 'আয়না ঘর' হিসেবে প্রচারণা করা হচ্ছে। আমরা পারিবারিকভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত থাকলেও দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আমরা ন্যায় বিচার পাবো বলেই সরকারের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখি।

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 20

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-5600
Fax: 718-565-5686

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করে থাকি

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine
Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা
87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:03 PM Page 21

বাংলাদেশী পর্যটকের অভাবে কলকাতার হোটেল-রেস্তোরাঁ ব্যবসায় ধস

বাংলাদেশ ডেস্ক: বাংলাদেশের অতিথি না থাকায় কলকাতার আবাসিক হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং দোকানের ব্যবসা কমেছে ৭০ শতাংশ কমেছে বলে রিপোর্ট করেছে 'দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া'। রিপোর্টে বলা হয়েছে, কলকাতার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের দুই বর্গকিলোমিটারের মধ্যে শতাধিক হোটেল ও তিন শতাধিক দোকানপাটের ব্যবসা মূলত বিদেশ থেকে আসা অতিথিদের ওপর নির্ভর করে। এসব অতিথি সীমান্তের ওপারের বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষ। সাম্প্রতিক মাসগুলোয় বাংলাদেশিদের আসা কমে যাওয়ায় কলকাতার হোটেল ও দোকানের ব্যবসা ৭০ শতাংশ কমে গেছে। টাইমস অব ইন্ডিয়া কলকাতা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট মালিক সমিতির নির্বাহী কমিটির সদস্য মনোতোষ সরকারের সঙ্গে কথা বলেছে। তিনি জানান, মারকুইস স্ট্রিটে অবস্থিত তাঁর হোটেলের ৩০টি কক্ষের মধ্যে মাত্র চার-পাঁচটিতে বাংলাদেশ থেকে আসা অতিথি আছেন। জুলাই থেকে হোটেলের এই অবস্থা। বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উচ্ছেদ করার আগে যেকোনো সময়ে ২৬ থেকে ২৮ জন বাংলাদেশি অতিথি তার হোটেলে থাকতেন।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ডজনখানেক রুম আছে, এমন অনেক ছোট হোটেল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, একজন বা দুজন অতিথি নিয়ে এসব হোটেল আর চালাতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। মনোতোষ সরকার বলেন, ২০২১ সালে কোভিডের কারণে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার পর যেমনটা হয়েছিল, ঠিক তখনকার মতো পরিস্থিতি এখন। প্রায় খালি একটি হোটেলে আছেন চট্টগ্রামের রাজেন বিশ্বাস। হোটেলটি আগে তাঁর দেশি মানুষের হাঁকডাকে গমগম করত। তিনি জানান, বাংলাদেশের ঘটনাবলির পর ভারত সরকার নতুন ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে কড়াকড়ি করেছে, সে কারণেই বাংলাদেশিদের কলকাতায় আসা ব্যাপকভাবে কমে গেছে।

রাজেন বিশ্বাস বলেন, 'আমার আগেই ভিসা ছিল, তাই কলকাতায় আসতে পেরেছি। এখন যাঁরা আবেদন করছেন, তাঁদের যদি জরুরি চিকিৎসার কোনো বিষয় না থাকে, তাহলে তাঁদের ভিসা দেওয়া হচ্ছে না। সম্ভবত বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির বিষয়ে উদ্বেগ থেকে ভারত কর্তৃপক্ষ ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থান নিয়েছে।' বাংলাদেশের ওই ব্যক্তি আরও জানান, আগামী ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে যখন আগে দেওয়া ভিসাগুলোর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, তখন এখনকার এই ১০-১৫ শতাংশ আন্তসীমান্ত চলাচলও বন্ধ হয়ে যাবে।

নিউমার্কেটের দোকানগুলোর বেশির ভাগ ক্রেতাই বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষ। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা ক্রেতা এখানে সাধারণত কমই আসেন। এসব দোকান এখন খাঁ খাঁ করছে। দোকানদারদের আশঙ্কা, বাংলাদেশে যদি অস্থিরতা চলতে থাকে এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যদি ভিসা দেওয়ায় কড়াকড়ি অব্যাহত রাখে, তাহলে এই এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যে ধস নামবে।

নিউমার্কেটের দোকান 'চকোনাট' শুধু বাংলাদেশিদের কাছে চকলেট, বাদাম, মসলা, কসমেটিকস বিক্রি করে। ওই দোকানে আগে প্রতিদিন সাড়ে তিন লাখ রুপির পণ্য বিক্রি হতো। এখন বিক্রি নেমেছে ৩৫ হাজার রুপিতে। দোকানের মালিক মো. শাহাবুদ্দিন বলেন, 'মেডিকেল ভিসায় যাঁরা আসছেন, তাঁদের কেউ কেউ দোকানে আসেন। কিন্তু যাঁরা এখান থেকে পণ্য কিনে ঢাকায় নিয়ে বিক্রি করতেন, তাঁদের একেবারেই দেখতে পাচ্ছি না।'

কসমেটিকসের দোকান রয়্যাল স্টোরের পঞ্চম প্রজন্মের মালিক অজয় শ'। তিনি বলেন, তাঁর ১২৪ বছর বয়সী দোকানের জন্যই যে কেবল পরিস্থিতি সঙ্গিন, তা নয়। আসলে পুরো নিউমার্কেটের জন্যই পরিস্থিতি খারাপ। তিনি আরও বলেন, এই মার্কেট ২০০৮-০৯ সালেই পরিবর্তন দেখেছে, যখন স্থানীয় ক্রেতার সংখ্যা কমে যায়। অজয় শ' বলেন, তখন থেকে নিউমার্কেট বাংলাদেশিদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।
We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.
আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
Call for Appoinment

Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেস্ট
• মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস
GETWELL MED-CARE P.C.
170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
718-305-1262

ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
SHAMIM AHMED,MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE

Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815

Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

Just... Smile...

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile
General Dentistry
Nitrous Oxide
Crown & Bridges
Dentures
Extractions
Cosmetic Dentistry
Veneers
Bonding
Root Canal Therapy
Implant Surgery & Restorations
IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY
MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED
WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS
VISA MasterCard
IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S
TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE
FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354
CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 22

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

দেশের মানুষের কষ্ট হচ্ছে, দুমুঠো শাক ও অন্য কিছু কিনতেই ৫০০ টাকা শেষ: অর্থ উপদেষ্টা

ঢাকা : অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'সব ধরনের শুল্কছাড় দেওয়া সত্ত্বেও নিত্যপণ্যের দাম কমছে না। এ কারণে মানুষ অধৈর্য হয়ে গেছে এবং এটাই স্বাভাবিক। এ জন্য মানুষের দোষ দিই না।' 'পিকেএসএফ দিবস-২০২৪' উদ্যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থ উপদেষ্টা এ কথাগুলো বলেন। সালেহউদ্দিন আহমেদ একসময় এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ছিলেন। ১৩ নভেম্বর (বুধবার) ঢাকার আগারগাঁওয়ের নিজস্ব কার্যালয়ে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা এমডি বদিউর রহমান। স্বাগত বক্তব্য দেন পিকেএসএফের ভারপ্রাপ্ত এমডি মো. ফজলুল কাদের। ১৯৮৯ সালের ১৩ নভেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ পিকেএসএফ গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এর পর থেকে দিনটিকে পিকেএসএফ দিবস হিসেবে উদ্যাপন করা হচ্ছে। দিবসটির প্রতিপাদ্য 'অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থায়ন।'

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'এত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। আমি কিছুদিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ছিলাম। অজস্র গালাগাল করা হয়েছে, দাম কেন কমছে না। সব শুল্ক কমিয়ে দিলাম। প্রধান উপদেষ্টাকে জানালাম। বাজারে দাম কমানো শুধু বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাজ নয়। এখানে অনেক ফ্যাক্টর (কারণ) আছে। মানুষের দোষ দিই না। মানুষের কষ্ট হচ্ছে। ৫০০ টাকা নিয়ে গেলে দুমুঠো শাক ও অন্য কিছু কিনতেই তা শেষ। দাম কমানোর চেষ্টা করছি, যদিও অত সহজ না।' অন্তর্বর্তী সরকার ভালো কাজ করছে বলে মন্তব্য করেন সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, 'চলে গেলেও মানুষ আমাদের মনে রাখবেন। অনেকে ধন্যবাদ দেন। বলেন, অমুক কাজটি ভালো করেছেন। বন্ড ও সঞ্চয়পত্রেও আমরা ভালো করেছি। সঞ্চয়পত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনর্বিনিয়োগ হচ্ছে। ভালো জিনিস যত তাড়াতাড়ি করা যায়, ততই মঙ্গল।' সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, আবার নেই, এমন অবস্থা চলছে। ভালো প্রতিষ্ঠানের বড় অভাব। ভবন আছে, মানুষ নেই। সেখানে আবার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'ভারতে ইলিশ রপ্তানির সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর বিদেশ থেকে ছোট ভাই জানিয়েছিল, "ফেসবুকে আপনাকে গালি দিয়ে ভরে দিচ্ছে।" আমার কিন্তু ফেসবুক নেই। একটা মৌসুমে ৫ লাখ ৩০ হাজার টন ইলিশ উৎপাদিত হয়। ভারতে দিলাম মাত্র তিন হাজার টন। আবার অনেকে বললেন ভারতকে ইলিশ দেওয়া ভালো সিদ্ধান্ত।'

গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বার্ষিক সভায় যোগ দিয়ে সবার কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছেন বলে জানান সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, 'দেখলাম, আমাদের দিকে কেউ মুখ বাঁকা করছে না। সাত থেকে আট দিন ছিলাম। সভা করতে করতে তখন হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম। সবাই আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান।'

সাগর-রুনি হত্যা মামলা : অবশেষে র‍্যাব থেকে তদন্তের দায়িত্ব গেল পিবিআইয়ের

ঢাকা : এক যুগ পর সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্তের দায়িত্ব পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) দেওয়া হয়েছে। মামলার আগের তদন্ত সংস্থা র‍্যাবের কাছ থেকে মামলার নথিপত্র বুঝে নিয়েছে পিবিআই। সংস্থাটি এরই মধ্যে তদন্ত শুরু করেছে। মামলা তদন্তের দায়িত্ব পেয়েছেন পিবিআইয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আজিজুল হক। তিনি ১৩ নভেম্বর (বুধবার) বলেন, 'র‍্যাবের কাছ থেকে মামলাসংশ্লিষ্ট সব কাগজপত্র বুঝে পেয়েছি। তদন্তকাজ নতুন করে শুরু করেছি।' মামলার তদন্তের দায়িত্ব পিবিআইকে দেওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন সাগরের মা সালেহা মনির। তিনি বলেন, 'আমি আগে থেকেই বলছিলাম, মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব পিবিআইকে দেওয়া হোক। আমি আশা করি, পিবিআই আমার ছেলে ও পুত্রবধূর হত্যাকারীদের ধরতে পারবে।' ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর গত ২৩ অক্টোবর আলোচিত এ মামলার তদন্তে চার সদস্যের টাস্কফোর্স গঠন করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এর আহ্বায়ক করা হয় পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ও পিবিআইয়ের প্রধান মো. তওফিক মাহবুব চৌধুরীকে।

পুলিশ-সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, টাস্কফোর্স গঠনের পর ৪ নভেম্বর র‍্যাবের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মো. আনোয়ার হোসেন ভূঞা ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতকে লিখিতভাবে জানান, সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পিবিআইকে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে কেস ডকেটসহ সব কাগজপত্র ৪ নভেম্বর বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে ৬ নভেম্বর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পিবিআইয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজিজুল হক ঢাকার সিএমএম আদালতকে লিখিতভাবে জানান, হাইকোর্টের রিট পিটিশনের আদেশ অনুযায়ী গঠিত টাস্কফোর্সের তদন্তের সুবিধার্থে র‍্যাবের কাছ থেকে মামলাটি পিবিআইকে হস্তান্তর করা হয়। তিনি ৪ নভেম্বর মামলার কেস ডকেট (১ থেকে ৩২০১ পাতা) গ্রহণ করেছেন। ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারের ভাড়া বাসায় খুন হন সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি। সাগর সে সময় মাছরাঙা টিভিতে এবং রুনি এটিএন বাংলায় কর্মরত ছিলেন। সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেছিলেন রুনির ভাই নওশের আলম। প্রথমে মামলাটি তদন্ত করছিল শেরেবাংলা নগর থানার পুলিশ। চার দিন পর মামলার তদন্তভার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) কাছে হস্তান্তর করা হয়। তবে তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার ৬২ দিনের মাথায় ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল হাইকোর্টে ব্যর্থতা স্বীকার করে ডিবি। এরপর আদালত র‍্যাবকে মামলা তদন্তের নির্দেশ দেন। সর্বশেষ গত ১৫ অক্টোবর এ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার দিন ধার্য ছিল। কিন্তু প্রতিবেদন জমা দেয়নি র‍্যাব। সব মিলিয়ে প্রতিবেদন জমার তারিখ ১১২ বার পেছানো হয়।

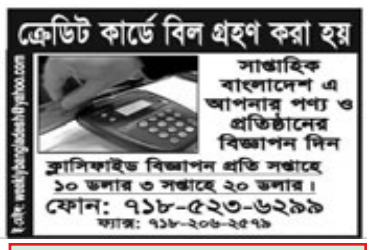
ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 23

কুমিল্লায় পেটানোর দুই সপ্তাহ পর প্রবাসীর মৃত্যু

কুমিল্লা : কুমিল্লার তিতাস উপজেলায় চাঁদার দাবিতে এক প্রবাসীকে পেটানোর দুই সপ্তাহ পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ১৩ নভেম্বর (বুধবার) ভোরে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি মারা যান। এ ঘটনার পর হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে তাঁর লাশবাহী গাড়ি নিয়ে থানায় গেছেন স্বজনেরা। মারা যাওয়া ওই প্রবাসীর নাম স্বপন ভূঁইয়া (৩২)। তিনি তিতাস উপজেলার ওমরপুর গ্রামের সোবহান ভূঁইয়ার বড় ছেলে। দীর্ঘদিন তিনি কাতারে ছিলেন। সম্প্রতি নতুন করে সৌদি আরবে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। স্বজনদের অভিযোগ, চাঁদার জন্য স্থানীয় 'কিশোর গ্যাং' তাঁকে পিটিয়ে আহত করে। এরপর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত স্বপনের স্ত্রী মরিয়ম বেগম অভিযোগ করে বলেন, আট মাস আগে স্বপন কুয়েত থেকে দেশে ফেরার পর স্থানীয় 'কিশোর গ্যাং' তাঁর স্বামীর কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। কিন্তু স্বপন দিতে রাজি হননি। এতে উত্তেজিত হয়ে গত ৩১ অক্টোবর রাতে বাড়ি থেকে তুলে ব্যাপক মারধর করে। তাঁকে মারধরের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ভাইরাল হয়েছে। এরপর স্বপনকে উদ্ধার করে তিতাস উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে মরিয়ম বেগম বলেন, একমাত্র ছেলেকে কীভাবে লালনপালন করবেন? ছেলের লেখাপড়ার খরচ কে দেবে? তাঁদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তাঁর স্বামী। তিনি স্বামীর হত্যাকারীদের বিচার চেয়েছেন। নিহত স্বপনের বোন আয়েশা আক্তার বলেন, তাঁর নিরপরাধ ভাইকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। চাঁদার দাবিতে ভাইকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় তিনি নিজে বাদী হয়ে থানায় হত্যা মামলা করবেন। তিতাস থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামুনুর রশিদ বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে ওই ব্যক্তিকে মারধরে কিশোরদের পাশাপাশি বড়দেরও দেখা যাচ্ছে। নিহত ব্যক্তির বোন বাদী হয়ে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করা হবে।

১১ বছর পর প্রবাসী শাকিল হত্যার রহস্য উদঘাটন

ঢাকা : ১১ বছর পর খাগড়াছড়ির মানিকছড়ির প্রবাসী শাকিল হত্যার ঘটনার রহস্য উদঘাটন করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত চার আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করে দুই আসামি আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন। গত ১১ নভেম্বর খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানিয়েছেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আরেফিন জুয়েল।পুলিশ সুপার জানান, জেলার মানিকছড়ি উপজেলার বাসিন্দা ভুক্তভোগী শাকিল মুসা তার স্ত্রীর ভাবি নাসিমার সঙ্গে পরকীয়া প্রেমে জড়ান। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে হত্যা করে। প্রথমে বাড়ির পেছনে মাটিচাপা দেয়। পরবর্তীতে দুইদিন পর মরদেহ তুলে যৌগ্যাছলা ইউনিয়নের গহীন জঙ্গলে ফেলে দেয়।তিনি আরো জানান, আদালতের নির্দেশে পুলিশ তদন্ত করে ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত আসামিদের গ্রেপ্তার করে তাদের দেয়া তথ্যমতে আলামত সংগ্রহ করেছে। অধিকতর তদন্তের জন্য মরদেহের ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে শাকিল নিখোঁজ হন। সম্প্রতি পারিবারিক কলহের জেরে ১১ বছর পর হত্যাকাণ্ডের ঘটনার প্রকাশ পায়। পরে হত্যাকাণ্ডের শিকার শাকিলের মা রেহেনা বেগম বাদী হয়ে গত ৩০ অক্টোবর আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলা গ্রহণের পর আদালত তদন্তের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে পুলিশ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করে।গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন– পরকীয়া প্রেমিকা নাসিমা, নাসিমার বাবা শরিয়ত উল্লাহ, দেলোয়ার হোসেন দেলু এবং মনির হোসেন। তাদের মধ্যে নাসিমা এবং শরিয়তউল্লাহ আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার

MOHAMMED K RASHID M.D.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

এ্যপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমাদের সেবাসমূহ:
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
64-17, Broadway
(bet. 64th & 65th st.)
Woodside, NY 11377
(subway E,F,R,N,V,G,7,)
Ph. 718-424-0309
718-424-0137

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800

আমরা ৭ দিনই খোলা

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:09 PM Page 24

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

খালেদা জিয়ার ১০ বছরের সাজা স্থগিত

ঢাকা : জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ১০ বছরের সাজার বিরুদ্ধে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার লিভ টু আপিল মঞ্জুর করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। একই সঙ্গে খালেদা জিয়াকে দেয়া ১০ বছরের সাজা স্থগিত করেছেন সর্বোচ্চ আদালত। আপিল শুনানি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সাজা স্থগিত থাকবে। পাশাপাশি খালেদা জিয়াকে আপিলের সার সংক্ষেপ দুই সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গত ১১ নভেম্বর আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র এডভোকেট জয়নুল আবেদীন। খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে ছিলেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল, ব্যারিস্টার বদরুদ্দোজা বাদল, এডভোকেট গাজী কামরুল ইসলাম সজল ও এডভোকেট আমিনুল ইসলাম। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। দুদকের পক্ষে ছিলেন এডভোকেট আসিফ হোসাইন। আদেশের পর খালেদা জিয়ার আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সাজা সংক্রান্ত রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগ। রায়ের বিরুদ্ধে বেগম খালেদা জিয়ার আনা লিভ টু আপিল মঞ্জুর করে এই আদেশ দেয়া হয়। আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া শেষে আপিলের ওপর শুনানি হবে।

দুদকের আইনজীবী মো. আসিফ হাসান আদালতকে বলেন, এই ট্রাস্টের টাকা কিন্তু আত্মসাৎ হয়নি। জাস্ট ফান্ডটা মুভ হয়েছে। সুদে আসলে অ্যাকাউন্টেই টাকাটা জমা আছে, কোনো টাকা ব্যয় হয়নি। ২০১৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি বকশীবাজারে কারা অধিদপ্তরের প্যারেড গ্রাউন্ডে স্থাপিত ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক ড. মো. আখতারুজ্জামান অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়ার পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেন। একই সঙ্গে খালেদার ছেলে ও বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মাগুরার সাবেক এমপি কাজী সালিমুল হক কামাল, ব্যবসায়ী শরফুদ্দিন আহমেদ, ড. কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী ও মমিনুর রহমানকে ১০ বছর করে কারাদণ্ড দেন আদালত। একই বছরের ২৮শে মার্চ খালেদা জিয়ার সাজা বৃদ্ধি চেয়ে দুদকের করা আবেদনে রুল দেন হাইকোর্ট। এরপর সাজা বৃদ্ধিতে দুদকের আবেদনে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে ২০১৮ সালের ৩০শে অক্টোবর বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ খালেদা জিয়ার সাজা পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে ১০ বছর করেন। অন্যদিকে, ২০১৮ সালের ২৯শে অক্টোবর রাজধানীর পুরান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রশাসনিক ভবনের ৭ নম্বর কক্ষে স্থাপিত ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক মো. আখতারুজ্জামান জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়াকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেন। একই সঙ্গে তাকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়। ওই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন খালেদা জিয়া। গত ৪ঠা নভেম্বর হাইকোর্ট বিভাগে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় সাত বছরের দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়। তার অংশ হিসেবে নিজের খরচে পেপারবুক (মামলা বৃত্তান্ত) তৈরির আবেদন মঞ্জুর করেন হাইকোর্ট।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

উপদেষ্টা পরিষদেই বৈষম্য

ঢাকা : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে আঞ্চলিক বৈষম্য নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে। ২৪ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদের অন্তত ১৩ জনের জন্মস্থান চট্টগ্রাম বিভাগে। এই ১৩ উপদেষ্টার দপ্তর-উপ দপ্তরেও তাদের নিজস্ব এলাকার ব্যক্তিদের গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। উপদেষ্টা পরিষদে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ঢাকা বিভাগের রয়েছেন ৭ জন। রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের কেউ উপদেষ্টা পরিষদে নেই। খুলনা ও বরিশাল বিভাগের একজন করে আছেন। একক জেলা হিসেবে চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লা জেলা থেকে উপদেষ্টা হয়েছেন বেশি। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকেই এই বৈষম্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এমন বৈষম্য দূর করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মসূচিও পালন করা হয়েছে। রাজনৈতিক সরকারের সময়েও মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভাগ ও অঞ্চল বিবেচনা করে নিয়োগ দেয়া হয় যাতে সব অঞ্চল ও এলাকার প্রতিনিধিত্ব থাকে। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে এক্ষেত্রে বড় বৈষম্য তৈরি হয়েছে অঞ্চল বিবেচনায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে উপদেষ্টা পরিষদে এই অঞ্চল বৈষম্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম। এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন, 'শুধু ১টা বিভাগ থেকে ১৩ জন উপদেষ্টা; অথচ উত্তরবঙ্গের রংপুর, রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলা থেকে কোনো উপদেষ্টা নাই! তার উপর খুনি হাসিনার তেলবাজরাও উপদেষ্টা হচ্ছে!'

ওদিকে রোববার রাতে তিন উপদেষ্টার শপথ নেয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঞ্চল বৈষম্য নিরসন দাবি করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন উত্তরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা। এ বিষয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. নূরুল আমীন বেপারী বলেন, বিভিন্ন জায়গায় কথা উঠেছে সরকার এক বিভাগ থেকেই বেশি উপদেষ্টা নিয়েছে। এ কারণে সরকার বেশি সফলতা পাচ্ছে না বলে মনে করা হচ্ছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জন্মস্থান চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার শিকারপুর ইউনিয়নে। শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের জন্মস্থানও চট্টগ্রাম বিভাগের নোয়াখালী জেলায়। অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের পৈতৃক নিবাসও চট্টগ্রাম বিভাগের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। যদিও তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা ঢাকায়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলও চট্টগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা জেলার। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদারও চট্টগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা জেলার বাসিন্দা। একই জেলার যুব ও ক্রীড়া এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপের অধিবাসী। একই জেলার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বীরপ্রতীক। ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেনের বাড়ি চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার চট্টগ্রামের চন্দনাইশের বাসিন্দা। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগমের পৈতৃক বাড়িও চট্টগ্রামে। বিয়ে ও পরিবার সূত্রে তিনি ঢাকার ধামরাইয়ের বাসিন্দা। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমার বাড়ি চট্টগ্রাম বিভাগের খাগড়াছড়িতে। সর্বশেষ উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেয়া মো. মাহফুজ আলমের বাড়ি চট্টগ্রাম বিভাগের লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফের জন্ম কলকাতায়। কলকাতা কোর্টে আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করে পরে তিনি ঢাকায় আসেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ঢাকা বিভাগের নরসিংদী জেলার অধিবাসী। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ঢাকা বিভাগের মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার বাসিন্দা। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খানও একই জেলার। বন ও পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার অধিবাসী। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম ঢাকা জেলার বাসিন্দা। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়া মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী ঢাকার বাসিন্দা। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বরিশাল বিভাগের একমাত্র উপদেষ্টা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দারের জন্মস্থান সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জে। যদিও তিনি কর্মসূত্রে ময়মনসিংহে স্থায়ী। তাকে বাদ দিলে সিলেট বিভাগের একমাত্র উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। আর গণশিক্ষা উপদেষ্টাকে সিলেটের বাসিন্দা ধরলে ময়মনসিংহ বিভাগেরও কোনো উপদেষ্টা নেই। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ ঢাকার অধিবাসী। খুলনা বিভাগ থেকে একমাত্র উপদেষ্টা হয়েছেন সেখ বশির উদ্দীন। তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন।

শেখ মুজিবকে জাতির পিতা বলা মূল সংবিধানের পরিপন্থী : অ্যাটর্নি জেনারেল

ঢাকা : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া মূল সংবিধানের পরিপন্থী বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। ১৩ নভেম্বর (বুধবার) হাইকোর্টে সংবিধানের ১৫তম সংশোধনী বাতিলের রুলের শুনানিতে এ কথা বলেন তিনি। অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, 'শেখ মুজিবের অবদানকে কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু তাকে জাতির পিতা বলে সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া মূল সংবিধানের পরিপন্থী।' বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায়ের দ্বৈত বেঞ্চে ১৫তম সংশোধনী বাতিলের রিটের ওপর পঞ্চম দিনের শুনানি চলছে। এই সংশোধনীর মাধ্যমেই শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২০১১ সালের ৩ জুলাই এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষ কেন এই সংশোধনী বাতিল চায় সেই যুক্তি তুলে ধরতে গিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানে এই নয় যে, শত শত মানুষকে গুম করা, হত্যা করা, নির্বিচারে গায়েবি মামলা দেওয়া কিংবা তথা কথিত গণতন্ত্রের নামে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করা।' সংবিধানে দেশের সকল নাগরিককে জাতি হিসেবে বাঙালি বলার বিরোধিতা করে তিনি বলেন, 'এর ফলে পাবর্ত্য অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতিদের জোরপূর্বক বাঙালি পরিচয় দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এতে বাংলাদেশি সার্বভৌমত্বের মধ্যে ঐক্য ধ্বংশ করে বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছে।'

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 25

জলবায়ু সম্মেলন

সভ্যতা টিকিয়ে রাখতে তিন শূন্যের ধারণা তুলে ধরলেন ড. ইউনূস

ঢাকা : জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে তিন শূন্যের ধারণা বিশ্বনেতাদের সামনে তুলে ধরেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, মানব সভ্যতা টিকিয়ে রাখতে হলে গ্রহণ করতে হবে ভিন্ন জীবনধারা। গড়ে তুলতে হবে ভিন্ন সংস্কৃতি। সেটা হতে পারে তার দীর্ঘদিনের লালিত 'থ্রি জিরো' বা 'তিন শূন্য' ধারণা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। বুধবার আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে (কপ-২৯) বিশ্বনেতাদের সামনে এ ধারণা তুলে ধরেন তিনি। ওয়ার্ল্ড লিডারস ক্লাইমেট অ্যাকশন সামিটের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, প্রতিটি তরুণ এই তিন শূন্যের নীতি নিয়ে বেড়ে উঠবে- শূন্য নেট কার্বন নিঃসরণ, সম্পদের শূন্য পুঞ্জিভূতকরণ ও শূন্য বেকারত্ব। সেটা সম্ভব হবে কেবল সামাজিক ব্যবসা গড়ে তোলার মাধ্যমে। প্রতিটি মানুষ এই তিন শূন্যের নীতি নিয়ে বেড়ে উঠবে। সেই পথ ধরেই নতুন সভ্যতা গড়ে উঠবে।

তিনি বলেন, পরিবেশের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন নতুন একটি জীবনধারা যে জীবনধারা চাপিয়ে দেওয়া নয়। এ জীবনধারা মানুষকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেবে। সেজন্য মানুষকে যা করতে হবে, তা হলো এই পৃথিবী এবং এর সকল বাসিন্দার জন্য মঙ্গলজনক একটি জীবনধারা বেছে নেওয়া। শূন্য নেট কার্বন নিঃসরণ, শূন্য দারিদ্র্য আর শূন্য বেকারত্ব অর্জনের পথ ধরে মানুষ পৌঁছাতে পারে সেই নতুন জীবনধারায়, যা আত্মবিধ্বংসী নয় বরং নিজেই নিজের আবাসভূমিকে রক্ষা করবে। ড. ইউনূস বলেন, আমরা জেনেশুনে এই ধ্বংসপ্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছি। এমন এক জীবনধারা আমরা বেছে নিয়েছি যা পরিবেশের ক্ষতির কারণ। যে অর্থনৈতিক কাঠামো মানুষ গড়ে তুলেছে, তা কেবল সীমাহীন ভোগবাদে উৎসাহ দেয়। আপনি যত বেশি ভোগ করবেন, তত বেশি উৎপাদন আপনাকে করতে হবে। যত বেশি উৎপাদন করবেন, তত বেশি অর্থ উপার্জন করবেন। আমাদের সকল কর্মকাণ্ডের মূলে রয়েছে সর্বোচ্চ লাভের ওই আকাঙ্ক্ষা যা কি না এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমস্ত কিছুকে আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত করে। তিনি বলেন, শূন্য বর্জ্যের নীতি মানুষের ভোগে লাগাম দেবে। এতে কোনো বর্জ্য অবশিষ্ট থাকবে না। এটা সেই জীবনধারা যেখানে কার্বন নিঃসরণ নামবে শূন্যের ঘরে, কোনো জীবাশ্ম জ্বালানি মানুষ ব্যবহার করবে না। মানুষের চাহিদা মেটাবে কেবল নবায়নযোগ্য জ্বালানি। নতুন এই অর্থনীতি গড়ে উঠবে প্রাথমিকভাবে শূন্য ব্যক্তিগত লাভের নীতিতে। সামাজিক ব্যবসা হবে এর ভিত্তি। এটা সেই ব্যবসা কাঠামো যার উদ্দেশ্য থাকবে সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যার সমাধান করা, ব্যবসা থেকে লাভ করা নয়। সামাজিক ব্যবসার একটি বড় অংশ নজর দেবে পরিবেশ ও মানবজাতির সুরক্ষার দিকে। অধ্যাপক ইউনূস জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দিতে ৪ দিনের সফরে এখন বাকুতে রয়েছেন। ২০০৬ সালের নোবেল শান্তি বিজয়ী, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অন্তত ২০ জন শীর্ষ নেতা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে দেখা করেছেন। প্রফেসর ইউনূস কপ২৯ ভেন্যুতে বিশ্ব নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান ও তুর্কি ফার্স্ট লেডির সাক্ষাৎ করেন। বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনের ফাঁকে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। প্রধান উপদেষ্টা এছাড়া পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে ও নেপালের প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পোডেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাকে শুভেচ্ছা জানান। অন্যদের মধ্যে অধ্যাপক ইউনূস বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী, ঘানার প্রেসিডেন্ট, বসনিয়া হার্জেগোভিনার প্রধানমন্ত্রী, রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট, আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী, মন্টিনিগ্রোর প্রেসিডেন্ট, বার্বাডোসের প্রধানমন্ত্রী, ব্রাজিল ও ইরানের ভাইস প্রেসিডেন্ট, ফিফা সভাপতি ও আইওএম-এর মহাপরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া আল-আজহার আল শরীফের গ্র্যান্ড ইমাম আহমেদ আল তাইয়েব এদিন বাকুর রিৎজ কার্লটন হোটেলে অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১২০০ কোটি ডলার প্রয়োজন বছরে দেশে : জলবায়ু সংকটে চরম ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের চাহিদা বছরে ১ হাজার ২০০ কোটি ডলার (১ লাখ ৪৪ হাজার কোটি টাকা)। বছরের পর বছর বাংলাদেশকে যে ক্ষতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তা পূরণ ও পরিচ্ছন্ন শক্তি জোগানে এই অর্থ প্রয়োজন। আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে কপ ২৯-এর আসরে গত ১২ নভেম্বর এই তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম। পরিবেশের কারণে বাংলাদেশকে অস্বাভাবিক বন্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বন্যায় প্লাবিত চিরায়ত এলাকাগুলো ছাড়াও এবার প্লাবিত হয়েছে নোয়াখালী, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও লক্ষ্মীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা। এ বছরে ছয়টি বন্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে জানিয়ে শফিকুল আলম বলেন, এসব হচ্ছে জলবায়ু সংকটের কারণে। শুধু বন্যার কারণেই এ বছর দেশের ক্ষতি হয়েছে প্রায় সোয়া বিলিয়ন ডলার। প্রেস সচিব বলেন, জলবায়ুর কারণে বার্ষিক ক্ষতি হচ্ছে ১২ বিলিয়ন ডলার। অথচ অনুদান হিসেবে বাংলাদেশ পাচ্ছে ৩৪০ থেকে ৩৫০ মিলিয়ন ডলার। এর বাইরে ঋণ পাচ্ছে অতিরিক্ত ২৫০ মিলিয়ন ডলার। এই ভয়ংকর অবস্থা ও তার নিরসনে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের কথাই তাঁরা বাকুতে তুলে ধরছেন। প্রেস সচিব জানান, দেশের ২৯টি এনজিও ও নাগরিক সমাজের সংগঠনকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন দেশের এই ভয়াবহ অবস্থা তুলে ধরে আরও বেশি অর্থ সাহায্য পাওয়ার পথ প্রশস্ত করতে। প্রধান উপদেষ্টা চান, সম্মেলন শেষে যে ঘোষণাপত্র গৃহীত হবে, তাতে বাংলাদেশের উদ্বেগ ও চাহিদা যেন জায়গা পায়।

বিশ্বনেতাদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ : এদিকে বাসস জানায়, কপ ২৯ জলবায়ু সম্মেলনের ফাঁকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল-নাহিয়ানসহ বেশ কয়েকজন বিশ্বনেতার সাক্ষাৎ হয়েছে। এ সময় তাঁরা জলবায়ু সংকট সমাধানের উপায় এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব অপূর্ব জাহাঙ্গীর বলেন, জলবায়ু সম্মেলনের ফাঁকে তুরস্ক ও আমিরাতের প্রেসিডেন্টসহ ২০ জন বিশ্বনেতা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি বলেন, 'নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানান।' প্রধান উপদেষ্টাকে তুরস্ক সফরের আমন্ত্রণ জানান সে দেশের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান। তিনি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এবং চলমান সংস্কারপ্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। এ সময় ড. ইউনূস তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডিকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। ছাত্র আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত ৫৭ প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিককে মুক্তি দেওয়ায় আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল-নাহিয়ানকে ধন্যবাদ জানান প্রধান উপদেষ্টা। জলবায়ু সম্মেলনের ফাঁকে ড. ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বিশ্বনেতাদের মধ্যে রয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, ঘানার প্রেসিডেন্ট নানা আকুফো-আড্ডো, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জু, আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইদি রামা, নেপালের প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পোডেল, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে। সম্মেলনের ফাঁকে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। আগামী জানুয়ারিতে বাংলাদেশে অনুষ্ঠেয় যুব উৎসবে যোগ দিতে তিনি প্রধান উপদেষ্টার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। ড. ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন মিসরের আল-আজহারের গ্র্যান্ড ইমাম ড. আহমেদ আল-তাইয়েবও। এ সময় হাজার বছরের পুরোনো প্রতিষ্ঠান আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান গ্র্যান্ড ইমাম।

বিশ্বনেতাদের সঙ্গে বৈঠক প্রধান উপদেষ্টার : আজারবাইজানের বাকুতে কপ২৯ জলবায়ু সম্মেলনের সাইডলাইনে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান, সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানসহ বেশ কয়েকজন বিশ্বনেতা। এ সময় তাঁরা জলবায়ু সংকট সমাধানের উপায় এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। জলবায়ু সম্মেলনের সাইডলাইনে ড. ইউনূসের সঙ্গে আরও যেসব বিশ্বনেতা বৈঠক করেছেন তাঁরা হলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, ঘানার প্রেসিডেন্ট নানা আকুফো-আড্ডো, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার প্রেসিডেন্ট ডেনিস বেচিরোভিচ। এ ছাড়া তিনি বারবাডোজের প্রধানমন্ত্রী মিয়া মটলি, আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইদি রামা, লিখটেনস্টাইনের প্রধানমন্ত্রী ড্যানিয়েল রিশ, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে ও ইরানের ভাইস প্রেসিডেন্ট শিনা আনসারির সঙ্গেও সাইডলাইনে সাক্ষাৎ করেন। বিশ্বনেতাদের পাশাপাশি ড. ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যান্ড ইমাম ড. আহমদ আল তাইয়েব। এ সময় তিনি ড. ইউনূসকে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপের ঘোষণা দেন। প্রধান উপদেষ্টা গ্র্যান্ড ইমামকে গণ অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশ সশরীরে ঘুরে দেখতে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব অপূর্ব জাহাঙ্গীর বলেন, জলবায়ু সম্মেলনের সাইডলাইনে তুরস্ক, আরব আমিরাত, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টসহ ২০ জন বিশ্বনেতা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নোবেলজয়ী অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানান। সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টা বিশ্বনেতাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান অধ্যাপক ইউনূসকে তুরস্ক সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ও চলমান সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। অধ্যাপক ইউনূস তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডিকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। ছাত্র আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত ৫৭ প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিককে মুক্তি দেওয়ায় প্রধান উপদেষ্টা আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে ধন্যবাদ জানান। প্রধান উপদেষ্টা জলবায়ু সম্মেলনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বর্তমানে চার দিনের সরকারি সফরে বাকুতে অবস্থান করছেন। সোমবার স্থানীয় সময় বিকালে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে তিনি বাকু পৌঁছান।

পোর্ট অথরিটিতে সিকিউরিটি গার্ড

(শেষ পাতার পর)

কালেক্টিভ বারগেইনিং এজেন্টের ওপর। বেতনের বাইরে ব্যাপক প্রান্তিক সুবিধাদিও রয়েছে। এই পদে চাকুরিপ্রার্থীদের হাইস্কুল ডিপ্লোমা, অথবা জিইডি বা সমতুল্য শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা নিয়োগের জন্য নির্বাচিত হবেন তাদের বৈধ ড্রাইভার্স লাইসেন্স থাকা, কোনো প্রতিষ্ঠানে সিকিউরিটি গার্ড, ওয়াচম্যান, পুলিশ অফিসার, ইউএস আর্মিতে পুলিশ-মিলিটারি হিসেবে অন্তত দুই বছরের চাকুরি করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এছাড়া কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রিমিনাল জাস্টিস বা পুলিশ সায়েন্সে ৩২ কলেজ ক্রেডিট থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যারা লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন কেবলমাত্র তাদেরকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এই পদে চাকুরি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে আগ্রহীরা www.jointheportauthority.com/pages/working-here ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন। আবেদন করার জন্য আগ্রহীরা ভিজিট করতে পারেন www.jointheportauthority.com/jobs/15152593-security-guard ওয়েবসাইট।

বিভিন্ন এন্ট্রি-লেভেল পজিশনে নিয়োগ দিচ্ছে নিউইয়র্ক সিটি

বিভিন্ন এন্ট্রি-লেভেল পজিশনে নিয়োগ দিচ্ছে নিউইয়র্ক সিটি। ৬০ হাজার ডলার বেতন থেকে শুরু হওয়া চাকরিসমূহের নিয়োগের তালিকা JobsNYC পোর্টালে প্রকাশিত হয়েছে। এতে বেশ কিছু চাকরির সুযোগ রয়েছে যা কারো জন্য স্যুইটেবল হতে পারে। বর্তমানে চাকরি পাওয়া চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে সদ্য গ্রাজুয়েটদের জন্য। যুক্তরাষ্ট্রে কিছু সেক্টরে, যেমন প্রযুক্তি এবং মিডিয়া, নিয়োগ বেড়েছে। স্বাস্থ্যসেবা, সাইবার নিরাপত্তা, এবং ই-কমার্স সেক্টরেও উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। তবে, চাকরির সুযোগ কমে যাওয়ায় এবং কর্মী ছাড়ের হার স্থিতিশীল হওয়ায় বাজারে প্রতিযোগিতা বেড়েছে। ফলে চাকরিপ্রার্থীদের জন্য একটি কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে নতুন পজিশনে কাজ পাওয়া আগের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ সময় JobsNYC পোর্টালে কিছু চাকরি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সিভিলিয়ান কমপ্লেইন্ট রিভিউ বোর্ড (CCRB) একজন আউটরিচ কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ করতে চান। এই পদের দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে সম্প্রদায়িক ইভেন্ট এবং জনসভায় অংশগ্রহণ করা, বিশেষ প্রকল্প এবং নতুন উদ্যোগের বিকাশে সহায়তা করা। ক্রিমিনাল জাস্টিস অফিসের অধীনে হেট ক্রাইম প্রতিরোধের জন্য অফিস একটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার নিয়োগ করতে চাইছে। এই পদের দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে প্রকল্পের ফলাফল সংক্রান্ত ডকুমেন্টেশন ট্র্যাক ও সংগ্রহ করা, মিটিং উপকরণ প্রস্তুত করা সহ প্রশাসনিক সহায়তা। এই পদের জন্য বেতন $60,899 – $72,000 পর্যন্ত এবং এটি ম্যানহাটনে অবস্থিত। অপরদিকে, ৩৫ ঘণ্টা সপ্তাহে কাজের আরও একটি পদ যা ম্যানহাটনে অবস্থিত, বেতন $60,889 – $94,521 পর্যন্ত নির্ধারিত।

এই পদের জন্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রয়োজন নেই, তবে সিটি গভর্নমেন্টের অনেক চাকরির ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা দিতে হয়। নিউইয়র্ক সিটিতে কীভাবে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে হয়, তা জানতে, How to take a Civil Service Exam -এ ক্লিক করতে পারেন। JobsNYC নিউইয়র্ক সিটির একটি সরকারি কর্মসংস্থান পোর্টাল যেখানে বিভিন্ন সরকারি এবং সিটি এজেন্সিগুলোর চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এই পোর্টালে চাকরির তালিকা, বেতন, দায়িত্ব এবং যোগ্যতার বিবরণ ইত্যাদি পাওয়া যায়, যা চাকরিপ্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট চাকরির বিষয়ে বিস্তারিত জানতে সহায়তা করে।

হাউজিং প্রেসারভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের চাকরি মেলা ২৩ নভেম্বর : নিউইয়র্ক সিটি হাউজিং প্রেসারভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (HPD) ২৩ নভেম্বর, শনিবার একটি 'চাকরি মেলা' আয়োজন করছে। এই 'চাকরি মেলা' সকাল ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ১০০ গোল্ড স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত হবে। দুরুর তিনটা পর্যন্ত খোলা থাকবে। হাউজিং ইন্সপেক্টর নিয়োগ করছে এবং এই পদের জন্য বেতন হবে $69,328। অতিরিক্ত সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে উচ্চ লিড ইন্সপেক্টর সার্টিফিকেশন ট্রেনিং, ক্যারিয়ার গ্রোথের সুযোগ, স্বাস্থ্য, ডেন্টাল এবং ভিশন বেনিফিট, এবং পেনশন প্ল্যানের অ্যাক্সেস।

হাউজিং ইন্সপেক্টরদের ১০ ঘণ্টা দৈনিক, সপ্তাহে চার দিন কাজ করতে হবে এবং তাদের যেকোনো পাঁচটি বোরোতে কাজ করতে নিয়োগ করা হতে পারে। প্রার্থীকে বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে, তবে নিউইয়র্ক সিটিতে বাস করা বাধ্যতামূলক নয়। আগ্রহী প্রার্থীদের তাদের রেজ্যুমের চারটি কপি এবং ফটো আইডি নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। বিভাগ সেখানে সান্ধ্যকালীন সাক্ষাৎকার নেবে। এছাড়া, যারা উপস্থিত হতে চান তারা ২৩ নভেম্বর শুক্রবারের মধ্যে তাদের রেজ্যুমে পাঠিয়ে পূর্ব-যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন।

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 26

বাংলাদেশ সোসাইটির বিজয়ীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ

(শেষ পাতার পর)

করেছে। গত ৬ নভেম্বর বুধবার বিকালে সোসাইটি অফিসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট প্রদান করেন। উল্লেখ্য, সোসাইটির দ্বিবার্ষিক (২০২৫-২০২৬) নির্বাচনে 'সেলিম-আলী' প্যানেল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেল। অনুষ্ঠানের শুরুতে নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জামাল আহমেদ জনি উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এ সময় তিনি বলেন, আমরা আমাদের সাধ্যমতো স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার চেষ্টা করেছি। সবার সহযোগিতায় সুন্দরভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে, এজন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এরপর তিনি অফিসিয়ালী নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করেন। এ সময় কমিশনের সদস্যদের মধ্যে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, মোহাম্মদ এ হাকিম ও আহবাব চৌধুরী খোকন উপস্থিত ছিলেন।

'সেলিম-আলী' প্যানেলের বিজয়ীরা হলেন-সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহসভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সহকারী সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভুইয়া, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমী, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, সাহিত্য সম্পাদক মোহাম্মদ এ আখতার বাবুল, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক আশরাফ আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক হাসান জিলানী এবং কার্যকরি সদস্য যথাক্রমে- মোহাম্মদ সিদ্দিক পাটোয়ারী, আবুল কাশেম চৌধুরী, মনসুর আহমেদ, হারুন চেয়ারম্যান, জাহাঙ্গীর শহিদ সোহরাওয়ার্দী ও হাসান খান।

পরবর্তী সময়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি নির্বাচনের ফলাফলের অফিসিয়াল কপি 'সেলিম-আলী' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক শাহ নেওয়াজ ও সদস্যসচিব তোফায়েল ইসলাম চৌধুরীর কাছে হস্তান্তর করেন। এরপর বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনের সদস্যরা সার্টিফিকেটগুলো বিজয়ীদের হাতে তুলে দেন।

মাকসুদ-মাসুদ পরিষদের ১৩ জনের শপথ গ্রহণ

(শেষ পাতার পর)

করেছেন বলে জানিয়েছে পরিষদ। নির্বাচনের দিন মেশিন প্রদত্ত ফলাফল অনুযায়ী মাকসুদ-মাসুদ পরিষদের জয়ী কর্মকর্তা ও নির্বাহী সদস্যরা শপথ নেন। তাদের অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের কাছে তারা শপথ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও তারা কোন সহযোগিতা না করায় অন্তবর্তীকালীন কমিটির সিনিয়র সদস্য ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মেহেবুবুর রহমান বাদল মাকসুদ-মাসুদ পরিষদের ১৩ জনকে শপথ বাক্য পাঠ করান। যারা এই শপথ নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করছেন তাদের উদ্দেশ্যে মাকসুদ-মাসুদ পরিষদ জানিয়েছে যে, চট্টগ্রাম সমিতির ক্ষেত্রে অতীতে অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে নির্বাচন কমিশন ছাড়াও শপথ বিহীন ব্যক্তি শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন। সংগঠনের বিশেষ প্রয়োজনে যেকোনো শপথ গ্রহণকারী ব্যক্তি নির্বাচিতদের শপথ পাঠ করাতে পারেন। ফলে এক্ষেত্রে সংগঠনে গঠনতান্ত্রিক কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। শপথ নেয়ার পর সভাপতি মাকসুদ চৌধুরী, সিনিয়র সহ সভাপতি মো. মোক্তাদির বিল্লাহ, যুগ্ম সম্পাদক ইকবাল ভুঁইয়া ও কোষাধ্যক্ষ মো. সুমন উদ্দীন অনতি বিলম্বে নির্বাচিতদের হাতে সংগঠনের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার জন্য অন্তবর্তীকালীন কমিটির প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। তারা আরো বলেন সংগঠনকে সংকট থেকে দূর করার এক মাত্র উপায় হচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর করা।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি পালন বিএনপি নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ'র

(শেষ পাতার পর)

নেতা আনোয়ার হোসেন খোকন। বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সভাপতি মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ আতিকুর রহমান, নিউইয়র্ক মহানগর উত্তরের সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরী, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন, স্টেট বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি ভিপি জসিম, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন মৃধা, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রুহুল আমিন নাছির, এমলাক হোসেন ফয়সাল, খলকুর রহমান , জিয়াউল হক মিশন, শাহাতাৎ হোসেন রাজু, বীর মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক রইস উদ্দিন। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সদস্য সচিব সাইদুর খান ডিউক, নিউ-ইয়র্ক স্টেট বিএনপি সাবেক যুগ্ম সদস্য সচিব রিয়াজ মাহমুদ, এজিএম জাহাঙ্গীর, গোলাম এন হায়দার মুকুট, ফারদিন রনি। অন্যান্নের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ রিপন মিয়া, সাবেক সদস্য কামাল হাওলাদার শেখ জহির, সাবেক সদস্য জামাল হোসেন, আব্বাস উদ্দিন, মোঃ হাসান, মিজানুর রহমান মিজান, শরীফ চৌধুরী পাপ্পু, স্টেট বিএনপি সাবেক যুগ্ম আহবায়ক হুমায়ুন কবির, নুরুল হুদা, জামালুর রহমান, সুলতান আহমেদ ভুইয়া, বরিশাল জাতীয়তাবাদী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম মিরন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের জিয়া হল শাখার যুগ্ম সাধারন সম্পাদক মোঃ রাকিব হোসেন, মহানগর দক্ষিন নেতা মোঃ নাজমুল হোসেন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সাবেক প্যানেল মেয়র ও মহিলা কাউন্সিলর তাছলিমা পলি, যুবদল নেতা মনিরুল ইসলাম মনির, ইডেন কলেজের ছাত্রদলের সাবেক সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুক্তা আক্তার সহ আরো অনেকে।

স্বাগতিক বক্তব্যে মোঃ সোহরাব হোসেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব রক্ষায় সকলকে আরো ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিউইয়র্ক মহ-ানগর দক্ষিণ বিএনপিকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে দক্ষিণ বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথির বক্তব্যে আনোয়ার হোসেন খোকন বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ করার চক্রান্ত রুখে দিতে হবে। তিনি বলেন বিএনপি এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষায় গঠন মুলক যৌক্তিক সময়ের মধ্যে নির্বাচনের রোডম্যাপ প্রত্যাশা করেন।সভাপতি র বক্তব্যে হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা বলেন, দেশে বিদেশে আওয়ামী প্রেতাত্মারা যেন রাজনৈতিকভাবে পুর্নবাসিত হতে না পারে সেজন্য বিএনপিকে আরো ঐক্যবদ্ধ ও গতিশীল হয়ে দেশ গড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সভায় হাসান মাহমুদ সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

ওজনপার্কে অ্যাসালের প্রি-কনভেনশন

(শেষ পাতার পর)

হয়েছে। এতে সংগঠনের আজীবন সদস্যপদ বৃদ্ধি এবং ১৩-১৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ১৭তম জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভার কনভেনর ও সানম্যান মানি ট্রান্সফারের প্রেসিডেন্ট মাসুদ রানা তপনের সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন ওজনপার্ক কমিটির প্রেসিডেন্ট এএসএম মাইনউদ্দীন পিন্টু ও সেক্রেটারি শান্তনু বড়ুয়া।অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার (অ্যাসাল)'র উদ্দেশ্য হলো– সমস্ত দক্ষিণ এশীয় শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায্যতা, সম্মান, মর্যাদা এবং অগ্রগতির সুযোগ নিশ্চিত করা। গত ৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় ওজনপার্কের লিবার্টি অ্যাভিনিউর একটি মিলনায়তনে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অ্যাসাল'র ফাউন্ডার ও ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারি মোহাম্মদ করিম চৌধুরী। ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দিন বলেন, নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে অ্যাসালের কার্যক্রম আরো সুসংহত এবং দক্ষিণ এশীয় আমেরিকান সম্প্রদায়ের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। নতুন কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তাদের মঞ্চে ডেকে পরিচিতি তুলে ধরেন ওজনপার্ক চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট এএসএম মাইনুদ্দিন পিন্টু। এসময় তিনি সাউথ এশিয়ান আমেরিকানদের অ্যাসালের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন, ব্রুকলিন চ্যাপ্টারের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট নাজমুল হাসান মানিক, কুইন্স চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট কাজী ফরিদ আহমেদ, ন্যাশনাল ওমেন কমিটির চেয়ার আদান ইসলাম, প্রিন্সিপাল সুলতান আহমেদ, নাজমা বেগম এবং ওজন পার্ক চ্যাপ্টারের ওম্যান কো-চেয়ার উর্মি বড়ুয়া প্রমূখ।অনুষ্ঠানের সভাপতি মাসুদ রানা তপন বলেন, অ্যাসালের পরবর্তী জাতীয় সম্মেলন ১৩-১৪ ডিসেম্বর ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে ওজ-নপার্ক চ্যাপ্টারের আমরা অনেকেই অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিয়েছি।

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 27

শেয়ারবাজারে কারসাজি : সাকিব মুনাফা করেছেন ৯০ লাখ টাকা, জরিমানা হয়েছে ৫০ লাখ

ঢাকা : শেয়ার ব্যবসায়ে কারসাজির মাধ্যমে ৯০ লাখ টাকা মুনাফা করে এখন ৫০ লাখ টাকা জরিমানা গুনতে হচ্ছে জাতীয় দলের ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান ও তাঁর মা শিরিন আকতারকে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) গত ২৪ সেপ্টেম্বর এ জরিমানা করেছে। তবে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি কারসাজির বিস্তারিত তথ্য সম্প্রতি প্রকাশ করেছে। সাকিব ও তাঁর মায়ের নামে পরিচালিত একটি যৌথ বিও হিসাবে একটি বিমা কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচায় কারসাজি করা হয়। পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এই কোম্পানির নাম প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্স। বিএসইসির এসংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছরের সেপ্টেম্বরে প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্সের শেয়ার নিয়ে সংঘটিত কারসাজিতে যুক্ত ছিলেন সাকিব আল হাসান। শেয়ারবাজারে যে বিও হিসাব (বেনিফিশিয়ারি ওনার্স) ব্যবহার করে প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্সের শেয়ার নিয়ে কারসাজি করা হয়, সেটি সাকিব আল হাসান ও তাঁর মা শিরিন আকতারের নামে একটি বেসরকারি ব্যাংকের সহযোগী ব্রোকারেজ হাউসে খোলা হয়েছিল। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) এক তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিএসইসি সাকিব আল হাসান, শেয়ারবাজারের বহুল আলোচিত কারসাজিকারক আবুল খায়ের হিরুসহ কয়েক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করে। প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্সের শেয়ার নিয়ে কারসাজির ঘটনায় ওই তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করে ডিএসই। গত বছরের ১৭ আগস্ট থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক মাসে কোম্পানিটির শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ঘটনা তদন্ত করে। এতে দেখা যায়, উল্লেখিত সময়ে, অর্থাৎ এক মাসে বাজারে প্যারামাউন্টের প্রতিটি শেয়ারের দাম প্রায় ৩৫ টাকা বা ৮৫ শতাংশ বেড়েছে। ওই সময়ে সিরিজ লেনদেন বা নিজেদের মধ্যে হাতবদল করে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়ানো হয়। এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন আবুল খায়ের হিরু, সাকিব আল হাসানসহ তাঁদের নিকটাত্মীয়, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান।

প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্সের শেয়ার নিয়ে কারসাজির দায়ে সাকিব আল হাসান ও তাঁর মা শিরিন আকতারসহ সাত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি ৬৩ লাখ টাকা জরিমানা করে বিএসইসি। জরিমানা করা অন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হলো ইশাল কমিউনিকেশন, আবুল খায়ের হিরু, আবুল খায়ের হিরুর বাবা আবুল কালাম মাতলুব, হিরুর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান মোনার্ক মার্ট, লাভা ইলেকট্রোডস ও জাহিদ কামাল। এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সব মিলিয়ে ১ কোটি ৬৩ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয় ইশাল কমিউনিকেশনকে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয় ক্রিকেটার ও সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসানকে। ২৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয় আবুল খায়ের হিরুকে, যা তৃতীয় সর্বাধিক। এ ছাড়া আবুল কালাম মাতলুবকে ১০ লাখ টাকা, হিরুর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান মোনার্ক মার্টকে ১ লাখ টাকা এবং লাভা ইলেকট্রোডস ও জাহিদ কামাল নামের একজনকে ১ লাখ করে টাকা জরিমানা করা হয়। ডিএসইর তদন্ত ও বিএসইসির প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, সাকিব আল হাসান ও তাঁর মায়ের বিও হিসাবে মাত্র তিন দিনে প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্সের ১০ লাখ ৬০ হাজার শেয়ার কেনা হয়। এসব শেয়ারের গড় ক্রয়মূল্য ছিল ৬৫ টাকা ২৪ পয়সা। এ জন্য প্রায় ৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। গত বছরের ১২, ১৪ এ ১৭ সেপ্টেম্বর ভিন্ন ভিন্ন দামে এসব শেয়ার কেনা হয়। এর মধ্যে প্রায় ১০ লাখ ২১ হাজার শেয়ার কেনা হয় ১২ ও ১৪ সেপ্টেম্বর। এই দুই দিনে কেনা সব শেয়ারই পাঁচ দিনের ব্যবধানে বিক্রি করে দেন সাকিব আল হাসান। তাতে প্রতি শেয়ারে প্রায় ৯ টাকা করে মুনাফা হয়। সব মিলিয়ে মুনাফা দাঁড়ায় ৯০ লাখ টাকা। এ ছাড়া কোম্পানিটির আরও ৪০ হাজার শেয়ার অবিক্রীত ছিল সাকিবের বিও হিসাবে। তাতে ওই শেয়ারে আনরিয়ালাইজড বা অনর্জিত মুনাফার পরিমাণ ছিল ৪ লাখ টাকা। ডিএসই ও বিএসইসির প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, কারসাজির শেয়ারে বিনিয়োগ করে মাত্র পাঁচ দিনে বড় অঙ্কের মুনাফা করেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। একাধিক সূত্রে জানা যায়, শেয়ারবাজারে সাকিব আল হাসান নিজে সরাসরি লেনদেন করতেন না। তাঁর বিনিয়োগ ও লেনদেন দেখভাল করতেন শেয়ারবাজারের বহুল আলোচিত কারসাজিকারক আবুল খায়ের হিরু। প্যারামাউন্ট শেয়ার নিয়ে কারসাজির ঘটনায় সাকিবের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়ার পর এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে বিএসইসির পক্ষ থেকে সাকিবকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সাকিবের পক্ষে সেই শুনানিতে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন আবুল খায়ের হিরু। শুনানিতে সাকিবের পক্ষে আবুল খায়ের হিরু বলেন, কোম্পানির মৌলভিত্তি দেখে কোম্পানিটির শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিমা খাতের ভালো কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্স একটি। ধারাবাহিকভাবে এটির ব্যবসায়ে প্রবৃদ্ধিও হচ্ছে। এমন বিবেচনায় কোম্পানিটির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শেয়ারে বিনিয়োগ করেন সাকিব আল হাসান। তারপরও কেন কোম্পানিটির শেয়ারে বিনিয়োগকে কারসাজি বলা হচ্ছে, তা বোধগম্য নয়। শেয়ারবাজারে মানুষ বিনিয়োগ করে মুনাফার জন্য, এটি বিনিয়োগকারীদের অধিকারও। তবে বিএসইসির শুনানিতে সাকিবের পক্ষে দেওয়া এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেনি নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি। সংস্থাটি বলছে, এ ধরনের কর্মকাণ্ডে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পরিপন্থী। এ কারণে সাকিব আল হাসান ও তাঁর মা শিরিন আকতারকে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করে বিএসইসি।

ঢালাও মামলায় সরকার বিব্রত : আসিফ নজরুল

ঢাকা : আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, সাধারণ লোকজন যেভাবে ঢালাও মামলা দিচ্ছে তাতে সরকার বিব্রত। গত ১২ নভেম্বর সন্ধ্যায় রাজধানীর কলেজ রোডে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন। আসিফ নজরুল বলেন, বিগত সরকারের আমলে অহরহ গায়েবি মামলা হতো। কিন্তু ৫ আগস্টের পর সরকার কোনো মামলা করছে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঢালাওভাবে গায়েবি মামলা দায়ের করে আসছে, যা বর্তমান সরকারের জন্য বিব্রতকর। এই সংকট মোকাবিলায় করণীয় প্রসঙ্গে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের অংশীজনদের কাছে পরামর্শ চেয়েছেন তিনি। এ সময় বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে যুগোপযোগী করতে কাজ চলছে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, বিচার প্রশাসনে রাজনীতিকীকরণ ঠেকাতে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগে যুগোপযোগী আইন প্রণয়নে অন্তর্বর্তী সরকার কাজ করছে। ২০০৮ সালে বিচারপতি নিয়োগে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হলেও ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তা বাতিল করা হয় বলেও জানান তিনি। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের কাজের প্রশংসা করে আইন উপদেষ্টা

বলেন, অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন যেভাবে কাজ করছে তাতে সরকার আশাবাদী। এর আগে বৈঠকে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শাহ আবু নাইম নাঈম মোমিনুর রহমান ছাড়াও কমিশন সদস্য হাই কোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এমদাদুল হক, সাবেক জেলা ও দায়রা জজ এবং হাই কোর্ট বিভাগের বিচারপতি ফরিদ আহমেদ শিবলী, সাবেক জেলা ও দায়রা জজ সাইয়েদ আমিনুল ইসলাম, সাবেক জেলা ও দায়রা জজ মাজদার হোসেন, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী তানিম হোসেইন শাওন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাজী মাহফুজুল হক সুপন প্রমুখ।

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 28

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী
বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের
সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

SUTPHIN BLVD OFFICE:
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

JAMAICA OFFICE:
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549

LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 29

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

WE HAVE MOST PROMINENT
MLTC CONTACT

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option

Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396

CALL US NOW:
718-516-3425

A CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

CONTACT US:

Off: 718-516-3425 | FAX: 646-568-6474 | newyorksadc.com | intake@ny-sadc.com | 116-33 Queens Blvd Forest Hills, NY 11375 | 78-06 101 Ave, Suit C Ozone Park, NY 11416

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 30

ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকছেন বাংলাদেশিরা, অর্থ পাচারের নতুন কৌশল

ঢাকা : হঠাৎ করেই যেন ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকছেন বাংলাদেশিরা। কিনছেন সে দেশীয় পাসপোর্ট। এন্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা, ত্রিনিদাদ, গ্রেনেডার পাসপোর্ট কিনেছেন এমন কিছু প্রভাবশালীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এই তালিকায় রয়েছেন সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন পেশার মানুষজন। তবে ইউরোপ, আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়া বাদ দিয়ে ক্যারিবিয়ান দ্বীপরাষ্ট্রের দিকে ঝোঁকার বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ দানা বেঁধেছে সরকারের শীর্ষ মহলে। কিসের জন্যই বা তারা সেসব দেশকে পছন্দের তালিকায় নিয়েছেন তা নিয়ে চলছে ঢের আলোচনা। অখ্যাত দেশগুলোর পাসপোর্ট প্রকল্পে দুই হাতে কোটি কোটি টাকা ঢেলে নাগরিকত্বসহ পাসপোর্ট নেওয়ার পিছনে অর্থ পাচার কিংবা কোনো অপরাধের আভাস আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে সংশ্লিষ্ট একাধিক দপ্তর। সংশ্লিষ্টদের কেউ কেউ বলছেন, হতে পারে অনেকে নিজেদের ভোগ বিলাসের জন্য সেখানকার নাগরিকত্ব নিয়ে রেখেছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন বলেছেন, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে 'মিউচুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্সি' চুক্তি অনুযায়ী অর্থ পাচারের তথ্য সংগ্রহ করছে দুদক। অখ্যাত দ্বীপদেশসহ বিদেশি পাসপোর্টের আড়ালে অর্থ পাচার করা হচ্ছে কি না সে বিষয়েও কাজ করছে সংস্থার একাধিক টিম। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ক্যারিবীয় কয়েকটি দ্বীপরাষ্ট্রের পাসপোর্টে ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বের বহুদেশে ভিসামুক্ত চলাচলের সুবিধা রয়েছে। এ কারণে কোটি টাকা বিনিয়োগে এসব দেশের পাসপোর্ট নিচ্ছেন অনেকে। এর মধ্যে গড়ে এককালীন দেড় থেকে ২ লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগে নাগরিকত্বসহ পাসপোর্ট দেয় অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা, ডমিনিকা, গ্রেনাডা, মাল্টা, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট লুসিয়া ও ভানুয়াতুর মতো কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র। এমনকি কয়েকটি দেশ সরাসরি তাদের জাতীয় উন্নয়ন তহবিলে অর্থ জমা নেয়। আবার কয়েকটির আবাসন প্রকল্পে বিনিয়োগের ৩ থেকে ৫ মাসের মধ্যেই নাগরিকত্ব মেলে। এর বাইরে স্যোশাল মিডিয়া ফেসবুকে 'সিটিজেন ইনভেস্ট' নামে একটি পেজের মাধ্যমে ক্যারিবিয়ান দ্বীপরাষ্ট্রের পাসপোর্ট পাইয়ে দেওয়ার নানা পোস্ট রয়েছে। একটি পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ক্যারিবিয়ান পাসপোর্ট থাকলে ১৪০টির বেশি দেশে ভিসা ফ্রি ট্রাভেল করার সুযোগ রয়েছে। এজন্য খরচ করতে হবে ২ লাখ ইউএস ডলার।

এর বাইরেও ফেসবুকে নামেবেনামে পেজ খুলে ক্যারিবীয় দ্বীপের বিভিন্ন দেশের পাসপোর্ট পাওয়ার লোভনীয় বিজ্ঞাপন দিচ্ছে কয়েকটি ট্রাভেল এজেন্সি। অনেকে আবার খুলেছেন এজেন্ট অফিস। তবে গুলশান এবং বনানীর একাধিক এজেন্ট অফিসে সরেজমিনে গেলেও এসব বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ প্রতিনিধিরা। কারা নিচ্ছে এসব পাসপোর্ট, সে তথ্য দিতে চান না কেউই। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বনানীর এক অফিসের এজেন্ট জানান, অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা, গ্রেনাডা, সেন্ট কিটসসহ কয়েকটি দেশের পাসপোর্ট প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ এখন আগে থেকে বাড়ানো হয়েছে। আগে ১ লাখ মার্কিন ডলার হলেও বর্তমানে তা বেড়ে দেড় লাখ মার্কিন

ডলার। এর সঙ্গে আছে সার্ভিস চার্জ। সব মিলিয়ে চারজনের একটি পরিবারের জন্য বারবুডার পাসপোর্টে খরচ ৩ থেকে সাড়ে ৩ কোটি টাকা। প্রদত্ত টাকার পুরোটাই সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যাংক হিসাবে জমা করা হবে। টাকা যাবে বিশেষ এজেন্টের মাধ্যমে। আপনাদের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত কতজন বিনিয়োগ করেছেন জানতে চাইলে তিনি জানান, এটা শতভাগ গোপনীয়। কোনো ক্লায়েন্টের তথ্য তারা প্রকাশ করেন না। এক্ষেত্রে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা তাদের ব্যবসায়িক নীতি। এমনকি ক্লায়েন্টের মোবাইল ফোন নম্বর পর্যন্ত গোপন রাখা হয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি স্বীকার করেন, বর্তমানে ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর নাগরিকত্ব প্রকল্পে বিনিয়োগের ওপর নজরদারি করা হচ্ছে। এমনকি ক্যারিবীয় পাসপোর্টে আর 'নো ভিসা'ও দিচ্ছে না পাসপোর্ট অধিদপ্তর। তবে দেশের বাইরে যেতে পারলে এসব পাসপোর্ট দিয়ে অনায়াসে ইউরোপ-আমেরিকায় ভিসামুক্ত চলাচল করা সম্ভব বলে জানান তিনি। র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) কর্নেল ইফতেখার আহমেদ বলেন, এ বিষয়টি এখনো আমাদের নজরে আসেনি। তবে বিষয়টি উদ্বেগেরও বটে। আমাদের বিশ্বাস, যথাযথ কর্তৃপক্ষ অবশ্যই তা খতিয়ে দেখবেন। র‍্যাবও ছায়া তদন্তের মতো করে বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, দ্বীপরাষ্ট্রগুলোয় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আইএস-এর তৎপরতা ও অর্থ পাচার নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে পাঁচ বছর আগেই প্রতিবেদন দেয় পুলিশের বিশেষ শাখা-এসবি। এর সূত্র ধরে ২০১৯ সালের ৮ ডিসেম্বর এক বিশেষ সভা ডাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এতে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধি, পুলিশ ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি বলেন, যেসব বাংলাদেশি ডমিনিকান রিপাবলিক, অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা ও সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস দ্বীপদেশগুলোর নাগরিকত্ব নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস-এর কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। এ ছাড়া অর্থ পাচারের বিষয়টি যাচাইয়ের জন্য ক্যারিবীয় পাসপোর্টে 'নো ভিসা' দেওয়ার আগে বিএফআইইউ-এর মতামত নেওয়ার সুপারিশ করা হয়। পরে সভা থেকে দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর নাগরিকত্ব গ্রহণকারীদের তালিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে রহস্যজনক কারণে পরে তালিকা প্রণয়নের কাজ আর বেশি দূর এগোয়নি। এদিকে দুদকের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের নাগরিকত্ব নিয়ে সেখানকার 'ব্যাংকিং চ্যানেল' ব্যবহার করে অর্থ পাচার করছেন দেশের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। এই তালিকায় ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সরকারি কর্মকর্তাও আছেন। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী নজরদারি থাকে না এসব দেশের বিনিয়োগ এবং ব্যাংক খাতে। সেই সুযোগে অনায়াসে কালো টাকা সাদা করা যায় ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করে। অর্থ পাচার রোধ এবং পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে সম্প্রতি বিভিন্ন দেশের একাধিক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছে দুদক। প্রতিনিধি দলগুলো বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছেন। তবে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের কোনো প্রতিনিধির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সহযোগিতা চুক্তি এখনো সম্ভব হয়নি দুদকের পক্ষে। ফলে দৃশ্যমান কোনো তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না বলেও জানায় সূত্রগুলো।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, রাজধানীর কলাবাগান এলাকার বাসিন্দা গোলাম হোসেন (পাসপোর্ট নম্বর এবি০৫৩৩৫৬) ও তার পরিবারের সদস্যরা এন্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডার পাসপোর্ট নিয়েছেন। তার ছেলে সাবমীর সাদাত হোসেন (পাসপোর্ট নম্বর এবি ০৫৪৯৪৬), সাদমান সাদাত হোসেন (পাসপোর্ট নম্বর এবি ০৫৩৩৫৭), স্ত্রী আফরোজা হোসেন। তাদের পাসপোর্টের কপি বাংলাদেশ প্রতিদিনের কাছে রয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে গোলাম হোসেন বলেন, আমার পরিবারের সদস্য আমেরিকায় থাকে। আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমাকে এন্টিগুয়া বারবুডার পাসপোর্ট নিয়ে দিয়েছে। এটা তো দোষের কিছু না। একই দ্বীপরাষ্ট্রের পাসপোর্ট নিয়েছেন, গুলশানের বাসিন্দা এ কে এম ইফতেখার হোসেন (পাসপোর্ট নম্বর এবি ০৬৮৮২০)। তার পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যে আছেন স্ত্রী সৈয়দা আসেফা আফরিন আলী (পাসপোর্ট নম্বর এবি০৬৮৮৩২), মেয়ে জারিয়া ফারহান হোসেন ও ছেলে জাইয়ান ওয়াসিফ হোসেন। সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস নামের অখ্যাত এক দ্বীপরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব নিয়েছেন ফেনীর বাসিন্দা আবদুল ফাত্তাহ। সম্প্রতি তিনি ওই দেশের পাসপোর্ট (আরই০১০৫৮৩৫) দেখিয়ে 'নো ভিসা'র আবেদন করেন। পরে তার নাগরিকত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে আবেদনের কপি পাঠানো হয় এনএসআই (জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা) কার্যালয়ে। পাসপোর্টে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী আবদুল ফাত্তাহর বাবার নাম মৌলবি আবদুল হাদী। মায়ের নাম মঞ্জুরা খানম চৌধুরানী। গ্রামের বাড়ি ফেনীর ফুলগাজী, নতুন মুনসু-রহাটের জগতপুর। তিনি সেন্ট কিটসের পাসপোর্ট নেন ২০২১ সালের ১৮ মার্চ। দেশটিতে তার নাগরিক নিবন্ধন নম্বর সি ৫১২৬৫। আবদুল ফাত্তাহ ছাড়াও সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসের নাগরিকত্ব নিয়েছেন গুলশানের বাসিন্দা জিয়াউর রহমান। ২০১৮ সালের ২৬ জুন তিনি দেশটির পাসপোর্ট হাতে পান (নম্বর আরই০০৭০১৯০)। সম্প্রতি তিনি নিজেকে দ্বৈত নাগরিক দেখিয়ে ঢাকায় 'নো ভিসা'র আবেদন করেন। বিদেশি পাসপোর্টে তার বর্তমান ঠিকানা গুলশান এলাকার ৮৮ নম্বর রোডের ৪ নম্বর বাড়ি। তার বাবার নাম আহমাদুর রহমান এবং মা মারিয়াম রহমান। গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের পাথরঘাটা ৫৬ বান্ডেল রোড। চট্টগ্রামের বৃহৎ শিল্পপরিবার টিকে গ্রুপের পরিচালক মোহাম্মদ মোস্তফা হায়দার ও তার স্ত্রী ফাতেমা সালমা কামাল। গ্রেনাডিয়ান হিসেবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একই সময় পাসপোর্ট হাতে পান তারা। সেন্ট জর্জেস থেকে ২০২৩ সালের ৪ মে তাদের পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। ২০২৮ সালের ৪ মে পর্যন্ত এর মেয়াদ রয়েছে। পাসপোর্ট অধিদপ্তরের 'নো ভিসা' আবেদনে তারা গ্রানাডার দুটি পাসপোর্টের কপি সংযুক্ত করেন। এতে মোস্তফা হায়দারের পাসপোর্ট নম্বর জিএ০৮৫০৯১ এবং স্ত্রী ফাতেমা সালমা কামালের পাসপোর্ট নম্বর জিএ০৮৫০৯০। দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য আবেদনের সঙ্গে নিজেদের বাংলাদেশি পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপিও জমা দেন তারা। সূত্র বলছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল তারিক আহমেদ সিদ্দিকের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত মেজর শরিফ। পরিবার নিয়ে তিনি বর্তমানে মালয়েশিয়ায় বসবাস করলেও পরিবারের সব সদস্যের এন্টিগুয়া বারবুডার পাসপোর্ট কিনেছেন লাখ লাখ ডলার খরচ করে। পুলিশ সদর দপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক ইনামুল হক সাগর বলেন, অর্থ পাচার কিংবা সন্ত্রাসী কোনো কর্মকাণ্ডের যোগসূত্রতা আছে কি না সে বিষয়ে পুলিশ সদর দপ্তর এবং সিআইডি নজরদারি শুরু করেছে। বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

ড. আবু জাফর মাহমুদ কুইন্স কাউন্টি কমিটি মেম্বার নির্বাচিত

(১২ পাতার পর)

মেম্বার শেখর কৃষ্ণান। তিনি বলেন, আবু জাফর মাহমুদ শুধু বাংলাদেশের মানুষের কমিউনিটি নেতা নন, তিনি দক্ষিণ এশিয়া তথা বৃহত্তর আমেরিকান কমিউনিটির জন্য এক অসাধারণ নেতৃত্বের সাক্ষর গড়েছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর যোদ্ধা এবং বাংলাদেশি আমেরিকান সম্প্রদায়ের অন্যতম স্তম্ভ আবু জাফর মাহমুদের জীবনদর্শন ও কর্ম বাংলাদেশি আমেরিকান তথা বৃহত্তর আমেরিকান সমাজের জন্য অভূতপূর্ব প্রভাব ফেলেছে। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে বঙ্গোপসাগরের তীরে জন্ম নেওয়া আবু জাফর মাহমুদ নিউইয়র্কে হোম কেয়ার সেবার পথিকৃৎ। তিনি বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস এবং অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনকর্পোরেটেড এর প্রেসিডেন্ট এবং সিইও। তিনি নি-উইয়র্ক রাজ্যে হোম কেয়ার শিল্পে বিপ্লব ঘটিয়েছেন, অসংখ্য প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধীদের উচ্চমানের সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নত করেছেন। পেশাগত সাফল্যের বাইরেও তিনি প্রবাসী বাংলাদেশি এবং অন্যান্য অভিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় এক অবিচল সংগ্রামী। আবু জাফর মাহমুদ মহান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মাউন্টেন ব্যাটালিয়নের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি দেশের দলীয় রাজ-নীতির পথ পরিহার করে রাজনীতিচর্চা ও মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। একই সঙ্গে তিনি মনোনিবেশ করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সমরনীতি বিষয়ক গবেষণায়।

নিউইয়র্কে ৩২ বছর বসবাসকালীন সময়ে তাঁর সাহায্যের হাত পৌঁছে গেছে প্রবাসী বাংলাদেশি থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন দূর্যোগ কবলিত দেশের জনগোষ্ঠীর মাঝে। সহায়তা পাঠিয়েছেন আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইরাক এবং ভূমিকম্প বিধ্বস্ত হাইতির মতো যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোতে।যুক্তরাষ্ট্রে, বিশেষ করে নিউইয়র্ক শহরে কোভিড-১৯ মহামারির সময় আবু জাফর মাহমুদের মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ প্রচেষ্টা ছিল অসাধারণ।

মহামারি চলাকালীন, তিনি ও তাঁর সংস্থা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মধ্যে খাদ্য, ওষুধ এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে, যা তাঁর অবিচল মানবিকতার প্রতিচ্ছবি।

প্রবাসী বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর অবদান শুধু মানবিক সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি 'পিপল ইউনাইটেড ফর প্রগ্রেস' এর নেতৃত্বে থেকে সংখ্যালঘু অভিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বে, এই সংস্থা বাংলাদেশি আমেরিকানদের শুধু আমেরিকার সমাজে একীভূত করা নয় বরং তাদেরকে দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী করে তুলেছে। ভোটার নিবন্ধন ক্যাম্পেইন, নীতি পরিবর্তনের জন্য প্রচারণা, এবং বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বরকে উচ্চ পর্যায়ে পৌছানোর জন্য বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করাড়এসবের মাধ্যমে মাহমুদ প্রমাণ করেছেন যে প্রবাসীদের অধিকারের জন্য তিনি নিবেদিত। এই অসামান্য কাজের স্বীকৃতি হিসেবে, মাহমুদ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নাইট অফ সেন্ট জন অফ জেরুজালেম, প্রেসিডেন্টস লাইফট-াইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড এবং প্রেসিডেন্টস ভলান্টিয়ার সার্ভিস অ্যাওয়ার্ডসহ বেশ কিছু অ্যাওয়ার্ড ও পদবী। তিনি জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট থাউজেন্ড শেডস অফ উইমেন কতৃ র্ক গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর নিযুক্ত হন। এছাড়া মানবসেবায় অবদানের জন্য তিনি সম্মানসূচক ডক্টরেট অর্জন করেছেন। রাজনীতি ছাড়াও, আবু জাফর মাহমুদের প্রভাব সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী। জয় বাংলাদেশ মিডিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং সিইও হিসেবে তিনি টেলিভিশন এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশি সংস্কৃতিকে তুলে ধরার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। তাঁর সম্পাদিত মাসিক প্রকাশনা 'দ্য বে ওয়েভ' আমিরকার মূল ধারার রাজনীতি ও জনজীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করছে। পত্রিকাটি বৃহত্তর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে, যেখানে অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক বিষয় তুলে ধরা হয়। আবু জাফর মাহমুদের প্রবন্ধ সংকলন 'জয় বাংলা, 'জয় বাংলাদেশ' এ গর্ব এবং একতার এক নতুন বর্ণনা উপস্থাপন করে, যা দেশের ধ্রুবক রাজনৈতিক বিভাজনের বাইরে গিয়ে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করে। মিডিয়ার মাধ্যমে তিনি এমন একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছেন যেখানে প্রবাসী বাংলাদেশি আমেরিকানদের অবদান উপস্থাপিত হয় এবং বৃহত্তর আমেরিকান জনসাধারণ বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে।

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 31

জ্যাকসন হাইটসে মুনা সেন্টারের ফান্ড রেইজিং

(শেষ পাতার পর)

আমেরিকার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্ক নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের সভাপতি ডা: আতাউল গণী উসমানী, মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তোয়াহা আমিন খান, বিশিষ্ট সাংবাদিক এমসি টিভি'র সিইও কাজী শামসুল হক।

আল্লাহর ঘর মসজিদ মুসলিম সমাজের মূলকেন্দ্র উল্লেখ করে বক্তাগণ বলেন, এ কারণে রাসুল (সা:) হিজরতের প্রথম দিনই মসজিদ নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের আলাহ রাব্বুল আলামীন ভীষণ পছন্দ করেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে বক্তাগণ বলেন, 'তারাই তো আলাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আলাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আলাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

তারা আরো বলেন, মসজিদ নির্মাণ অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। আলাহর প্রিয় হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু শর্ত হলো, এতে কোনো রকমের অহমিকা, গৌরবের বিষয় অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। মসজিদ নির্মাণ করতে হবে, একমাত্র আলাহর সন্তুষ্টির জন্য। আমাদের উচিত একমাত্র আলাহর সন্তুষ্টির আশায় মসজিদ নির্মাণ করা। কারো সেই সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে সহযোগিতা করবে। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণে আত্মনিয়োগ করবে। মসজিদকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখার গুরুত্ব আরোপ করেন তারা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সেন্টার পরিচালনা কমিটির সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদার। পরিচলনা করেন সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ও মুনা এলমহার্ষ্ট চ্যাপ্টারের সভাপতি সম্পাদক কায়কোবাদ কবীর। বক্তব্য রাখেন, সেন্টারের ইমাম ও খতিব মাওলানা অলিউর রহমান সিরাজী, অর্থ সম্পাদক ও মুনা জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টারের সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন, মুনা এস্টোরিয়া চ্যাপ্টারের সভাপতি আব্দুস সবুর। প্রায় ৩৫০ মুসল্লি (পুরুষ-মহিলা)'র উপস্থিতিতে শুরুতে অর্থসহ কোরআন তেলাওয়াত করেন হামিমুল ইসলাম হামিম। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, মাওলানা ফখরুল ইসলাম মাছুম, আব্দুল হাকিম মিয়া, প্রফেসর সোলায়মান, লোকমান হোসেন, আব্দুর রশিদ সানা, আব্দুর রহমান, আবু বকর সিদ্দিক, মিজানুর রহমান, ক্বারী গোলাম মোস্তফা, নুরুল আমিন, ফেরদৌস আলমসহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আরাফাত রহমান।

সরকার একটি তালাবদ্ধ ঘরে বন্দি

(শেষ পাতার পর)

তুলবেন। এই দলে নগরবিদ আছেন, স্থপতি, প্রকৌশলী, ঠিকাদার, বিনিয়োগকারী, ব্যাংকার, ল্যান্ড স্ক্যাপার, পরিবেশবিদ সবাই আছেন। একটি আদর্শ নগর নির্মাণের জন্য যাদের দরকার তারা প্রত্যেকেই আছেন। তারা বসেছেন একটি বড়োসরো হলঘরে। ঘরের দরোজাটি বাইরে থেকে তালা দেওয়া, চাইলেই তারা এই ঘর থেকে বের হতে পারবেন না। স্থপতি নগরের নকসা তৈরি করতে গিয়ে হতাশ হয়ে যান। কী হবে নকসা করে? আমরা তো এই ঘর থেকে বেরুতেই পারবো না, কীভাবে নগর গড়ে তুলবো? তবুও মনের জোর ঠিক রেখে বিরতি দেয়া কাজে আবার মনোযোগ দেন। ল্যান্ড স্ক্যাপার একটি প্রবহমান নদীর কথা ভাবেন, নদীটি বৃত্তাকারে নগর প্রদক্ষিণ করবে। নদীর দুই পাড় ধরে ছুটে যাবে নয়নাভিরাম রাস্তা। রাস্তার দুপাশে থাকবে কৃষ্ণচূড়া গাছের সারি। গাছে এসে বসবে পাখি, গান করবে। নদীর ভেতরের দিকে, রাস্তার সমান্তরাল, ছুটে যাবে ততোধিক নয়নাভিরাম এলিভেটেড ওয়াকওয়ে, ঝিরিঝিরি হাওয়ায় নগরবাসী সেই সুসজ্জিত ভাসমান ওয়াকওয়ে ধরে সকাল-বিকাল হেঁটে বেড়াবে। হঠাৎ তার মনে হয়, ধুর ছাই কী হবে এতো সুন্দর পরিকল্পনা করে, আমরা তো এই ঘর থেকেই বেরুতেই পারবো না, কীভাবে গড়ে তুলবো এই স্বপ্নের নগর? বিনিয়োগকারী দারুণ এক প্রজেক্ট তৈরি করতে গিয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হন, আমরা তো এখান থেকে বেরুতেই পারবো না, কী করে নগর নির্মাণ করবো? একই প্রশ্ন প্রকৌশলীর, ব্যাংকারের, পরিবেশবিদের। তারা একটু কাজ করেন, আবার থেমে যান, ক্ষণে ক্ষণেই মনে হয়, কী লাভ এতো সব পরিকল্পনা করে, আমরা কি এখান থেকে কোনোদিন বের হতে পারবো? ড. ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অবস্থা এখন অনেকটা এই রকম। তারা অসাধারণ সব সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছেন কিন্তু ক্ষণে ক্ষণেই ভাবছেন, এগুলো কি সংবিধান সম্মত হচ্ছে? প্রচলিত সংবিধান হচ্ছে বন্দি হলঘরের সেই বিশাল তালা। সরকারের এখন সবার আগে এই তালাটি ভাঙতে হবে, নইলে তারা কিছুই করতে পারবেন না। তারা কিন্তু একটি বিশাল তালা ভেঙেই এই ঘরে ঢুকেছেন। এরপরে কেউ একজন এসে বাইরে থেকে আবার একটি তালা লাগিয়ে দিয়ে গেছে। এবার তারা তালাটি পুনরায় ভেঙে বের হতে ভয় পাচ্ছেন।

তাদের এখন ভয়কে জয় করে তালাটি ভেঙে ফেলতে হবে। তারা বের হতে না পারলে জনমানুষের স্বপ্নের বাংলাদেশ নির্মিত হবে না। আগের চেয়ে তাদেরকে এখন অনেক বেশি সাহসী হতে হবে, সকল বাঁধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে 'সংবিধান' নামক এই তালাটি ভেঙে উন্মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে আসতে হবে। তাদের বুঝতে হবে দেশের ১৮ কোটি মানুষ তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, তারা ব্যর্থ হলে এই জাতি আর কাঙ্খিত স্বপ্নের বাংলাদেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ, ন্যায়-বিচারের, ইনসাফের বাংলাদেশ গড়ে তোলার সুযোগ পাবে না।

গণমানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে এমন একটি সংবিধান রচনাই এই সরকারের প্রধান কাজ। সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া, একথা অনেকেই বলছেন। হ্যাঁ এটা ঠিক, বাংলাদেশের বহু কিছু সংস্কার করতে হবে; যেমন, আয়কর ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কার করতে হবে, চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন, এমনি অসংখ্য সেক্টরে সংস্কার লাগবে, সংস্কার হয়ে গেলে সেটিকেও আবার ভবিষ্যত সময়ের সঙ্গে, পরিবর্তিত পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য নতুন করে সংস্কার করার প্রয়োজন হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে, এর কোনো শেষ নেই। কিন্তু এই সরকারকে ঠিক করতে হবে তারা কতটুকু সংস্কার করে বিদায় নেবেন।

৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করে তারা মোটাদাগে তাদের সীমানা সঠিকভাবেই নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং এই জায়গাটি থেকে তারা যেন কিছুতেই পিছপা না হন। এই ৬টি সেক্টরের সংস্কার ঠিকমত করে দিয়ে যেতে পারলে, যে স্বপ্ন এদেশের তরুণ ছাত্র-জনতা আমাদের দেখিয়েছেন, ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ, আমরা অনেকটাই সেই জায়গায় পৌঁছে যেতে পারব।

এই কর্মযজ্ঞে পুরোপুরি আত্মনিয়োগের একটি বড়ো বাঁধা বাহাত্তরের সংবিধান। কিছু সংশোধনী বাতিল করেও এটিকে বহাল রেখে আপনারা বেশিদূর এগুতে পারবেন না। কাজেই এই সংবিধান পুরোপুরি রহিত করে বিকল্প পথেই এগিয়ে যেতে হবে। যদি বর্তমান রাষ্ট্রপতিকে অব্যাহতি দিয়ে নতুন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিতে হয়, দিন। আপনাদের কাজ সহজ ও নিষ্কন্টক করার জন্য যা যা করতে হয় করুন। রাজনৈতিক দলগুলো নানান হিসেব-নিকেশ করছে, তারা হিসেব করে দেখছে কোনটায় তাদের অধিক লাভ। আপনারা তাদের ফাঁদে পা দেবেন না। আপনারা কোনো দলের নয়, দেখবেন কোন পথে এগুলে দেশের লাভ হয়, এদেশের আঠারো কোটি মানুষের লাভ হয়। সেই লক্ষ্যে অটল থেকে কাজ করার শক্তি যোগাবে জুলাই-বিপ্লবের চেতনা। এই চেতনা সব সময় জাগ্রত রাখতে হবে। তাহলেই রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচ্ছন্ন হুমকি-ধামকি আপনাদের বিচলিত করতে পারবে না। একটু বিপ্লবী চেতনা, একটু সংবিধানের শক্তি এইরকম মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে গেলে লেজেগোবরে হয়ে যাবে, কাজের কাজ কিছুই করতে পারবেন না। আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে সংবিধানের কারণে জাতির আকাঙ্খা আপোষ করা ন্যায়সঙ্গত নয় বরং জাতির আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংবিধানকেই সমন্বয় করতে হবে। এটিই সঠিক রাস্তা।

হলিসউড, নিউইয়র্ক। ২৮ অক্টোবর ২০২৪।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ৫ বাংলাদেশির জয়

(শেষ পাতার পর)

বিভিন্ন রেকর্ড গড়ে নির্বাচিত হয়েছেন। জর্জিয়ায় চতুর্থবারের মতো সিনেটর হয়েছেন শেখ রহমান। সেখানে প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে সিনেটর হয়েছেন নাবিলা ইসলাম। নিউজার্সিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন নুরুন নবী। কানেকটিকাতে ৫০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন মাসুদুর রহমান। তাঁরা চারজনই ডেমোক্র্যাট। অপর দিকে নিউ হ্যাম্পশায়ারে ষষ্ঠবারের মতো প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন রিপাবলিকান দলের আবুল খান। টানা চতুর্থবার সিনেটর হলেন শেখ রহমান : যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের স্টেট সিনেট ডিস্ট্রিক্ট-৫ থেকে চতুর্থবারের মতো বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন শেখ রহমান। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শেখ রহমান জর্জিয়ায় প্রথম মুসলিম ও এশিয়ান সিনেটর। তিনি রিপাবলিকান দলের প্রার্থী লিসা বাডেজের চেয়ে দ্বিগুণ ভোট পেয়েছেন। তিনি দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

জর্জিয়ায় প্রথম মুসলিম নারী সিনেটর নাবিলা ইসলাম : জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের স্টেট সিনেট ডিস্ট্রিক্ট-৭ থেকে প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে সিনেটর নির্বাচিত হয়েছেন নাবিলা ইসলাম পার্কেস। তিনি ৪৬ হাজার ২৩১ ভোট পেয়েছেন। পরাজিত রিপাবলিকান গ্রেগরি হাওয়ার্ড পেয়েছেন ৩৭ হাজার ৮৬৭ ভোট। ২৭ বছর বয়সী নাবিলা পার্কেস দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাকে পুনরায় নির্বাচিত করার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি আপনাদের পরিবার, আপনাদের প্রতিষ্ঠান এবং আমার অঞ্চলের সবার অধিকারের জন্য লড়াই করব। আপনাদের অধিকার নিশ্চিত করার আগপর্যন্ত আমি লড়ে যাব।'

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত নূরুন নবী : একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরুন নবী নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের প্লেইন্সবরো টাউনশিপ থেকে পঞ্চমবারের মতো কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। নূরুন নবী বলেন, 'গত চারবার রিপাবলিকান আন্ডা তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছেন। তাই এবার আর কোনো প্রার্থী দেয়নি। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছি। তিন বছরের জন্য আমি মানবিক সম্পর্ক, মানুষের বিনোদন ও আদালতসম্পর্কিত বিষয়ের দায়িত্ব পালন করব।'

কানেকটিকায় সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে জয়ী মাসুদুর রহমান : কানেকটিকা অঙ্গরাজ্যের ডিস্ট্রিক্ট-৪-এ দ্বিতীয়বারের মতো স্টেট সিনেটর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মাসুদুর রহমান। তিনি দুই বছরের জন্য এ দায়িত্ব পেয়েছেন। ৩৩ হাজারের বেশি ভোট পেয়ে গত ৫০ বছরে সর্বোচ্চ ভোট পাওয়ার রেকর্ড গড়েছেন তিনি। পরাজিত রিপাবলিকান স্টিভেন কিং পেয়েছেন ১৮ হাজার ভোট। এ অঙ্গরাজ্যের ৩৬ জন সিনেটরের মধ্যে তিনি প্রথম বাংলাদেশি আমেরিকান। মাসুদুর রহমানের বাড়ি চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলায়। তিনি ২৭ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। নির্বাচনে জয় নিয়ে মাসুদুর রহমান বলেন, 'আমাকে দ্বিতীয়বারের মতো বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসায় আগেই বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে আসা অনেককে বিতাড়িত করবেন। আমরা চেষ্টা করব কাউকে যেন অযৌক্তিকভাবে ডেপুটেশন না করা হয়।'

ষষ্ঠবারের মতো জয়ী আবুল খান : যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনে নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী আবুল বি খান। এ নিয়ে ছয়বার আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন তিনি। রকিংহাম ডিস্ট্রিক্ট-৩০-এ রিপাবলিকান পার্টির হয়ে প্রতিবারের মতো এবারও সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন আবুল খান। তিনি পেয়েছেন ২ হাজার ৯৩৯ ভোট। পরাজিত ডেমোক্র্যাট প্রার্থী বব অল ব্রাইট পেয়েছেন ১ হাজার ৭২৬ ভোট। আবুল বি খান বলেন, 'আমি রিপাবলিকান থেকে পাস করলেও এখন আমি সর্বস্তরের। সব দলের মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করব। আমাদের সরকার সব সময়ই কর না বাড়ানোর পক্ষে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির পক্ষে। আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করব।'

তারেক রহমানের জন্মদিনে অনুষ্ঠান করলে ব্যবস্থা নেবে বিএনপি

ঢাকা : আগামী ২০ নভেম্বর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জন্মদিন। দেশব্যাপী বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সব ইউনিটের নেতাকর্মীদের দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সেদিন তারেক রহমানের জন্মদিন নিয়ে কোনও অনুষ্ঠান পালিত হবে না। সোমবার (১১ নভেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদের সই করা বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, এর ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সাল থেকে ১৫ আগস্ট বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন বন্ধ করে দেন। ওই বছরই তিনি গুলশানে এক সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় নেতাদের প্রতি সম্মান দেখানোর আহ্বান জানান।

ট্রাম্পবিরোধী বিক্ষোভে হাজারো মানুষ

(শেষ পাতার পর)

হাজারো মানুষ। নারীদের প্রজনন অধিকার নিয়ে হুমকি তৈরি হওয়া ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই যুক্তরাষ্ট্র থেকে গণহারে অভিবাসীদের বের করে দেওয়ার ডোনাল্ড ট্রাম্পের অঙ্গীকারের প্রেক্ষাপটে এ বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভে অংশ নিতে নিউইয়র্ক ও সিয়াটলসহ অন্যান্য শহরের রাস্তায় নেমে আসেন শত শত মানুষ। নিউইয়র্কে অংশ নেওয়া বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন পরামর্শক গ্রুপের কর্মীরাও। তাঁরা কর্মীদের অধিকার ও অভিবাসীদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের আশ্রয় নেওয়ার দাবি জানান। ট্রাম্প ইন্টারন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড টাওয়ারের সামনে এ সময় বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল, 'আমরা আমাদের রক্ষা করি', 'মি. প্রেসিডেন্ট, নারীরা তাঁদের স্বাধীনতার জন্য আর কত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করবেন', 'আমরা পিছু হটব না'ড়এমন নানা স্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড। কাউকে কাউকে স্লোগান দিতে শোনা যায়, 'আমরা এখানে আছি এবং আমরা চলে যাচ্ছি না।' বিক্ষোভ হয়েছে

ওয়াশিংটন ডিসিতেও। সেখানে হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের বাইরে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন সংগঠন 'উইমেন্স মার্চ'এর কর্মীরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই বিক্ষোভ নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন ছবিতে দেখা যায়, বিক্ষোভকারীদের হাতে বিভিন্ন স্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড। এর কোনোটিতে লেখা, 'ভালো আচরণের নারীরা ইতিহাস তৈরি করেন না', 'আপনারা কখনোই নিঃসঙ্গ নন', 'যেখানে আমার পছন্দের অধিকার নেই, সেখানে কোথায় আমার স্বাধীনতা' ইত্যাদি। এ ছাড়া বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দেন, 'আমাদের বিশ্বাস, আমরা জিতব!' বিক্ষোভকারীরা সমবেত হন সিয়াটলের স্পেস নিডলের বাইরেও। সেখানে প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, 'ট্রাম্প ও দুই দলের যুদ্ধংদেহী মনোভাবের বিরুদ্ধে পদযাত্রা ও বিক্ষোভ'। কিছু প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, 'গণআন্দোলন গড়ে তুলুন এবং যুদ্ধ, নিপীড়ন ও গণহত্যার বিরুদ্ধে লড়াই করুন'।

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 32

কীভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরত আনা সম্ভব

(প্রথম পাতার পর)

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বলেছে, ইন্টারপোলে রেড নোটিশ জারির মাধ্যমে শেখ হাসিনাসহ পলাতক আসামিদের ফেরত আনবে সরকার। গত ১০ নভেম্বর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেছেন, 'পলাতক ফ্যাসিস্ট চক্র পৃথিবীর যে দেশেই থাকুক, ইন্টারপোলের মাধ্যমে তাদের ধরে এনে বিচারের মুখোমুখি করা হবে।' এর আগে গত অক্টোবরে শেখ হাসিনাসহ পলাতকদের গ্রেপ্তার করে আগামী ১৮ নভেম্বরের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। ইন্টারপোলে রেড নোটিশ দিয়ে শেখ হাসিনাসহ পলাতকদের কবে ফেরত চাইবে বাংলাদেশ কিংবা ভারতে পলাতকদের ইন্টারপোলের মাধ্যমে ফেরত আনা সম্ভব কি না সেই প্রশ্নও উঠছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেছেন, 'ফরমালি আমাদের পক্ষ থেকে ওয়ারেন্ট ইস্যু চলে গেছে বাংলাদেশ পুলিশের সদর দপ্তরে।' গত মাসেই ভারত সরকার নিশ্চিত করে জানিয়েছে যে শেখ হাসিনা তাদের দেশেই অবস্থান করছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে 'প্রত্যর্পণযোগ্য অপরাধের মামলা'য় অভিযুক্ত বা ফেরার আসামি ও বন্দিদের একে অপরের কাছে হস্তান্তরের জন্য একটি চুক্তি আছে ২০১৩ সাল থেকেই। তাহলে বাংলাদেশ কেন সেই চুক্তি অনুযায়ী ফেরত না চেয়ে ইন্টারপোলের সহযোগিতা চাচ্ছে, সেটি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

রেড নোটিশ জারি করে কিভাবে ফেরত আনা যায়? : অক্টোবরের ১৭ তারিখ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারকাজ শুরু হওয়ার পর শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ৪৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে ট্রাইব্যুনাল। আগামী ১৮ নভেম্বরের মধ্যে শেখ হাসিনাসহ পলাতকদের আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'বাংলাদেশ পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ হাসিনাসহ পলাতক আসামিদের ফেরত আনতে ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করবে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, ইন্টারপোল আসামিদের অবস্থান সম্পর্কে জানার পর সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে। সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক নূরুল হুদা বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'রেড এলার্ট মানে অমুক লোক, এর বিরুদ্ধে আমাদের এখানে মামলা বা ওয়ারেন্ট আছে। ওই আসামি যে দেশে আছে সেই দেশের পুলিশ বিভাগকে ওই আসামির ওপর নজর রাখতে বলবে।' বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলোর তথ্য বলছে, এখন পর্যন্ত ইন্টারপোলের মাধ্যমে ১৭ জন অভিযুক্ত আসামিকে বাংলাদেশে ফেরত আনা গেছে। এ ক্ষেত্রে ইন্টারপোল যদি সহযোগিতা করে থাকে, তাহলে শেখ হাসিনাসহ পলাতক আওয়ামী লীগ নেতাদের দেশে ফেরত আনা সম্ভব কি না এমন প্রশ্নে সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা নূরুল হুদা কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ফেরত পাঠানোর বিষয়টা শুধু রেড নোটিশের মাধ্যমেই সম্ভব হয় না। সেটা সেই দেশের জুডিশিয়াল অথরিটিরও বিষয় রয়েছে।'

রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ফেরত আনা সম্ভব? : ইন্টারপোলের ওয়েবসাইটে তাদের রেড নোটিশের তালিকায় বর্তমানে ৬৪ জন বাংলাদেশির নাম রয়েছে। তাদের বেশির ভাগই বিভিন্ন ধরনের ফৌজদারি অপরাধ ও বিভিন্ন হত্যা মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি। এর আগে ২০১৫ সালে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করা হয়েছিল। ২১ অগাস্ট গ্রেনেড হামলা মামলাসহ বিভিন্ন মামলার তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রথমে ইন্টারপোল ওই বছরের ২ জুলাই তার বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করেছিল। পরে এ নিয়ে আইনি লড়াইয়ে নামেন তারেক রহমানের আইনজীবীরা। পরে শুনানি শেষে ২০১৬ সালের ১৪ মার্চ ইন্টারপোলের ৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রেড নোটিশের তালিকা থেকে তারেক রহমানের নাম প্রত্যাহারের আদেশ দেয় ইন্টারপোল কমিশন। বর্তমানে ইন্টারপোলের তালিকায় যে ৬৪ জনের নাম রয়েছে, তার মধ্যে তারেক রহমানের নাম নেই। সাবেক পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, ইন্টারপোলে কাউকে রেড এলার্ট দিলেই যে তাকে দেশে ফেরত আনা যাবে বিষয়টি একেবারেই তেমন নয়। সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক নূরুল হুদা বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'যার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তাকে যে দেশে নেওয়া হবে সেই দেশের পরিস্থিতি কেমন। কিংবা রাজনৈতিক কোনো কারণ আছে কি না সেগুলোও বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণে কাউকে ফৌজদারি অপরাধে আটক দেখিয়ে আনা খুব একটা সহজ নয়।' এর আগে ২০১৩ সালে মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে আবুল কালাম আযাদকে মৃত্যুদণ্ড দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। কিন্তু বিচার শুরু হওয়ার পর আযাদ বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যান। তাকে ফেরত আনতে রেড এলার্ট জারি করেছিল ইন্টারপোল। ইন্টারপোলের তালিকায় এখন যে ৬৪ জনের নাম আছে, সেখানে আবুল কালাম আযাদের নামও দেখা গেছে। কিন্তু আযাদকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে ফেরত আনা সম্ভব হয়নি।

ইন্টারপোল কিভাবে কাজ করে? : ইন্টারপোল বা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ অর্গানাইজেশন হলো এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেটি সারা বিশ্বের পুলিশ এবং অপরাধ বিশেষজ্ঞদের একটি নেটওয়ার্কে সংযুক্ত ও সমন্বয় করে। এর প্রধান কাজ অপরাধীদের ধরতে আন্তর্জাতিক পুলিশকে সহায়তা করা। যেন বিশ্বের সব পুলিশ অপরাধের বিরুদ্ধে এক হয়ে কাজ করতে পারে। যদি একটি দেশের আসামি সেখানে অপরাধ করার পর অন্য দেশে চলে যায়, তখন সেই আসামিকে ধরতে ইন্টারপোলের সহায়তা লাগে। সংস্থাটি অপরাধের তদন্ত, ফরেনসিক ডাটা বিশ্লেষণ, সেই সঙ্গে পলাতকদের খুঁজে বের করতে সহায়তা করে। এ ক্ষেত্রে ওই দেশকে সন্দেহভাজন অপরাধীর যাবতীয় তথ্য দিয়ে রেড নোটিশ জারির জন্য আবেদন করতে হয়। তবে ইন্টারপোল কোনো আসামিকে ধরিয়ে দেওয়ার আবেদন পেলেই তার বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করতে পারে না বলে জানিয়েছেন পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক নূরুল হুদা। তিনি বলেন, 'যদি কোনো দেশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারির জন্য ইন্টারপোল সদর দপ্তরে আবেদন জানায়, তাকে ওই অভিযুক্তের অপরাধ বিষয়ক যাবতীয় কাগজপত্র, মামলার কপি ইত্যাদি সংগ্রহ করে ইন্টারপোলের কাছে দিতে হয়।' ইন্টারপোল সেই কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে যে তার বিরুদ্ধে কোনো নোটিশ জারি করা হবে কি হবে না। এ ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়া না হওয়া তাদের কাছে মুখ্য নয়। ইন্টারপোল কারো বিরুদ্ধে একবার রেড নোটিশ জারি করলে সেটি সংস্থাটির সদস্যভুক্ত ১৯৪টি দেশের কাছে পাঠানো হয়। মূলত ইন্টারপোলের এমন একটি ডাটাবেইস রয়েছে, যেখানে অপরাধীদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য যেমন- অপরাধীর ছবি বা স্কেচ, ক্রিমিনাল প্রোফাইল, ক্রিমিনাল রেকর্ড, চুরির রেকর্ড, চুরি যাওয়া পাসপোর্ট, যানবাহন এবং জালিয়াতির তথ্য ইত্যাদি পাওয়া যায়। দুর্নীতি, যুদ্ধাপরাধ, সন্ত্রাসবাদ, মানবপাচার, অস্ত্রপাচার, মাদক পাচার, সাইবার ক্রাইম, মানি লন্ডারিং, শিশু সহিংসতাসহ ১৭ ক্যাটাগরির অপরাধ তদন্তে ইন্টারপোল তার সদস্য দেশগুলোকে সহায়তা দিয়ে থাকে।

রেড নোটিশ নাকি প্রত্যর্পণ চুক্তি? : ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে 'প্রত্যর্পণযোগ্য অপরাধের মামলায় অভিযুক্ত বা ফেরার আসামি ও বন্দিদের একে অপরের কাছে হস্তান্তরের জন্য একটি চুক্তি আছে ২০১৩ সাল থেকেই। চুক্তি অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তির নামে মামলা বা অভিযোগ দায়ের হয় বা তিনি দোষী সাব্যস্ত হন অথবা দেশের আদালত কর্তৃক প্রত্যর্পণযোগ্য অপরাধ করার জন্য তাকে ফেরত চাওয়া হয়, তাহলে তাকে ফেরত দেবে বাংলাদেশ ও ভারত। এই চুক্তিতে বলা হয়েছে যে অপরাধটি 'রাজনৈতিক প্রকৃতির' হলে যেকোনো দেশ প্রত্যর্পণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। তবে চুক্তি অনুযায়ী হত্যা, নরহত্যা বা অপরাধমূলক হত্যা, আক্রমণ, বিস্ফোরণের কারণ, জীবন বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক পদার্থ বা অস্ত্র তৈরি বা নিজের কাছে রাখাসহ বেশ কিছু অপরাধকে রাজনৈতিক বলার সুযোগ নেই। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তিটি ২০১৩ সালে করা হলেও ২০১৬ সালে মূল চুক্তিটি সংশোধন করা হয়। সংশোধনের সময় এমন একটি ধারা যুক্ত করা হয়েছিল, সেটি হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকে বেশ সহজ করে তুলেছিল। সংশোধিত চুক্তির ১০-এর (৩) ধারায় বলা হয়েছে, 'কোনও অভিযুক্তের হস্তান্তর চাওয়ার সময় অনুরোধকারী দেশকে সেই সব অভিযোগের পক্ষে কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করলেও চলবে। শুধু সংশ্লিষ্ট আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পেশ করলেই সেটিকে বৈধ অনুরোধ হিসেবে ধরা হবে।"

গত মাসেই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনাসহ ৪৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। শেখ হাসিনা ভারতে অবস্থান করছেন। এ অবস্থায় ভারতের সঙ্গে বন্দিবিনিময় চুক্তি থাকার পরও শেখ হাসিনাকে সেই চুক্তি অনুযায়ী না চেয়ে ইন্টারপোলের সহযোগিতা কেন চাওয়া হচ্ছে? এমন প্রশ্নে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'প্রত্যর্পণ চুক্তি অনেক বড় ব্যাপার। আর ইন্টারপোলের মাধ্যমে দ্রুত কাউকে ফেরত পাওয়া সম্ভব। শেখ হাসিনাকে ফেরানোর জন্য যত প্রক্রিয়া আছে সব প্রক্রিয়াই ফলো করবে সরকার।' তবে কূটনীতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় কোনো দেশ যদি কোনো আসামিকে ফেরত দিতে না চায়, তাহলে যেকোনো কারণ দেখিয়ে আবেদন নাকচ করে দিতে পারে। সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন কবির বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'মোটা দাগে বললে প্রত্যর্পণ চুক্তি বাস্তবায়ন করার বিষয়টি শুধু আইনি বিষয় নয়, রাজনৈতিকও বটে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বর্তমান সম্পর্কের জায়গা থেকে শেখ হাসিনাকে চুক্তি কিংবা ইন্টারপোলের মাধ্যমে ফেরত পাওয়ার বিষয়টি অনেকটা জটিল।'

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা

(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্‌শা আল্লাহ।

আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ

চলতি হিসাব নং-**5904802001546**

সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ

ফোন :**+8801711-628762** (বাংলাদেশ)

917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

মুজিবের 'আমি ও আমার' এবং ইন্দিরার 'আমরা ও আমাদের!'

(প্রথম পাতার পর)

সাক্ষাৎকারই আমি বহু আগে পাঠ করেছি। আগ্রহবশত আবারও নতুন করে পাঠ করলাম। দুই দেশের দু'জন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে 'আমি ও আমার' এবং 'আমরা ও আমাদের' শব্দ ব্যবহারে পার্থক্য আমাকে নতুন করে বিস্মিত করেছে। ডেভিড ফ্রস্টের নেয়া শেখ মুজিবের টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের ইংরেজি ট্রান্সক্রিপশন অনুযায়ী শব্দ সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার এবং ওরিয়ানা ফালাচির নেয়ার ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎকারের ইংরেজি ট্রান্সক্রিপশন অনুযায়ী শব্দ সংখ্যা প্রায় সাড়ে নয় হাজার। শেখ মুজিব তার সাক্ষাৎকারে সাড়ে তিনশ' বারের বেশি 'আমার জনগণ', 'আমার বাংলাদেশ', 'আমার দল', 'আমার নেতা', 'আমার কর্মী', 'আমার শ্রমিক', 'আমার ছাত্র', 'আমার পুলিশ', 'আমার সেনাবাহিনী', 'আমার শিল্প', 'আমার গুদাম', 'আমার জাতীয় পতাকা', 'আমার জাতীয় সঙ্গীত', 'আমি বই পড়েছি', 'আমি কারাগারে গেছি, 'আমি যা করেছি', 'আমি জনগণকে বলেছি', 'আমি তা হতে দিতে পারি না,' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'আমরা' ও 'আমাদের' শব্দ দুটির ব্যবহার হয়নি বললেই চলে।

ইন্দিরা গান্ধী তার দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে ১৬৪ বারের বারের মতো 'আমি ও আমার' ব্যবহার করেছেন তাকে করা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রশ্নের উত্তরে; যেমন, 'আমি ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেছি,' 'আমার ছেলে,' 'আমার বাবা', 'আমার মা' 'আমার বিয়ে', 'আমার স্বামী,' ইত্যাদি। কিন্তু দেশ, সরকার, দল, সেনাবাহিনী ইত্যাদি প্রসঙ্গে বরাবর বলেছেন, 'আমাদের দেশ,' 'আমাদের সরকার', 'আমাদের সেনাবাহিনী', 'আমাদের সিদ্ধান্ত' ইত্যাদি।

শেখ মুজিবের 'আমি ও আমার' শব্দ দুটির বহুল ও সদম্ভ প্রয়োগ করেছেন তার কন্যা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ ধরনের শব্দ প্রয়োগসহ অন্যান্য অপকর্মের পরিণতি দু:খজনক ছিল। বাংলাদেশ কোনো রাজবংশ বা জমিদার কর্তৃক শাসিত সাম্রাজ্য ছিল না। দেশের জনগণ কারও প্রজা ছিল না। দেশকে কেউ ব্যক্তি বা পারিবারিক সম্পত্তি এবং জনগণকে প্রজা বিবেচনা করলে তার পরিণতি কখনও শুভ হয় না।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 33

প্রবাসীরা দেশের বিমানবন্দরে অতিথির মতো সম্মান পাবেন

(প্রথম পাতার পর)

বিমানবন্দরে অভিবাসী কর্মীদের জন্য একটি ডেডিকেটেড লাউঞ্জ (প্রবাসী লাউঞ্জ) উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইন ও প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আপনাদের যে প্রাপ্য সম্মান, সেটি যেন জাতি দিতে পারে। সেই সম্মান দেওয়ার জন্য আজকের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রবাসী লাউঞ্জ উদ্বোধন করা হলো। আশা করি, আরও বহু রকমের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' ড. ইউনূস বলেন, 'যাতে করে আপনারা এখানে এসে মনে করতে পারেন যে, আপনারা শান্তিতে আছেন, বাড়িতে আছেন, সবাই আপনাদের দেখভাল করছে, আপনাদের সেবা-শুশ্রূষা করছে। অর্থাৎ আপনি এখানে মেহমানের মতো থাকবেন। সম্মান নিয়ে থাকবেন।'

তিনি বলেন, আপনার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এই প্রচেষ্টা। আজকে যেটা শুরু করলাম বহুভাবে একে কাজ লাগানো যাবে। প্রবাসীরা বিমানবন্দরে যথাযথ সম্মান ও সেবা পান না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আপনাদের দিয়ে তো দেশ চলে। আপনাদের তো মাথার ওপর রাখার কথা। অপরাধী করে রাখবে কেন? ভাবখানা এই যে, তোমরা নিজেদের টাকা রোজগার করতেছ, তোমাদের ব্যাপার! আমাদের কী তাতে?' প্রবাসীদের উপার্জিত অর্থ যথার্থভাবে দেশের কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে সরকারপ্রধান বলেন, 'প্রবাসীরা যেটা টাকা রোজগার করছে, সেটা তো বাংলাদেশেই আসছে, বাংলাদেশের জন্য তারা রোজগার করছে। প্রবাসীরা কষ্ট করে টাকা রোজগার করে আনছেন। আর এই কষ্টার্জিত টাকা আরেকজন বিদেশে পাচার করছে। এটা হলো আমাদের দুর্ভাগ্য। সেখান থেকে আমাদের ফিরে আসতে হবে, আমাদের দেশের টাকা যেন দেশে থাকে, দেশের কাজে লাগে।' প্রবাসী কর্মীদের দেশ গড়ার কারিগর অভিহিত করে ড. ইউনূস বলেন, 'আমাদের প্রবাসী কর্মীরা দেশ গড়ার কারিগর। জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে তারা বড় ভূমিকা পালন করেছে। আমরা তাদের কাছে সব সময় কৃতজ্ঞ। আমরা বিশ্বাস করি, এই লাউঞ্জ তাদের ভ্রমণকে সহজ করবে।' ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আমরা সরকারে আসার তিন মাসের মাথায় এসে প্রবাসীদের জন্য নতুন যাত্রা শুরু করতে পারলাম। প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা দুজনেই বিদেশে আসা-যাওয়ার পথে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। প্রবাসীদের জন্য সরকারের সেবা সহজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, প্রবাসীদের জন্য এখন ই-পাসপোর্ট দিতে হবে। ছাপা পাসপোর্ট দরকার নেই। পাসপোর্ট আপনার ফোনে চলে আসবে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। অফিসে যেন যেতে না হয়। তিনি বলেন, আমরা এখন আর সরকারি অফিসে যেতে চাই না। বাড়িতে যেন সেবা পৌঁছে দেওয়া যায়। উল্লেখ্য, হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে এটিই প্রথম প্রবাসী লাউঞ্জ। এখানে বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের বিশ্রামের জন্য জায়গা এবং সুলভমূল্যে খাবার পাওয়া যাবে। সুলভমূল্যে খাবার পরিবেশনের জন্য এতে ভর্তুকি দেবে সরকার। অধ্যাপক আসিফ নজরুল জানান, বিমানবন্দরে প্রবাসীদের দেখভাল এবং তাদের সহায়তা করার জন্য ১০০ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আইওএম এই কর্মীদের স্পন্সর করেছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত আইওএম মিশনের ডেপুটি চিফ ফাতিমা নুসরাত গাজালি জানান, জাতিসংঘ বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের সহায়তার জন্য লাউঞ্জটি স্পন্সর করেছে।

রাজউক উত্তরা অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্পে প্রবাসীদের আবেদন প্রক্রিয়া

(শেষ পাতার পর)

প্রকল্পের ফ্ল্যাটের জন্য নির্দিষ্ট ধাপগুলো অনুসরণ করে আবেদন করতে পারেন। এই প্রকল্পটি বিশেষভাবে মধ্যম আয়ের মানুষ ও প্রবাসীদের জন্য নকশা করা হয়েছে। নিচে গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো তুলে ধরা হলো:প্রকল্পের সম্পর্কে জানুন: রাজউক উত্তরা অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প মূলত প্রবাসী ও মধ্যম আয়ের মানুষদের জন্য। যোগ্যতা যাচাই: বৈধ বাংলাদেশি পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) এবং রেমিট্যান্সের রেকর্ড আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ: পাসপোর্ট কপি, এনআইডি, প্রবাসী আয়ের প্রমাণ (যেমন ব্যাংক রিসিট বা রেমিট্যান্স স্টেটমেন্ট);

অনলাইন আবেদন ফর্ম পূরণ: রাজউক এর ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন ফর্ম পূরণ ও জমা দিন।

আবেদন ফি প্রদান: রাজউক এর নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বা মোবাইল ব্যাংকিং মাধ্যমে আবেদন ফি প্রদান করতে হবে।আবেদনের স্থিতি ট্র্যাক করুন: রাজউক এর ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন প্রক্রিয়ার আপডেটগুলো নিয়মিত চেক করুন।ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রক্রিয়া: রাজউক একটি লটারি বা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফ্ল্যাট বরাদ্দ করে। নির্বাচিত হলে রাজউক থেকে যোগাযোগ করা হবে।

রাজউক এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট নিয়মিত ভিজিট করুন: রাজউক উত্তরা অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প। https://tinyurl.com/r426t4sm

রাজউক এর প্লট বা ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য কোন ধরনের অনৈতিক লেনদেন না করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে কানাডায় ঢুকতে পারেন হাজার হাজার অভিবাসী

বাংলাদেশ ডেস্ক : কাগজপত্রবিহীন লাখ লাখ অবৈধ অভিবাসীকে নিজ দেশে ফেরৎ পাঠানোর ঘোষণায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে কানাডায় প্রবেশ করতে পারেন হাজার হাজার অভিবাসী। এমন সম্ভাবনা থেকে দেশটির পুলিশ ইতিমধ্যে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ সার্জেন্ট চার্লেস পোয়োরিয়ার জানিয়েছেন, ট্রাম্প জিতলে কানাডায় অভিবাসীদের ঢল নামতে পারে– এমন আশঙ্কা থেকে গত কয়েকমাস আগে থেকেই তারা প্রস্তুতি নেয়া শুরু করেছেন। এখন ট্রাম্প যেহেতু নির্বাচিত হয়েছেন, তাই যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাজার হাজার অভিবাসীকে কানাডায় ঢুকতে দেখা যেতে পারে। পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেছেন, 'আমরা কয়েকমাস আগে জানতাম আমাদের একটি সম্ভাব্য ঘটনার প্রস্তুতি নিতে হবে। কারণ যদি ট্রাম্প ক্ষমতায় আসে, তাহলে অনেকে কানাডার দিকে আসবেন। তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। যার ফলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অভিবাসন প্রত্যাশী এবং অবৈধ অভিবাসীরা কিউবেক এবং কানাডায় দিকে নিয়ে আসতে পারে।' ২০১৭ সালে ট্রাম্প প্রথমবার যখন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন, তার কয়েকদিনের মধ্যেই কয়েক হাজার অভিবাসী প্রত্যাশী যুক্তরাষ্ট্র থেকে কানাডায় প্রবেশ করেছিলেন। এবারও এমনটিই দেখা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA
ENROLLED AGENT
Immigration Form Fill-up Service
Family Petition
Citizenship Application
Affidavit of Support
Green Card Renewal
Green Card Condition Removal
Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
e-file
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
পরামর্শের জন্য কোন ফি লাগে না
অভিজ্ঞ আমেরিকান এটর্ণী

কেবল মাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি।
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• মেডিক্যাল ম্যালপ্রাকটিস
Contact : MOHAMMED ALI
718-482-7766, 917-562-1368
The Law Offices of
SURDEZ & PEREZ, P.C
32-72 Steinway Street, Suite # 401
Astoria, NY 11103

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 34

সেলিম-আলী প্যানেলের বিজয় উৎসব

(৪৭ পাতার পর)

ইসলাম ও যুগ্ম আহ্বায়ক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ।

মোহাম্মদ রব মিয়া বলেন, সোসাইটি সভাপতি হিসেবে আমি সবার। নির্বাচনে যারা পরাজিত হয়েছেন তারাও আমার লোক, আর যারা বিজয়ী হয়েছেন তারাও আমার লোক। সবাইকে আমি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। তিনি বলেন, নির্বাচন শেষ সোসাইটি এখন আমাদের সবার। সোসাইটির যে কোনো প্রয়োজনে তিনি সবসময় এক সাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। নির্বাচিত সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম বলেন, আমরা দুই প্যানেল থেকে নির্বাচন করেছি। নির্বাচন শেষে এখন আমরা সবাই এক প্যানেলের। এখন আর সেলিম-আলী বা রুহুল-জাহিদ প্যানেল নয়, সবাই বাংলাদেশ সোসাইটির প্যানেল। তিনি কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠাসহ তার প্যানেলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেন এবং এজন্য সকল বাংলাদেশির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেন, সোসাইটির সম্মানিত ভোটাররা ভোট নিয়ে সেলিম-আলী প্যানেলের সকল প্রার্থীকে নির্বাচিত করে যে সম্মান দেখিয়েছেন তার জন্য আমরা সবার কাছেই কৃতজ্ঞ।শাহনেওয়াজ তার বক্তব্যে সেলিম-আলী প্যানেলেকে নির্বাচিত এবং বিজয় উৎসব অনুষ্ঠানটি সফল করায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।সবশেষে ছিলো নৈশভোজের পাশাপাশি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে জনপ্রিয় শিল্পী রানো নেওয়াজসহ প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই পর্ব পরিচালনায় ছিলেন সোসাইটির নবনির্বাচিত সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী অনিক রাজ।

মানিকগঞ্জ সমিতির বর্ণাঢ্য অভিষেক

(৪৭ পাতার পর)

সমন্বয়কারী লুৎফুর রহমানসহ অনেকে।

অভিষেক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী রানো নেওয়াজ, আবু সুফিয়ান, বিন্দু কনা, অনিক রাজ, সজল রায়। শিল্পীদের সুরের মুর্ছনায় বিমোহিত হন দর্শক শ্রোতা।

অভিষেক উপলক্ষে কাশফুল নামে একটি তথ্যবহুল স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

অভিষিক কর্মকর্তারা হলেন- সভাপতি মোহাম্মদ জিকরুল আমিন জুয়েল, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রাশেদ মিয়া, সিনিয়র সহ-সভাপতি নাজমা নাজনীন, সহ-সভাপতি যথাক্রমে মুক্তিযোদ্ধা আবু কায়সার চিশতী, সাদ্দাম হোসেন দেলোয়ার, মো. আবু সুফিয়ান, সদানন্দ হালদার, মুক্তিযোদ্ধা কুব্বাত বিশ্বাস, মো. মোকসেদুর রহমান, মো. আব্দুল আজিজ, মো. আমজাদ হোসেন, খন্দকার নূরুল ইসলাম বর্ণ, ইঞ্জিনিয়ার প্রকাশ রায়, নাসিরুল ইসলাম শাহীন, মো.চাতক হোসেন ও মো. লুৎফর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. টিপু সুলতান ও হাবিব শেখ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুর রহমান রঞ্জু, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শাহিনুর ইসলাম খান, অর্থ সম্পাদক মোঃ মোজাফফর হোসেন,যুগ্ম অর্থ সম্পাদক মোঃ রুবেল হোসেন, প্রচার সম্পাদক ইব্রাহিম খান বাঁধন, যুগ্ম প্রচার সম্পাদক ইমরান জিহাদী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সজল রায়, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাগর হোসেন, আইন সম্পাদক শাম্মী আক্তার, ক্রীড়া সম্পাদক সজীব আহমেদ, যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদক জসিম উদ্দিন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক লিপি আক্তার, যুগ্ম মহিলা বিষয়ক সম্পাদক পলাশী সাহা, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, দপ্তর সম্পাদক রেদওয়ান জুয়েল, সহ দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ দিদার হোসেন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক লিটন ঘোষ, সহ-সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মোঃ নাজমুল হক, ইসলাম ধর্মবিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দেওয়ান ওসমান গণি পলাশ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আল নোমান সুমন, সনাতন বিষয়ক সম্পাদক বাবুল সাহা, আপ্যায়ন সম্পাদক ফজলুর রহমান, যুগ্ম আপ্যায়ন সম্পাদক শাহীন রেজা, প্রবাসীকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মোমরেজ খান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক জাকির আহমেদ, গবেষণা সম্পাদক মীর সাইফ হোসেন, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, সাহিত্য সম্পাদক মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উন্নয়ন সম্পাদক রেজাউল করিম, ত্রাণ ও দুর্যোগ সম্পাদক হাবীব উল্লাহ খান তুরাণ, প্রধান সমন্বয়কারী লুৎফর রহমান, সমন্বয়কারী খন্দকার এফ করিম এবং সদস্য অ্যাডভোকেট সামিউল করিম আলমগীর, মুহা. রফিকুল ইসলাম, শাহিদুর রহমান ছানা, মোহাম্মদ আলী, ফাহিম রহমান, জাহাঙ্গীর আলম, কামরুল খান, আবুল খায়ের, আবু মো. ইমদাদুল হক রেজাউল করিম ও শাহীন আজাদ।

বাজারে এসেছে ‘থার্টি সিক্স ডেইজ অব জুলাই’

নিউইয়র্ক: ১৬ জুলাই যখন শেখ হাসিনার পুলিশ রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের মেধাবী ছাত্র আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা করে তখন থেকেই জুলাই অভ্যুত্থান আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮ তারিখে মুগ্ধকে হত্যা করার পর পৃথিবীর সকল প্রধান গণমাধ্যমে উঠে আসে বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সংবাদ। আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ঘটনা ঠিক সময়ের কালের প্রস্তরখণ্ডে খোদিত হয় না বলে তা হারিয়ে যায় অথবা ভুল বা বিকৃতভাবে রচিত হয়। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের এই মহিমান্বিত বিজয় ও আন্দোলনের সংবাদসমূহ, যা প্রতিফলিত হয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সেগুলো একত্রিত করে গ্রন্থবদ্ধ করার দায়িত্ব নিয়েছে নিয়ইয়র্কস্থ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন উনবাঙাল। গ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্ত সংবাদ নির্বাচন ও সম্পাদনা করেন এই সময়ের আলোচিত কবি ও পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল কাজী জহিরুল ইসলাম এবং উনবাঙালের সভাপতি মুক্তি জহির।

সম্পাদকদ্বয় ৩৬ দিনের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা তুলে ধরেন গ্রন্থের শুরুতেই। এ-ছাড়া অধ্যাপক ড. মোস্তফা সরোয়ার, অনুবাদক প্রাবন্ধিক লিয়াকত খান ও রাজপথের সরব আন্দোলনকারী সানজিদা আনোয়ার চৌধুরীও গ্রন্থটিতে ভূমিকা-প্রবন্ধ লিখেছেন, যা এই গ্রন্থকে এক ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। সম্পাদকেরা সচেতনভাবেই বিতর্ক এড়াতে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে প্রকাশিত কোনো সংবাদ এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেননি। বইটি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা সংস্থা স্টুডেন্ট ওয়েজের পক্ষে মাশ-ফিক তন্ময়। দু'শো পৃষ্ঠার বইটি এখন রকমারি ডট কমসহ বাংলাদেশের সব বড়ো বইয়ের দোকানেই পাওয়া যাচ্ছে। ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের ওপর যারা ভবিষ্যতে গবেষণা করবেন তাদের জন্য এই গ্রন্থ একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে সহায়তা করবে।

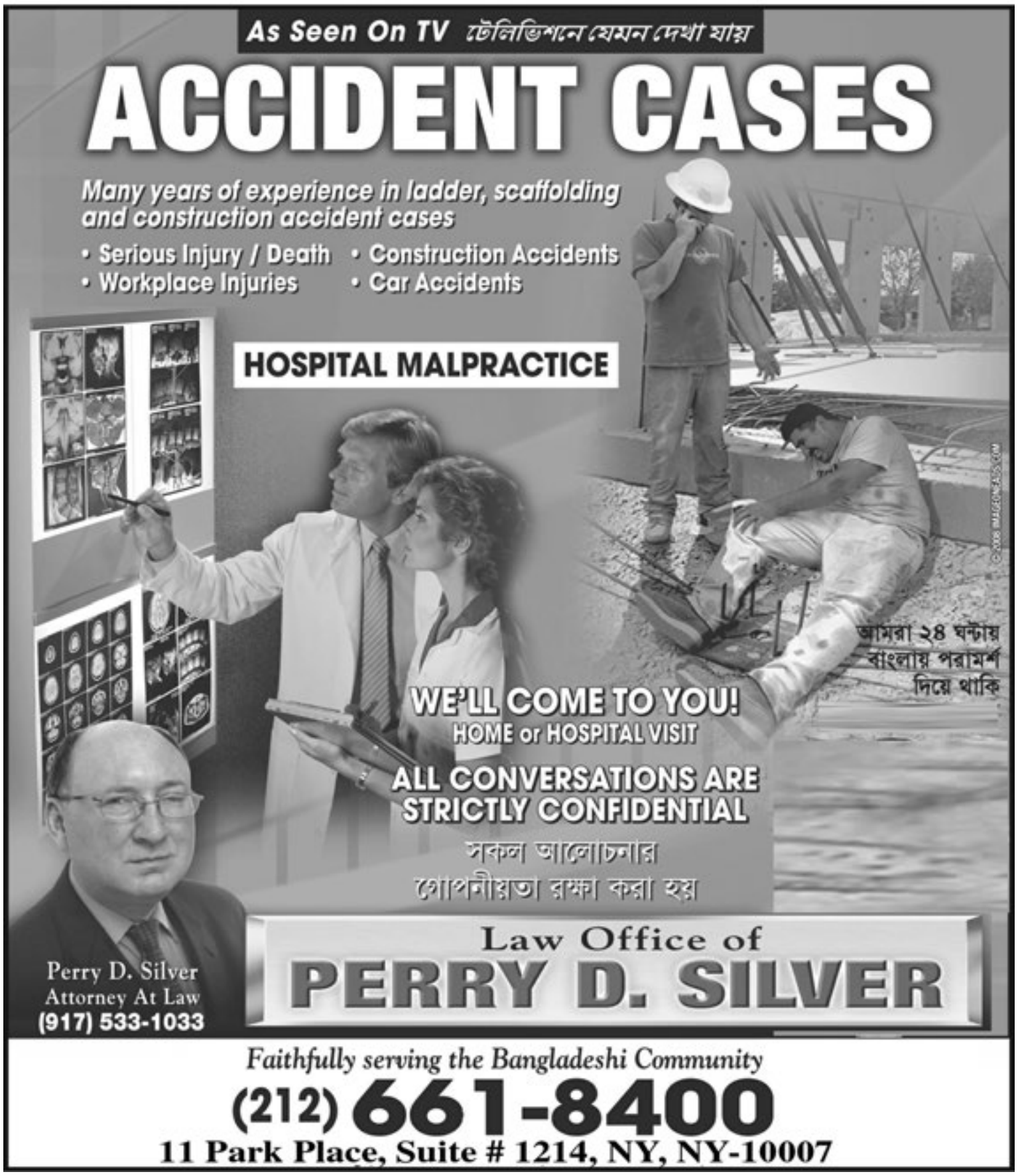

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

-

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 35

শেখ পরিবারের নামের সব পুরস্কার বাতিল হচ্ছে

(প্রথম পাতার পর)

সদস্যদের নামে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ছয়টি পুরস্কার চালু করা হয়। এসব পুরস্কারের কার্যক্রম এখন বন্ধ। এরই মধ্যে কিছু পুরস্কার বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কোনো কোনোটি বাতিল করার প্রক্রিয়া চলমান। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। তথ্যমতে, বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক, শেখ রাসেল পদক, বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার বাতিল বা নাম পরিবর্তন হচ্ছে। কর্মকর্তারা আরও জানান, গুরুত্ব বিবেচনায় দু-একটি পুরস্কার থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে নামের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যেতে পারে পুরস্কারের ধরন। এর আগে, শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের নামে নামকরণ করা বিভিন্ন সরকারি স্থাপনার নাম পরিবর্তন করেছে অর্ন্তবর্তী সরকার। আরও কিছু নাম পরিবর্তন করা হতে পারে।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার : কৃষিখাতে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার। সবশেষ ২০২২ সালের ১২ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪২৫ ও ১৪২৬ বঙ্গাব্দের বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার দেন। ওইদিন ১০টি ক্যাটাগরিতে মোট ৪৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। কৃষি ও কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল' গঠন করেন। পরে 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল' থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম বাদ দেওয়া হয়। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে 'জাতীয় কৃষি পুরস্কার তহবিল আইন' সংশোধন করে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার তহবিল আইন' করা হয়। একই সঙ্গে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬' প্রণয়ন করা হয়। এ পুরস্কার দিতে ১৩ সদস্যের ট্রাস্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন কৃষিমন্ত্রী। দশটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্তদের স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক দেওয়া হয়। এছাড়া বিজয়ীরা সনদ ও নগদ টাকা পান। স্বর্ণ পদকপ্রাপ্তরা এক লাখ টাকা, রৌপ্য পদকপ্রাপ্তরা ৫০ হাজার টাকা ও ব্রোঞ্জপ্রাপ্তরা ২৫ হাজার টাকা পান। ১৪২৭ ও ১৪২৮ বঙ্গাব্দের এ পুরস্কার দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছিল। তবে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর কার্যক্রম আর এগোয়নি বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, 'এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতি। যে আইনের ভিত্তিতে এ পুরস্কারটি দেওয়া হয় সেটি দেখতে হবে। তবে এ মুহূর্তে এটা নিয়ে কোনো কার্যক্রম নেই। পরবর্তীসময়ে এটা দেখে যাচাই-বাছাই করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতি। যে আইনের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার দেওয়া হয় সেটি দেখতে হবে। তবে এ মুহূর্তে এটা নিয়ে কোনো কার্যক্রম নেই। পরবর্তীসময়ে এটা দেখে যাচাই-বাছাই করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। নাম বদলে ভিন্ন কাঠামোতে এ পুরস্কারটি দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। তারা বলেন, কৃষিক্ষেত্রে অবদান রাখার স্বীকৃতির সুযোগ রাখতে হবে।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার : বঙ্গবন্ধুর নামে আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার। এজন্য চলতি বছরের ২০ মে মন্ত্রিসভা বৈঠকে একটি নীতিমালাও অনুমোদন দেওয়া হয়। এ পুরস্কারটিও বাতিলের জন্য মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তারা। ২০ মে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক শান্তি পদক নীতিমালা, ২০২৪' এর খসড়া অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় এ পুরস্কারটি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ পুরস্কারের বিষয়ে তখনকার মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের জানান, প্রতি দুই বছর এ পুরস্কার দেওয়া হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এক্ষেত্রে সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে। পুরস্কারের মূল্যমান এক লাখ ডলার ও ১৮ ক্যারেটের ৫০ গ্রাম ওজনের স্বর্ণপদক। সাধারণত প্রতি দুই বছরে দেশি বা বিদেশি একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার দেওয়া হবে। ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষণা করা হবে। ২৩ মে বা কাছাকাছি সময়ে পুরস্কার দেওয়া হবে। আগামী বছর (২০২৫) প্রথমবারের মতো এ পুরস্কার দেওয়া হবে বলেও জানায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এ পুরস্কারের বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মো. মাহমুদুল হোসাইন খান বলেন, 'মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর এটি আর এগোয়নি। এ পুরস্কারের বিষয়ে কোনো কার্যক্রম নেই। এটি উপদেষ্টা পরিষদের সভায় উত্থাপন করা হবে। সেখানে যা সিদ্ধান্ত হবে, সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক : ২০২২ সালে 'জনপ্রশাসন পদক' এর নাম বদলে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' করা হয়। এজন্য 'জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা ২০১৫ (২০১৬ সালে সংশোধিত)' বাতিল করে ২০২২ সালে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা, ২০২২' করে সরকার। ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদকের সংখ্যা ১২টি। পুরস্কার হিসেবে একটি স্বর্ণপদক (২১ ক্যারেট মানের ১৫ গ্রাম ওজনের) এবং রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম সংবলিত সম্মাননাপত্র দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত অবদানের জন্য দুই লাখ ও দলগত অবদানের জন্য পাঁচ লাখ টাকা বরাদ্দ। দলগত অবদানের ক্ষেত্রে দলের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা হবে পঁচজন। দলের প্রত্যেক সদস্যকে স্বর্ণপদক, সম্মাননাপত্র ও ক্রেস্ট দেওয়া হয়। প্রতি বছর ২৩ জুলাই জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবসের অনুষ্ঠান উদযাপনের অংশ হিসেবে এ পদক দেওয়া হয়। জনপ্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের সৃজনশীল ও গঠনমূলক কার্যক্রম উৎসাহিত করার মাধ্যমে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়নে উৎসাহিত করা ও সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অধিকতর গতিশীল করতে পুরস্কার থাকার দরকার রয়েছে। তাই এ পুরস্কারটি হয়তো থাকবে, তবে নাম পরিবর্তন হবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। এ বিষয়ে জানতে চাইলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ও প্রশিক্ষণ (সিপিটি) অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন বলেন, 'এ পুরস্কার নিয়ে এখন কোনো কার্যক্রম নেই। পরবর্তীসময়ে কী হবে, সে সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি।'

শেখ রাসেল পদক : প্রতি বছর ১৮ অক্টোবর পালন হতো শেখ রাসেল দিবস। ২০২২ সালে প্রতি বছর শেখ রাসেল পদক দিতে নীতিমালা করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। এরই মধ্যে শেখ রাসেল দিবস বাতিল করা হয়েছে। এই পুরস্কারটা আর থাকবে না। এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে এটা কীভাবে কোন ক্ষেত্রে কী নামে দেওয়া যায় সে বিষয়ে আমরা পরবর্তীসময়ে সিদ্ধান্ত নেবো। শেখ রাসেল পদক বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী শিশু-কিশোর এবং তাদের উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ-উদ্দীপনা জোগানো এবং স্বীকৃতি দিতে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেরা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে শেখ রাসেল পদক দেওয়া হতো। পুরস্কারপ্রাপ্তরা ২২ ক্যারেটের এক ভরি ওজনের স্বর্ণের পদক, সনদ ও উন্নতমানের ল্যাপটপ পেতেন।

এ পুরস্কারের বিষয়ে জানতে চাইলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী বলেন, 'এই পুরস্কারটা আর থাকবে না। এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে এটা কীভাবে কোন ক্ষেত্রে কী নামে দেওয়া যায় সে বিষয়ে আমরা পরবর্তীসময়ে সিদ্ধান্ত নেবো।'

বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় 'বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন' পুরস্কার দেয়। বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান এবং বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা, খ্যাতিমান গবেষক, বিজ্ঞানী, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী ব্যক্তি ও গণমাধ্যম কর্মী/ব্যক্তিত্ব ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। 'বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন' এর প্রতিটি শ্রেণিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দুই ভরি (২৩.৩২ গ্রাম) ওজনের স্বর্ণের বাজারমূল্যের সমপরিমাণ নগদ অর্থ ও ৫০ হাজার টাকার চেক এবং সনদ দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, আগামী বছর এ পুরস্কারের জন্য কোনো কার্যক্রম নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে এ পুরস্কারটি থাকবে না। তবে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার : 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার নীতিমালা, ২০২২' অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার' দেয়। বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির, হস্ত ও কারুশিল্প এবং হাইটেক শিল্পের সঙ্গে জড়িত শিল্প উদ্যোক্তা/শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার নগদ তিন লাখ টাকা, ২৫ গ্রাম স্বর্ণখচিত ক্রেস্ট ও একটি রেপ্লিকা। দ্বিতীয় পুরস্কার নগদ দুই লাখ টাকা, ২৫ গ্রাম স্বর্ণখচিত ক্রেস্ট ও একটি রেপ্লিকা এবং তৃতীয় পুরস্কার নগদ এক লাখ টাকা, ২৫ গ্রাম স্বর্ণখচিত ক্রেস্ট ও একটি রেপ্লিকা। এ পুরস্কারটিও বাতিল করা হচ্ছে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কারও বাতিল হচ্ছে বলে শিল্প মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার বাতিলের জন্য আমরা এরই মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে লিখেছি। সিআইপি প্রদান ছাড়া সব পুরস্কার বাতিলের জন্য আমরা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে লিখিত জানিয়েছি।' তিনি বলেন, 'আমাদের তিন-চার রকমের পুরস্কার রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের ব্যস্ততা বেড়ে গিয়েছিল। কর্মকর্তাদের পুরস্কারের নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে বছরের বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকতে হতো। তাই সিআইপি রেখে আপাতত অন্য সব পুরস্কার বাতিলের জন্য বলেছি। সেখানে জাতীয় পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত একটি উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে। এখন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ যে সিদ্ধান্ত দেবে সে অনুযায়ী আমরা কাজ করবো।'

বন্ধ হচ্ছে নিউইয়র্কের অভিবাসীদের 'খাদ্য ভাউচার'

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামসের প্রশাসন ঘোষণা শহরের অভিবাসী পরিবারগুলির জন্য খাদ্য ভাউচার সরবরাহ বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে। এই প্রোগ্রামটি শহরের হোটেলে আশ্রয় নেওয়া অভিবাসী পরিবারগুলোকে তাদের প্রয়োজনীয় খাবার ও দৈনন্দিন সামগ্রী কেনার জন্য প্রিপেইড ডেবিট কার্ড দিতো। তবে বছরের শেষ পর্যন্ত অভিবাসী পরিবারগুলোকে এই সুবিধা দেওয়া হবে এবং এরপর থেকে শহর কর্তৃপক্ষ তাদের কাছে সরাসরি খাবার পৌঁছে দেবে।

মেয়র অ্যাডামস এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা আশ্রয়প্রার্থী প্রোগ্রামের জন্য আরও কার্যকর ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি প্রয়োগের লক্ষ্যে কাজ করছি। গত দুই বছরে ২ লাখ ২২ হাজারেরও বেশি অভিবাসীকে সহায়তা প্রদান এবং আশ্রয় ব্যবস্থাপনায় প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করেছি।

মেয়র অ্যাডামস এবং নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে সাম্প্রতিক আলোচনার পর এমন সিদ্ধান্ত আসে। যেখানে তারা নিউইয়র্ক সিটির অবকাঠামো, জননিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। অ্যাডামস বলেন, নিউইয়র্ক সিটিকে এগিয়ে নিতে আমাদের অবশ্যই ফেডারেল প্রশাসনের সাথে যৌথভাবে কাজ করতে হবে।এই প্রোগ্রামটি চালুর পর থেকে প্রায় ২ হাজার ৬শ অভিবাসী পরিবারকে প্রায় ৩.২ মিলিয়ন ডলারের প্রিপেইড ডেবিট কার্ড সরবরাহ করা হয়েছে। চার সদস্যের একটি পরিবারকে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৩৫০ ডলার মূল্যের ভাউচার দেওয়া হয়। যা তাদের স্থানীয় বাজার থেকে খাবার কেনার সুযোগ করে দেয়।

দ্বিতীয়বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচনী প্রচারে অভিবাসনকে তার এজেন্ডার শীর্ষে রেখেছিলেন তিনি। দেশের দক্ষিণ সীমান্তে, তার ভাষায় 'নজিরবিহীন শৃঙ্খলা' আরোপ করার অঙ্গীকার করেছিলেন তিনি।নির্বাচনী প্রচারের সময় ট্রাম্প অঙ্গীকার করেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার প্রথম দিনেই তিনি দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অবৈধ অভিবাসী বহিষ্কার অভিযান শুরু করবেন। প্রচারের পুরো সময়জুড়ে ট্রাম্প অভিবাসনকে একটি সংকট হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি অবৈধ অভিবাসন এবং নতুন অভিবাসী আটকানোর লক্ষ্যে এক রাশ বিতর্কিত নীতি দ্রুত বাস্তবায়ন করার অঙ্গীকার করেছেন।

Law Offices of
Nasrin A Moznu
All Immigration Matters, Appeal & Waiver

Mohammed N Mujumder
Master of Laws (NY)
Chief Paralegal

আপিল এবং ওয়েভারসহ
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন
এসাইলাম ও
কনস্যুলার প্রসেসিং

এছাড়া সকল প্রকার দুর্ঘটনা, রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং ও বৈষম্যের (Discrimination) মামলায়ও কল দিতে পারেন। আমরা আপনাকে সঠিক আইনী নির্দেশনা দিতে পারি।

Nasrin A Moznu
Attorney at Law
New York

1222 white Plains Road, Bronx, NY 10472
Office Phone : 718-518-0470 (Office)
মি. মজুমদার : 917-597-6349
অ্যাটর্নি নাছরিন: 347-493-9906
E-mail: mujumderlaw@yahoo.com

ল' অফিস অব এটর্নি মোঃ গোলাম মোস্তফা

Our Services

- Personal Injury & Workers Compensation (Recovery over 3 million dollar)
- Car Accidents
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- Dental Mal Practice
- Immigration all kinds &
- Green Card via employment & Investments
- Real Estate & Business Closings
- Non payment or no over time payment
- Will, Trust and Estate Planning
- Bankruptcy, Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- All Civil Matters

"Prior results do not guarantee a similar outcome"

New York State Attorney
M. Mostofa, Esq
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

Queens: 148-45 Hillside Avenue, Suite 203, Jamaica NY-11435, Phone: 718-487-4873
Long Island : 405 Elm Dr, Roslyn, NY 11576
Ph# 917-285-6247
E-mail: abmostofa1@gmail.com

বাড়ি বিক্রয়ের সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত সাথী
সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রীর নিশ্চয়তা - দীর্ঘ বকেয়া মর্টগেজ / ফরক্লোজার মামলার বাড়ী বিক্রয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ

Attorney Realty Inc.
Regulated by Experienced Real Estate Attorney

REAL ESTATE SALESPERSONS

MOSHARRAF HOSSAIN
Cell: 347-307-1406

ADVOCATE MD NURUZZAMAN
Cell: 347-469-9268

ADVOCATE MOHAMMAD HASHEM
Cell: 646-552-2748

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 36

দুই উপদেষ্টা নিয়ে শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ

(প্রথম পাতার পর)

পূর্ববর্তী সময়ে তাদের বিতর্কিত কর্মকাণ্ড ঘিরে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এ উপদেষ্টাদের নিয়ে সন্তুষ্ট নন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ও আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরাও। ওই রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে তারা বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। তাছাড়া গত ১১ নভেম্বর বিকেলে একই দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ এ সময় বলেছেন, ধানমন্ডি ৩২-কে যারা কাফেলা মনে করে, তাদের উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন রবিবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনের দরবার হলে শপথ পড়ান নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত তিন উপদেষ্টাকে। তারা হলেন– ব্যবসায়ী সেখ বশির উদ্দিন, চলচ্চিত্র পরিচালক মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম। তাদের মধ্যে ফারুকী ও সেখ বশিরকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। গত ১০ নভেম্বর রাত থেকেই সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে নতুন উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর ঘনিষ্ঠতার নানা ছবি ও লেখা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হতে শুরু করে। ফারুকী বিভিন্ন সময় তার লেখায় ও ফেসবুক পোস্টে শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ও শেখ হাসিনার প্রশংসা করেছেন। শুধু তিনি নন, তার স্ত্রী অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশাও আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে বিভিন্ন সময় নানা সুবিধা গ্রহণ করেছেন। শেখ হাসিনার লেখা 'শেখ ফজিলাতুন নেছা-আমার মা' শিরোনামে লেখার প্রশংসা করে একটি রিভিউ পোস্ট করেছিলেন ফারুকী। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, 'ইতিহাস বেশির ভাগ সময় বিজয়ী এবং পুরুষের চোখেই লেখা হয়। শেখ হাসিনার এই লেখাটায় একটা ভিন্ন জানালা দিয়ে আমাদের ইতিহাসটাকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। খুবই ইন্টারেস্টিং পার্সপেক্টিভ। পড়তে পড়তে অনেক জায়গায় আমার নিজের মাকে দেখতে পেয়েছি, নানাকে দেখতে পেয়েছি, মায়ের সংগ্রাম দেখতে পেয়েছি, বাবাকে দেখতে পেয়েছি।'

এ ছাড়া ৭ আগস্ট নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পোস্টে উপদেষ্টা ফারুকী লিখেছিলেন, 'আমি মনে করি, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর একটা জরুরি কাজ হবে ৩২ নম্বরের বাড়ির সংস্কারকাজ শুরু করা। এই বাড়িকে আগের চেহারায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং এ বাড়ি সম্পর্কিত বিভিন্ন ছবি, স্মৃতিস্মারক যা যা পাওয়া যায় তা দিয়ে যাদুঘর আবার চালু করা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান প্রফেসর ইউনূসের উচিত হবে নিজেই বাড়িটা ভিজিট করা।'

সমালোচনা থেকে বাদ যাননি ব্যবসায়ী সেখ বশির উদ্দিনও। তিনি আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি আফিল উদ্দিনের ভাই হিসেবে শিক্ষার্থীদের কাছে সমালোচিত হয়েছেন। আফিল উদ্দিন ২০০৯ সাল থেকে টানা চারবার আওয়ামী লীগের এমপি হিসেবে জয়ী হয়েছেন। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গ তথা রংপুর ও রাজশাহীর ১৬ জেলা থেকে কোনো উপদেষ্টাদের নিয়োগ না দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন উত্তরবঙ্গের শিক্ষার্থীরা। শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সংবলিত দরবার হলে নতুন উপদেষ্টাদের শপথ পাঠ নিয়েও সমালোচনা শুরু হয়। যদিও পরে সেখানে থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি অপসারণ করা হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও সরব হন অনেকে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সারজিস আলম ফেসবুক স্ট্যাটাসে লেখেন, 'শুধু ১টা বিভাগ থেকে ১৩ জন উপদেষ্টা! অথচ উত্তরবঙ্গের রংপুর, রাজশাহী বিভাগের ১৬টা জেলা থেকে কোনো উপদেষ্টা নাই! তার ওপর খুন হাসিনার তেলবাজরাও উপদেষ্টা হচ্ছে!' সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসউদ বলেন, 'যে স্বপ্ন ধারণ করে হাজারো শহীদ জীবন বিলিয়ে দিয়েছে, তাদের দেওয়া আমাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে যে কারও বিরোধিতা করতে আমি দ্বিধা করব না, বরং এই বিরোধিতা ন্যায্য এবং দায়িত্বও বটে। স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রয়োজনে আরেকবার লড়াই হবে, জীবনবাজি রাখা হবে।' আব্দুল কাদের লেখেন, 'অথচ কথা ছিল, ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার পূর্ণ বিলোপ; কিন্তু কী হচ্ছে? কারা এসব করাচ্ছে? আপনাদের উদ্দেশ্য কী?' দ্বিতীয় বিপ্লবের কথা তুলে ধরে রিফাত রশিদ বলেন, 'সেকেন্ড রেভল্যুশন, নতুন সংবিধান, সেকেন্ড রিপাবলিক, বিপ্লবীদের নিয়ে গঠিত রাষ্ট্র...।' সমন্বয়ক রেজওয়ান আহমেদ রিফাত লেখেন, 'বিপ্লবী সরকার গঠনে বাধা দিচ্ছে কারা? ছাত্রদের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ এ বাধা কারা? আমরা জুলাই এর পক্ষে আবার লড়াই করতে প্রস্তুত।' এদিকে ছাত্র-জনতার অংশীদারত্বহীন সিদ্ধান্তে উপদেষ্টা নিয়োগের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'যুদ্ধ শুরু হলে রাজনীতিবিদরা অস্ত্র দেয়, ধনীরা রুটি দেয় আর গরিবরা তাদের ছেলেদের দেয়। যুদ্ধ শেষ হলে রাজনীতিবিদরা হাত মেলায়, ধনীরা রুটির দাম বাড়ায় কিন্তু গরিবরা তাদের ছেলেদের কবর খুঁজে।'

ধানমন্ডি ৩২-কে যারা কাফেলা মনে করে তাদের উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করে আহ্বায়ক হাসনাত বলেন, 'শিক্ষার্থীদের রক্তকে পুঁজি করে, শ্রমিকদের রক্তকে পুঁজি করে সাধারণ মানুষের রক্তকে পুঁজি করে আপনারা যদি ভেবে থাকেন যে আপনারা উপদেষ্টা হবেন, আপনারা পদ বাগিয়ে নেবেন তাহলে সেটি আপনারা ভুল ভাবছেন।' তিনি বলেন, 'আমরা জানতে চাই কাদের প্রেসক্রিপশনে এই আওয়ামী দোসরদের পুনর্বাসন হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের তাজা রক্ত রাস্তায় ঢেলে দিয়ে, শ্রমিকরা নিজেদের তাজা রক্ত রাস্তায় ঢেলে দিয়ে ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান সফল করেছে। কিন্তু আপনারা তাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, তাদের অংশীদারত্ব নিশ্চিত না করে কোন অদৃশ্য সিগন্যালে কাদের পুনর্বাসনের ম্যান্ডেট নিয়েছেন। শিক্ষার্থীরা আপনাদের প্রশ্নের ঊর্ধ্বে রেখে ছাড় দেবে না।' হাসনাত বলেন, 'শিক্ষার্থীদের সঙ্গে, শ্রমিক-জনতার সঙ্গে আপনারা মশকরা করা বন্ধ করেন। আপনারা বিপদে পড়বেন। আওয়ামী পুনর্বাসন হবে আর আপনারা বলবেন শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে আসবে এই দিন আর বেশি দিন থাকবে না।

শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তারে ইন্টারপোলে চিঠি

(প্রথম পাতার পর)

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য রেড অ্যালার্ট নোটিশ চেয়ে পুলিশের মহাপরিদর্শকের মাধ্যমে ইন্টারপোলকে চিঠি দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। গত ১২ নভেম্বর ট্রাইব্যুনালের প্রধান প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম এ তথ্য জানান। অন্তর্বর্তী সরকার বলেছে, ইন্টারপোলে রেড নোটিশ জারির মাধ্যমে শেখ হাসিনাসহ পলাতক সব আসামিকে ফেরত আনবে সরকার। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আসামিকে ফেরত দিতে না চাইলে কোনো দেশ যে কোনো কারণ দেখিয়ে আবেদন নাকচ করতে পারে। আর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বর্তমান সম্পর্কের জায়গা থেকে শেখ হাসিনাকে চুক্তির মাধ্যমে কিংবা ইন্টারপোলকে দিয়ে ফেরত পাওয়ার বিষয়টি অনেক জটিল। গত রবিবার অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেছেন, পলাতক ফ্যাসিস্ট চক্র পৃথিবীর যে দেশেই থাকুক, ইন্টারপোলের মাধ্যমে তাদের ধরে এনে বিচারের মুখোমুখি করা হবে। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলেন, বাংলাদেশ ও ভারত 'প্রত্যর্পণযোগ্য অপরাধের মামলা'য় আসামি ও বন্দিদের একে অপরের কাছে হস্তান্তরের জন্য ২০১৩ সালে একটি চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তির নামে মামলা বা অভিযোগ দায়ের হয় বা তিনি দোষী সাব্যস্ত হন অথবা দেশের

আদালত কর্তৃক প্রত্যর্পণযোগ্য অপরাধ করার জন্য তাকে ফেরত চাওয়া হয়, তাহলে তাকে ফেরত দেবে বাংলাদেশ ও ভারত। চুক্তিতে বলা আছে, অপরাধটি 'রাজনৈতিক প্রকৃতির' হলে যে কোনো দেশ প্রত্যর্পণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। তবে চুক্তি অনুযায়ী হত্যা, নরহত্যা বা অপরাধমূলক হত্যা, আক্রমণ, বিস্ফোরণের কারণ, জীবন বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক পদার্থ বা অস্ত্র তৈরি বা নিজের কাছে রাখাসহ বেশ কিছু অপরাধকে রাজনৈতিক বলার সুযোগ নেই। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও নরহত্যার মামলা হলেও শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনা কঠিন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মামলাকে তারা রাজনৈতিক হিসেবে আখ্যা দিয়ে ফেরত দেওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করতে পারে। চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন, 'তিনি (শেখ হাসিনা) যেহেতু মানবতাবিরোধী অপরাধ সংগঠনের অভিযোগে অভিযুক্ত, তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পেন্ডিং আছে। কিন্তু বাংলাদেশের জুরিসডিকশনের বাইরে তিনি চলে গেছেন। সে কারণে আন্তর্জাতিক পুলিশিং সংস্থা হিসেবে ইন্টারপোল যাতে তাকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা নেয় এবং তার ব্যাপারে অন্তত রেড অ্যালার্ট জারি করে, সেই ব্যাপারে আমরা অনুরোধ পাঠিয়েছি।' তাজুল আরও বলেন, 'গত রবিবার ইন্টারপোলের কাছে রেড নোটিশ পাঠানোর জন্য বা রেড অ্যালার্ট জারি করার জন্য অনুরোধ করেছি। সাবেক প্রধানমন্ত্রী মামলার আসামি। তিনি পলাতক আছেন। চিফ প্রসিকিউটর অফিস থেকে আমরা রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি ইন্টারপোল কাছে।' ভারতে অবস্থান করা শেখ হাসিনাকে বন্দি বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে না ফিরিয়ে ইন্টারপোলের কাছে সহযোগিতার চাওয়ার বিষয়ে তাজুল ইসলাম বলেন, প্রত্যর্পণ চুক্তি

অনেক বড় ব্যাপার। আর ইন্টারপোলের মাধ্যমে দ্রুত কাউকে ফেরত পাওয়া সম্ভব। শেখ হাসিনাকে ফেরানোর জন্য যত প্রক্রিয়া আছে সব প্রক্রিয়াই ফলো করবে সরকার। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনের চেষ্টায় 'গণহত্যার' দুই অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে গত ১৭ অক্টোবর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। আগামী ১৮ নভেম্বরের মধ্যে আসামিদের আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। পুলিশের সাবেক আইজি নূরুল হুদা বলেন, ইন্টারপোলে কাউকে রেড অ্যালার্ট দিলেই যে তাকে দেশে ফেরত আনা যাবে বিষয়টি একদমই তেমন নয়। ফেরত পাঠানোর বিষয়টা শুধু রেড নোটিশের মাধ্যমেই সম্ভব হয় না। সেটা সেই দেশের জুডিশিয়াল অথরিটিরও বিষয় রয়েছে। এ ছাড়া যার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, তাকে যে দেশে নেওয়া হবে সেই দেশের পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক কোনো কারণ আছে কিনা সেগুলোও বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। গত ৫ অগাস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে সেখানেই আছেন শেখ হাসিনা। তার সরকারের সেতুমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। অক্টোবরের শেষে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আসিফ নজরুল বলেছিলেন, 'শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। যখন রায় আসবে, ভারতের সঙ্গে প্রত্যর্পণ চুক্তির মাধ্যমে আমরা তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব। রায় হওয়ার আগে আমাদের এটা করার সুযোগ আছে বলে আমার মনে হয় না।' একাত্তরে যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুবনাল গঠন করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। এখন ছাত্র-জনতার আন্দোলনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সরকারের চালানো দমন পীড়নকে 'গণহত্যা' বিবেচনা করে এ আদালতে বিচারের উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। নতুন প্রসিকিউশন টিম ও তদন্ত সংস্থা গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। ট্রাইব্যুনালে পুনর্গঠন করে বিচারকও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ইন্টারপোলের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তিকে শনাক্ত এবং সাময়িকভাবে গ্রেপ্তারের জন্য অনুরোধ হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য রেড নোটিশ জারি করা হয়। এটি আন্তর্জাতিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নয়। ইন্টারপোল বিশ্বের সব দেশের পুলিশ ও অপরাধ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক। পুলিশবাহিনীর মতো মনে হলেও এটি কোনো পুলিশি সংস্থা নয়। এর প্রধান কাজ অপরাধীদের ধরতে পুলিশকে সহায়তা করা। অপরাধের পর এক দেশের নাগরিক অন্য দেশে পালিয়ে গেলে তাকে ধরতে ডাক পড়ে ইন্টারপোলের। এই প্ল্যাটফর্মে দুর্ধর্ষ মাফিয়া, খুনি, যুদ্ধাপরাধী কিংবা ফেরারি আসামিদের বিরুদ্ধে এক হয়ে কাজ করে বিশ্বের সব দেশের পুলিশ। অপরাধের তদন্ত থেকে শুরু করে ফরেন্সিক ডেটা বিশ্লেষণ, পলাতকদের খুঁজে বের করা, প্রতিটি ক্ষেত্রে সহায়তা করে সংস্থাটি। জঙ্গিবাদ, যুদ্ধাপরাধ, মাদক চোরাচালান, মানবপাচার, শিশু পর্নোগ্রাফি, দুর্নীতিসহ ১৭ ধরনের অপরাধ তদন্তে সদস্য দেশগুলোকে সহায়তা করে ইন্টারপোল।

আসামি ফেরাতে যেভাবে আবেদন করা হয় : সন্দেহভাজন ব্যক্তির যাবতীয় তথ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশকে আবেদন করতে হয় রেড নোটিশ জারির জন্য। রেড নোটিশ ছাড়াও সাত ধরনের হয়ে থাকে ইন্টারপোলের সমন। রেড নোটিশকে এই সংস্থাটির আন্তর্জাতিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানার সমতুল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই ব্যবস্থায় মুহূর্তের মধ্যে ১৯৬টি সদস্য রাষ্ট্রের পুলিশের কাছে চলে যায় অপরাধীদের অপরাধ, সর্বশেষ অবস্থান এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য। ইন্টারপোলের কাছে প্রত্যর্পণ, আত্মসমর্পণ বা অনুরূপ আইনি পদক্ষেপের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে এবং সাময়িকভাবে গ্রেপ্তার করার জন্য ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করে। তবে এই সংস্থা 'রাজনৈতিক, সেনা সম্পর্কিত, ধর্মীয় ও জাতিগত' বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে না। ১৯৭৬ সালে ইন্টারপোলের সদস্যপদ গ্রহণ করে বাংলাদেশ। অপরাধ করে বিদেশে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের নাম ইন্টারপোলে পাঠানো ও তদারকির দায়িত্ব পালন করে ঢাকার পুলিশ সদর দপ্তরের ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরো (এনসিবি)। গত ১২ নভেম্বর রাতে ইন্টারপোলের হালনাগাদ তালিকায় দেখা যায়- ১৯৬টি সদস্য দেশের ৬ হাজার ৬৬৮ জনের নাম ঝুলছে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ বোর্ডে। এর মধ্যে বাংলাদেশের আছেন ৬৪ জন। তাদের মধ্যে সর্বশেষ আরাভ খানকে ফিরিয়ে আনতে তোড়জোড় শুরু হয়। কিন্তু এখনও ফেরানো যায়নি তাকে। ফলে ইন্টারপোলের কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন আছে নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের। তবে বাংলাদেশেই বড় নজির আছে। রেড নোটিশ জারির পর ২০০৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ১৫ জনকে ফেরত আনা সম্ভব হয়েছে।

নিউইয়র্কে অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং ব্যয় কমেনি

(শেষ পাতার পর)

সিটিতে যেসব পরিবার বার্ষিক ৭০,০০০ ডলার আয় করে, তাদের পক্ষে সরকারি গাইডলাইন অনুযায়ী মাসিক ১,৭৫০ ডলার বাড়ি ভাড়া পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু সিটির ম্যানহাটান ও ব্রুকলিনে যারা তাদের ভাড়া নতুন লিজ চুক্তি করছে, তাদের বাড়ি ভাড়ার পরিমাণ বর্তমানে সরকারি গাইডলাইনের চেয়ে দ্বিগুনেরও বেশি। নিউইয়র্কের প্রায় ৫ লাখ পরিবার, যা মায়ামি সিটির পরিবার সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি, তারা তাদের আয়ের অর্ধেক বাড়ি ভাড়া পরিশোধে ব্যয় করে। নিউইয়র্ক সিটির মোট পরিবার সংখ্যার আনুমানিক এক চতুর্থাংশ পাবলিক হাউজিং অথবা হাউজিং ভাউচারের ওপর নির্ভর করে না।

সিটির এক জরিপ অনুযায়ী গত বছর সিটিতে ভাড়ার জন্য অ্যাপার্টসংখ্যা ছিল মাত্র ১.৪ শতাংশ। বহু পরিবার বেসমেন্টের হাজার হাজার অবৈধ অ্যাপার্টমেন্ট গাদাগাদি হয়ে বসবাস করছে, যেখানে আগুন লাগার ও জলমগ্ন হয়ে পড়া ঝুঁকি বিদ্যমান। নিচু ও মাঝারি আয়ের লোকজন, যাদের মধ্যে কলেজ গ্রাজুয়েটরাও আছে, তারা সিটির কোথাও দলবদ্ধভাবে বাস করে। কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারগুলো যারা আয়ের ক্ষেত্রে সচরাচর শ্বেতাঙ্গ পরিবারগুলোর চেয়ে কম। বাড়ির মালিকানার ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ বাড়ি মালিক সংখ্যা অনেক বেশি। অতএব, ভাড়া বৃদ্ধির কারণে বহু কৃষ্ণাঙ্গ পরিবার নিউইয়র্ক সিটির মায়া কাটিয়ে অন্য স্টেটে, যেখানে বাড়ি ভাড়া কম, সেখানে চলে যাচ্ছে। সিটির বেশকিছু জনপ্রিয় নেইবারহুডে কেবলমাত্র বিত্তবানরাই বসবাস করতে সক্ষম, যারা আয় বৈষম্যের কারণে সমাজে এক ধরণের বণ্যভিত্তিক বৈষম্য সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে মেট্রো এলাকায় দেশের বর্ণবৈষম্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বৈষম্য রয়েছে বলে রিপোর্টে বলা হয়েছে।

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 37

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এবার আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা

বাংলাদেশ ডেস্ক : মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে এবার নেদারল্যান্ডসের হেগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন তিন ব্রিটিশ আইনজীবী। আন্তর্জাতিক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির মাধ্যমে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে মনে করেন তারা।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক ব্যারিস্টার মো. আশরাফুল আরেফিনসহ তিন ব্রিটিশ আইনজীবী গত জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনা ছাড়াও সাবেক মন্ত্রী এবং প্রভাবশালী কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার অভিযোগে মামলাটি দায়ের করেন।

আইনজীবী মো. আশরাফুল আরেফিন বলেন, 'শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমন করতে তৎকালীন সরকার নির্বিচারে গুলি, রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড এবং প্রাণঘাতী অস্ত্র, যেমন - বার্ডশট পেলেট এবং তাজা গুলি ব্যবহার করেন।'

তিনি আরও বলেন, প্রমাণ মুছে ফেলার জন্য ডেড বডি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, মানুষকে গণকবর দেয়া হয়েছে। এর সবই আন্তর্জাতিক আইনে মানবতাবিরোধী অপরাধ।

ব্যারিস্টার আরেফিন বলেন, মামলায় ভুক্তভোগীদের ওপর সংঘটিত সহিংসতা, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন এবং ব্যাপক নিপীড়নের দলিলসহ ব্যাপক প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে সাক্ষী, ভিডিও প্রমাণ এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য রয়েছে। এছাড়া, নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করারও আবেদন করা হয়েছে।

লন্ডনে এ সংক্রান্ত এক সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে এক নৃশংস ইতিহাসের সাক্ষী হয়েছিল বাংলাদেশ।

আন্তর্জাতিকভাবে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলে শেখ হাসিনার বিচারের বিষয়ে ভারত বিশ্ব সম্প্রদায়কে সহযোগিতায় বাধ্য হবে বলেও মনে করেন তারা।

আইসিসির রোম সংবিধির ১৫ অনুচ্ছেদের অধীনে মামলাটি করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এ সংবিধির আওতায় মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার বিচার এবং আইনি সহায়তা দেয়া হয়।

আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা
জ্যামাইকার কুইন্স বুলেবার্ডে বাংলাদেশী মালিকানাধীন
KEY STAR AUTO LLC
ইউএন অটো ও সিলেট মটরস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
★ AUTO REPAIR ★ AUTO BODY
Foreign & Domestic
* Wheel Alignment * NYS Inspection
* All Insurance Work for all kinds of Auto Repair & Body Work
অভিজ্ঞ মেকানিকস দ্বারা পরিচালিত উন্নত সেবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
অত্যন্ত যত্ন সহকারে আধুনিক উপায়ে গাড়ীর বডি মেরামত করি
★ সবধরনের গাড়ী এবং ইন্স্যুরেন্সের কাজ করে থাকি
★ সার্ভিস এন্ড পার্টস ওয়ারেন্টি
★ সম্পূর্ণ কম্পিউটারাজড মেশিনারিজ
★ বিশালকায় গ্যারেজ, পার্কিং সুবিধা
★ কাষ্টমারদের জন্য রয়েছে ওয়েটিং রুম ও নামাজের পৃথক ব্যবস্থা
★ আমরা সার্ভিস ও পার্টসের ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে থাকি
we Accepet all Major Credit Cards
OPEN Monday to Saturda
Tel: 718-739-4030
Sham-917-686-2870
Munna-917-749-5483
139-31 Queens Blvd. Jamaica, NY 11435

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 38

৬ হাজার অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার আড়াই হাজার : সেনাবাহিনী

ঢাকা : আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর (৫ আগস্টের পর) দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এখন পর্যন্ত সেনাবাহিনী ছয় হাজারের বেশি অবৈধ অস্ত্র ও প্রায় দুই লাখ গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। পাশাপাশি অস্ত্র-গোলাবারুদ সংশ্লিষ্ট আড়াই হাজারের বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১৩ নভেম্বর (বুধবার) ঢাকা সেনানিবাসের অফিসার্স মেস-এ-তে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান সেনাসদরের মিলিটারি অপারেশনস ডাইরেক্টরেটের কর্নেল স্টাফ ইন্তেখাব হায়দার খান। ইন্তেখাব হায়দার খান বলেন, এই প্রেস ব্রিফিংয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা। এই মুহূর্তে দেশের ৬২টি জেলায় সেনাসদস্যরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অন্তর্বর্তী সরকার, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন, বিভিন্ন সংস্থা, গণমাধ্যম ও স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিরাজমান অবস্থায় দেশের পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহায়তায় সেনাবাহিনী নিয়োজিত রয়েছে বলে জানান সেনা কর্মকর্তা ইন্তেখাব হায়দার খান। তিনি বলেন, এই দায়িত্ব পালনে সেনাবাহিনী জনগণের জানমাল, রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা (কেপিআই) ও সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলোকে রক্ষা করার কাজ করছে। পাশাপাশি সেনাবাহিনীর সদস্যরা যেসব দায়িত্ব পালন করছেন, তা হলো পুলিশ বাহিনীকে পুনরায় কার্যক্ষম হতে সহায়তা করা; আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন ও জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা; বিদেশি কূটনীতিক ও দূতাবাসগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; শিল্পাঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও কারখানাগুলোকে সচল রাখতে সহায়তা করা; বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে অরাজকতা ও ভাঙচুর প্রতিরোধ করা; জনগণের ভোগান্তি এড়াতে এবং দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে মূল সড়কগুলোকে বাঁধামুক্ত রাখা; বিভিন্ন স্থান থেকে

বেহাত ও লুট হওয়া অস্ত্রসহ সব অবৈধ অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার করা; সার্বিকভাবে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যাতে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে, সে জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা।

অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের গ্রেপ্তারের পাশাপাশি দেশের শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা রোধে সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে উল্লেখ করেন ইন্তেখাব হায়দার খান। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে ছয় শর অধিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে সেনাবাহিনী। কারখানাগুলোকে চালু রাখতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিজিএমইএসহ সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলে বর্তমানে দেশের ২ হাজর ৮৯টি গার্মেন্টস কারখানার মধ্যে প্রায় সব কটিই এই মুহূর্তে চালু রয়েছে। পাশাপাশি সাত শর বেশি বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে সেনাবাহিনী, যার মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত ঘটনা ছিল ১৪১টি, সরকারি সংস্থা বা অফিসসংক্রান্ত ৮৬টি, রাজনৈতিক কোন্দল ৯৮টি এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ৩৮৮টি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময়মতো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অনেক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ও বহু মানুষের জানমালের ক্ষতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। বিদেশি কূটনীতিক ও দূতাবাসগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কূটনৈতিক এলাকায় স্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। সার্বক্ষণিক সেনা টহলের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। অবৈধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার, মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার, বিভিন্ন অপরাধী ও নাশকতামূলক কাজের ইন্ধনদাতা ও পরিকল্পনাকারীদের গ্রেপ্তার কার্যক্রমে সেনাবাহিনী সক্রিয় রয়েছে বলে উল্লেখ করেন ইন্তেখাব হায়দার খান। তিনি বলেন, যৌথ অভিযানে ৭০০ জনের বেশি মাদক ব্যবসায়ী অথবা মাদকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ ইয়াবা, ফেনসিডিল, মদ, গাঁজাসহ অন্যান্য অবৈধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে গত ১৭ সেপ্টেম্বর সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাপ্টেন ও তদূর্ধ্ব পদবির অফিসারদের সরকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেয় বলে উল্লেখ করেন ইন্তেখাব হায়দার খান। তিনি বলেন, এই বিশেষ ক্ষমতার কার্যকর প্রয়োগের কারণে ইতিমধ্যে বেশ কিছু সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিউন্নয়েমন চিহ্নিত অপরাধীদের গ্রেপ্তার, শিল্পাঞ্চলের বিশৃঙ্খলা, রাস্তা অবরোধ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। এসব দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সেনাবাহিনী অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজ চলাকালে উভয় দলের খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও ভেন্যুর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। দেশের বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে, সে জন্য দেশব্যাপী নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন ইন্তেখাব হায়দার খান। তিনি বলেন, এ সময় সারা দেশে অতিরিক্ত ১৩৩টি সেনা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। ১০ হাজারের বেশি অতিরিক্ত সেনাসদস্য মোতায়েন করা হয়। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কোনো উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনা ছাড়াই পূজা উৎসব সম্পন্ন হয়। একইভাবে বৌদ্ধদের দেশব্যাপী প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবরদান উৎসব যেন নিরাপদে পালিত হতে পারে, সে জন্য সেনাবাহিনী অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধ সংগঠন ও ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করছে। পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও সাম্প্রদায়িক সংঘাত এড়াতে এবং কক্সবাজার জেলায় এফডিএমএন ক্যাম্প এলাকায় সার্বিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে সেনাবাহিনী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময়ে যাঁরা আহত হয়েছেন, সেনাবাহিনী তাঁদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে বলে উল্লেখ করেন সেনা কর্মকর্তা ইন্তেখাব হায়দার খান। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ৩ হাজার ২৯৫ জনকে দেশের বিভিন্ন সিএমএইচে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৩ জন এখনো চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

'বিচারবহির্ভূত হত্যা প্রতিরোধে সর্বোচ্চ চেষ্টা' : প্রেস ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ইন্তেখাব হায়দার খান বলেন, মানবাধিকার লঙ্ঘন বা বিচারবহির্ভূত হত্যা প্রতিরোধের ব্যাপারে সেনাবাহিনী অত্যন্ত সচেতন। এটার ব্যাপারে তাঁদের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের নির্দিষ্ট আদেশ রয়েছে, যেকোনো ধরনের পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী যেন বিচারবহির্ভূত হত্যা সংঘটিত হতে না দেয়। তাঁদের সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে এটা প্রতিরোধ করার। তাঁদের সর্বোচ্চ চেষ্টা রয়েছে, যাতে করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো ঘটনা তাঁরা ঘটতে না দেন। এর আগে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল, সেখানে বলা হয়, ধর্ম অবমাননার জন্য একজনকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভিডিওতে সেনা সদস্যরা একজন ব্যক্তিকে চোখে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন, মারধর করছেনড়এমন দৃশ্য দেখা গেছে। সেই ভিডিওটি কী আপনার দেখেছেন?ড়এক সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে ইন্তেখাব হায়দার খান বলেন, 'পরিস্থিতির প্রয়োজনে অনেক কিছু করতে হয়। বাট (কিন্তু) এটা সেনাবাহিনীর টার্গেট (লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে) করে কাউকে মেরেছে, এমন কোনো ঘটনা হয়নি।'

হাসিনার ট্রাভেল ডকুমেন্টে কী লিখেছে ভারত

(প্রথম পাতার পর)

লৌহ মানবী হাসিনা বহুবার অঙ্গীকার করেছিলেন দেশ ছেড়ে না পালানোর। কিন্তু তিনি তার অঙ্গীকার রাখতে পারেননি। পাঁচ আগষ্টের গণঅভ্যুত্থান নির্ধারণ করেছে তার ভাগ্য। হাসিনার জীবন নাটকের শেষ অধ্যায়টা ছিলো নির্মম ও পরিহাসপূর্ণ। গণভবনের টেবিলে তার জন্য মধ্যাহ্ন ভোজের বাড়া ভাত দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেছে অভ্যুত্থানকারীদের কেউ কেউ। দেশে দেশে অত্যাচারী শাসকরা এভাবেই পালিয়েছে জনরোষ থেকে প্রাণ বাঁচাতে। পরবর্তীতে বিদেশের মাটিতে জীবনাবসান ঘটেছে তাদের অনেকের। ইরানের ফ্যাসিস্ট শাসক শাহ রেজা পাহলভী মিশরের কায়রোতে ১৯৮০ সালে মারা যান নির্বাসিত অবস্থায়। অন্তিম ইচ্ছা সত্বেও তাকে ইরানের মাটিতে কবরের অনুমতি দেওয়া হয়নি। মৃত্যুকালে শাহ হাসপাতালের বিছানার নীচে নিজ জন্মভূমির এক বস্তা মাটি রেখেছিলেন সযত্নে। সেই মাটিই ছিটিয়ে দেয়া হয় তার কবরের উপর। হাসিনা অবশ্য সহি সালামতে আছেন ভারতে। যদিও তিনি চট করে দেশে ফেরার আওয়াজ দিচ্ছেন থেকে থেকে।

বাংলাদেশ সরকার হাসিনা এবং তার মন্ত্রী, এমপি ও পরিবারের সদস্যদের নামে ইস্যুকৃত ৫৬৯ পাসপোর্ট বাতিল করেছে ১৪ সেপ্টেম্বর। বিশেষ প্রাধিকারভুক্ত লাল পাসপোর্ট বাতিলের পর বেকায়দায় পড়েন হাসিনা। পালানোর পর পরই ভারতের বাইরে অন্য কয়েকটি দেশে আশ্রয় প্রার্থনা করে ব্যর্থ হন তিনি। ভারত হাসিনার রাজনৈতিক আশ্রয়ের বিষয়টি নিশ্চিত না করলেও ট্রাভেল ডকুমেন্ট ইস্যু করেছে তার জন্য। গত ৯ অক্টোবর ইস্যুকৃত এই ডকুমেন্টের মাধ্যমে তিনি সুযোগ পাবেন বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের। ট্রাভেল ডকুমেন্ট এক ধরণের বিশেষ পরিচয়পত্র। নিজ মাতৃভূমির পাসপোর্ট পেতে ব্যর্থ ব্যক্তিবর্গ সাধারণত পেয়ে থাকে ট্রাভেল ডকুমেন্ট। ১৯৫৪ সালে এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো প্রদান করতে পারে এই ডকুমেন্ট। ভারত দালাই লামা সহ কয়েক লাখ তিব্বতী শরণার্থীকে এই ট্রাভেল ডকুমেন্ট দিয়ে আসছে। দেশটির ম্যাকলিয়টগঞ্জসহ বিভিন্ন স্থানে শরনার্থীদের জন্য রয়েছে এই ব্যবস্থা। দীর্ঘ তিনমাসেও হাসিনার ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ের বিষয়টি নিশ্চিত হয়নি। এদিকে সহসাই তাকে ফিরিয়ে এনে আন্তর্জাতিক মানবতাবিরোধী অপরাধ আদালতে দাঁড় করানোর জন্য ইন্টারপোলে রেড এলার্ট জারি করেছে বাংলাদেশ সরকার।

হাসিনার নির্দেশে যেখানে সাধারণ পাসপোর্ট মুর্হুতেই পরিণত হত অসাধারণ কূটনৈতিক ও দাপ্তরিক পাসপোর্টে। সবুজ জমিনের পাসপোর্ট ধারণ করতো লালবর্ণ। অতিশয় ক্ষমতাধর সেই হাসিনা এখন বহন করছেন ট্রাভেল ডকুমেন্ট নামে ভারতের দেয়া পীতবর্ণের একটি বুকলেট। নিজ দেশ, জাতীয়তা ও পরিচয় প্রত্যায়িত করে যে পাসপোর্ট হাসিনা তা থেকে বঞ্চিত। পাসপোর্ট ছাড়া স্বাভাবিকভাবে কোন সুযোগ নেই বিদেশ ভ্রমণের। ইতিহাসে অত্যন্ত জরুরী এই পাসপোর্টের প্রমাণ মেলে ৪৫০ খ্রীস্টাব্দে হিব্রু বাইবেলে। মধ্যযুগীয় ইসলামী খেলাফতের সময় শুল্ক প্রদানের রশীদ ছিলো একধরণের পাসপোর্ট। বিশ্বের শতাধিক দেশ এখন ডিজিটাল পাসপোর্ট প্রদান করছে নাগরিকদেরকে। মৃত ব্যক্তির কোন পাসপোর্টের প্রয়োজন পড়ে না এক দেশ থেকে অন্য দেশে বহন করতে। ডেথ সার্টিফিকেট ও সংশ্লিষ্ট দেশের কনসুলার প্রমাণপত্রই যথেষ্ট। কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটে ফেরাউন দ্বিতীয় র‍্যামেসেস এর মৃতদেহ মিশর থেকে ফ্রান্সে নিতে। কে না জানে ইতিহাসের অত্যাচারী, ঘৃণিত, ফ্যাসিস্ট ফেরাউন শাসকদের কথা। খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৫০ থেকে ১২৯৮ সাল পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর মিশর শাসন করেছে ফেরাউন রাজবংশ। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ২৭টি সুরার ৭৫টি স্থানে উল্লেখ্য করেছেন ফেরাউন সম্পর্কে। নিজেদেরকে দেবতা দাবিকারী ফেরাউনদের কথা উল্লেখ আছে পবিত্র কোরআনের সুরা ইউনুসের ৯২ আয়াতে। হযরত মুসা (আঃ) ও তার বংশধরদের উপর ফেরাউনের নির্মম অত্যাচারের বয়ান আছে তাতে। পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনাও উল্লেখিত হয়েছে পবিত্র কোরআনে। আর মৃত্যুর পরও ফেরাউন র‍্যামেসেস শরীর অক্ষত রাখা হবে পরবর্তী সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে। এমনি একজন ফেরাউন শাসক ছিলেন দ্বিতীয় র‍্যামেসেস। লোহিত সাগরের পানিতে ডুবে মৃত্যু হয় তার।

প্রায় তিন হাজার বছর পর ১৮৮১ সালে মিশরে আবিষ্কৃত হয় ফেরাউন র‍্যামেসেসের মৃতদেহ। পরে মমি করে রাখা হয় কায়রোর জাদুঘরে। ১৯৭৫ সালে ফরাসী চিকিৎসক মরিস বুকাইলি মমিটি দেখেন। র‍্যামেসেসের মমি ব্যাকটেরিয়া আক্রান্ত হতে পারে এমন আশংকা করেন ডাঃ বুকাইলি। মিশর সরকার সিদ্ধান্ত নেয় মমিটি পরীক্ষার জন্য ফ্রান্সে পাঠানোর। বিশ্বের কোন দেশেই মৃতদেহ বহন করতে প্রয়োজন হয় না পাসপোর্ট। কুটনৈতিক ভাষায় বলা হয়ে থাকে 'ডেড বডি ইজ নো-বডি।' কিন্তু ব্যতিক্রম হলো ফ্রান্স। দেশটিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে জীবিত বা মৃত সবার জন্যই প্রয়োজন একটি পাসপোর্ট। মিশর সরকার ফেরাউন র‍্যামেসেসের জন্যও একটি পাসপোর্ট ইস্যু করে। 'রাজা' হিসেবে পাসপোর্টে উল্লেখ্য করা হয় তার পেশা। ১৯৭৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ফেরাউনের মমি ফরাসি সামরিক বিমানে পৌছায় লো-বোর্গেট বিমান বন্দরে। ফরাসি ফরেন সেক্রেটারী এলিস সটার সেইট সেখানে স্বাগত জানান ফেরাউনকে। পরদিন ২৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক টাইমস সহ বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয় সংবাদটি। পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর মমিটি ফিরিয়ে আনা হয় মিশরে। কায়রোর গ্র্যান্ড ইজিপশিয়ান মিউজিয়ামের রয়্যাল মমি চেম্বারে প্রদর্শিত হচ্ছে মমিটি। ফেরাউন রামসিসের পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে। এবিষয়টি ডা: বুকাইলিকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলামের ওপর গবেষণা করার পর তিনি রচনা করেন তার বিখ্যাত গ্রন্থাদি 'দ্য কোরআন এণ্ড মডার্ন সায়েন্স,' 'দ্য বাইবেল, দ্য কোরআন এন্ড সায়েন্স,' 'মামিস অফ দ্য ফারাওস – মডার্ন মেডিকেল ইনভেস্টিগেশনস,' বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

ইতিহাসে মৃত ফেরাউন পাসপোর্ট পেলেও জীবিত হাসিনা বসে আছেন ভিনদেশী ট্রাভেল ডকুমেন্ট হাতে। বিশ্বের কোন দেশই স্বাগত জানাচ্ছে না পতিত এই ফ্যাসিস্টকে। ফেরাউনের পাসপোর্টে 'রাজা' শব্দটি উল্লেখ্য করা হয় পেশা হিসেবে। ভারত হাসিনার ট্রাভেল ডকুমেন্টে তাকে কি বলে উল্লেখ করেছে জানা যায়নি। তবে বাংলাদেশের সতের কোটি মানুষের কাছে হাসিনা একজন নির্মম, নিষ্ঠুর, ফ্যাসিস্ট শাসক হিসেবেই পরিচিত হয়ে থাকবে অনাদিকাল জুড়ে। পচাত্তুরের পনর আগষ্ট অভ্যুত্থানে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় হাসিনার পিতা শেখ মুজিবের। এই মৃত্যুতে আওয়ামী লীগ নেতা তৎকালীন স্পিকার মালিক উকিল লন্ডনে এক সাক্ষাতকারে মুজিবকে ফেরাউন বলে মন্তব্য করেন। ফেরাউনদের মৃত্যু নেই। তারা অবিনশ্বর। যুগে যুগে ফেরাউনরা ফিরে আসে বিভিন্ন দেশে, ভিন্ন নামে ও ভিন্ন বেশে।

ওবায়দুল কাদের ভারতের মেঘালয়ে

(প্রথম পাতার পর)

নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। পালিয়ে গিয়ে দেশটিতে আশ্রয় নেওয়া আওয়ামী লীগের একাধিক কেন্দ্রীয় নেতাও বলেন, ওবায়দুল কাদের মেঘালয়ে আছেন। কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হওয়া আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলেও তিন মাসের বেশি সময় দেশের নানা জায়গায় পালিয়ে থাকতে হয়েছে ওবায়দুল কাদেরকে। এদিকে, এ মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে কাদেরকে আটকের অভিযান চালিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ক্ষমতাচ্যুতির পর দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় হত্যা মামলাসহ প্রায় দুই শতাধিক মামলায় আসামি করা হয়েছে তাকে। ওবায়দুল কাদেরকে আটকের চেষ্টায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। কিন্তু কাদেরকে আটকের অভিযান ব্যর্থ হয়। চট্টগ্রামে অভিযান চালিয়ে ওবায়দুল কাদেরের স্ত্রীর ভাইকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করে পরে তাকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে। ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে আটক হয়েছেন তার ব্যক্তিগত সহকারী।

গত ৫ আগস্ট আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয় আওয়ামী লীগ। এরপর আত্মগোপনে চলে যায় দলটির সকল কেন্দ্রীয় নেতা, সংসদ সদস্য (এমপি) ও মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আত্মগোপনে থাকা বেশিরভাগই ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে যেতে সক্ষম হয়েছেন। খুবই অল্প সংখ্যক নেতা দেশে রয়েছেন। গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতা দেশ ছেড়েছেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে। ৫ আগস্ট ক্ষমতা ছাড়ার পাশাপাশি দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর থেকে দলের অসংখ্য নেতা বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারত চলে যান। বেশ কয়েকজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতারা ভারত হয়ে ইউরোপ-আমেরিকায়ও পাড়ি জমিয়েছেন। আবার এমপি, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা পুলিশের হাতে আটক হয়ে কারাগারে রয়েছেন। প্রশ্ন উঠেছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এত সতর্ক অবস্থানে থাকলেও কিভাবে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ মিলছে আওয়ামী লীগ নেতাদের তা নিয়ে। আওয়ামী লীগ নেতাদের পালিয়ে যাওয়া নিয়ে মুখরোচক নানা গল্পও শোনা যাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমে। মূলত বড় অংকের টাকার লেনদেন করেই বিশেষ একটি মহল আওয়ামী লীগ নেতাদের পালিয়ে যেতে সহায়তা করছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। কিছু নেতার পালিয়ে যাওয়ার এসব খবরে ক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী-সমর্থকরাও। ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী-সমর্থকরা বলেন, সেসব প্রভাবশালীদের অপরাজনীতি আওয়ামী লীগকে এ পরিস্থিতির মুখে দাঁড় করিয়েছে। ক্ষুব্ধ অংশটি আরও বলেন, তাদের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ মেলায় বেশ অবাক নিজেরাও। অপরাজনীতি চর্চার মূল হোতা ওবায়দুল কাদের দাবি করে সেসব নেতারা বলেন, এসব নেতাদের শোধরানোর জন্য বিচার হওয়া উচিত। তাদের বিচারের আওতায় এনে আওয়ামী লীগকে পরিশুদ্ধ হতে হবে।

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 39

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MO AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা সমূহ
ব্যানার - পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড - মগ
ক্যালেন্ডার - ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন - লেভেল/স্টিকার্
ফ্লায়ার - আইডি কার্ড
মেনু - টি-শার্ট
পত্রিকা এড - রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড - ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার - লেমিনেশন
ক্রেস্ট - ফোল্ডার

We are in Jackson Heights NY 11372

আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ
- সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN
PROFESSIONAL

37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 40

ট্রাম্পের জয়ে অবৈধ ইমিগ্রান্টরা আতংকে

(প্রথম পাতার পর)

শপথ নেয়ার পরই তার প্রথম নির্বাহী আদেশে ইমিগ্রান্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কঠোরভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশ দেবেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যে হারে মেক্সিকো সীমান্ত পেরিয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে, বিশেষ করে সেন্ট্রাল আমেরিকান দেশগুলোতে থেকে ইমিগ্রান্টরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে, তিনি তাদেরকে অবিলম্বে ডিপোর্ট করার জন্য তার সংকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন। ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে সীমান্ত পেরিয়ে ২০০,০০০ এর বেশি ইমিগ্রান্ট নিউইয়র্ক সিটিতে প্রবেশ করেছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলোর একটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের 'অবৈধ ইমিগ্রান্ট সমস্যার সমাধান'। নির্বাচনী প্রচারণায় বলেছেন, ক্ষমতা গ্রহণের দিনই দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় 'অবৈধ অভিবাসী বিদায় অপারেশন' পরিচালনা করবেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাবেক পুলিশ ও অভিবাসন কর্মকর্তা টম হোমানকে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব দিচ্ছেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। অন্যান্য বড় সিটিতেও একই সময়ে বিপুল সংখ্যক ইমিগ্রান্ট প্রবেশ করে সিটিগুলোর আর্থিক ও সামাজিক সংস্থানের ওপর বিপুল চাপ সৃষ্টি করেছে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প শপথ নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া ইমিগ্রান্টদের ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবেই কিছু করবেন এমন সম্ভাবনা না থাকলেও নবাগত ইমিগ্রান্টসহ নিউইয়র্ক সিটির ৪০০,০০০ এরও বেশি আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রান্টদের মধ্যে চরম ডিপোর্টেশন আতঙ্ক বিরাজ করছে। কারণ তারা ট্রাম্পের নির্বাচনী অভিযানে তার কেন্দ্রীয় প্রচারাভিযানে ইমিগ্রান্টদের ডিপোর্ট করার প্রতিশ্রুতি বার বার ঘোষণা করতে শুনেছেন। তিনি যে শুধু ডিপার্ট করার কথা ঘোষণা করেছেন তা নয়, 'মাস ডিপোর্টেশন' বা 'গণ বহিস্কার' করার কর্মসূচি গ্রহণ করার কথাও বলেছেন।

নিউইয়র্ক সিটি কর্মকর্তারা সিটির বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা এসাইলাম আবেদনকারী ইমিগ্রান্টদের যেভাবে নিরাপত্তা ও সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে যাওয়ার উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘোষণার গভীরতা আঁচ করার চেষ্টা করছেন। ইমিগ্রেশন এটর্নিরা, যারা নবাগত ইমিগ্রান্টদের এসাইলাম আবেদন প্রস্তুত করেছেন তারা আতঙ্কিত ইমিগ্রান্টদের ঘন ঘন ফোনকল পাচ্ছেন যে ট্রাম্প শপথ নেয়ার পর কি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। ইমিগ্রেশন প্রবক্তরা মানবাধিকার কর্মী ও ইমিগ্রান্টদের সাথে নিয়ে সিটির বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এবং তারাও আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে যে ট্রাম্পের গণ ডিপোর্টেশন কর্মসূচিত বাস্তবায়িত হলে বহু ইমিগ্রান্ট পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে। সিটি কর্মকর্তারা ভয় করছেন যে, ইমিগ্রান্টদের বহিস্কার কর্মসূচি যদি আদৌ বাস্তবায়িত হয়, তাহলে সিটির অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

দুই বছর আগে ইকুয়েডর থেকে আসা ৪০ বছর বয়সী ইমিগ্রান্ট এডউইন টিটো বলেছেন, 'আমাদের অনেকে বিচলিত বোধ করছে, বিশেষ করে যাদের যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের বৈধতা প্রমাণ করার মতো কোনো কাগজপত্র এখনো নেই। তারা যদিও বৈধ কাগজপত্র কাজ করছে, তা সত্বেও নিয়োগদাতাদের প্রতি কাগজপত্রহীন কাউকে কাজে নিয়োগ না করার ব্যাপারে ট্রাম্প প্রশাসনের নির্দেশ তারা অমান্য করতে পারবে না। এবং অনেককে কর্মস্থল থেকে আটক করা হতে পারে বলেও ইমিগ্রান্টদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি আরো বলেন যে বর্তমান প্রেসিডেন্টের মেয়াদে তিনি মিডটাউন একটি নির্মাণ সাইটে কাজ করেছেন এবং অনেক সময় কাজ থেকে বিরতি নিয়ে পুনরায় যোগ দিয়েছে। তাতে কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু ট্রাম্পের অধীনে এই চিত্র সম্পূর্ণ বদলে যাবে বলে তিনি ভীত হয়ে পড়েছেন। তবে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তকে আরও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ট্রাম্পের ঘোষণা সীমান্তপথে ইমিগ্রান্ট প্রবেশে একটি বাধা সৃষ্টি করবে। সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামসের জন্য এটি একটি সুখবর যে, তিনি গত দুই বছর যাবত ইমিগ্রান্টদের পেছনে যে ব্যয় করেছেন, সেক্ষেত্রে তিনি স্বস্তি লাভ করবেন।

অবৈধ ইমিগ্রান্টদের ডিপোর্ট করতে টম হোমানকে নিয়োগ

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলোর একটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের 'অবৈধ ইমিগ্রান্ট সমস্যার সমাধান'। নির্বাচনী প্রচারণায় বলেছেন, ক্ষমতা গ্রহণের দিনই দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় 'অবৈধ অভিবাসী বিদায় অপারেশন' পরিচালনা করবেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাবেক পুলিশ ও অভিবাসন কর্মকর্তা টম হোমানকে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব দিচ্ছেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। হোমানকে 'সীমান্ত সম্রাট' (বর্ডার জার) নামে অভিহিত করেন ট্রাম্প। এর আগেও ট্রাম্প প্রশাসনে তিনি ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) এজেন্সির পরিচালক হিসেবে অভিবাসী নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন। এর আগে ওবামা প্রশাসনেও তিনি আইসের নির্বাহী সহযোগী পরিচালক ছিলেন। নিজের সামাজিক

যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেয়া পোস্টে রবিবার ট্রাম্প লেখেন, আমি ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত যে আইসিই'র সাবেক পরিচালক ও সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের অদম্য ব্যক্তি টম হোমান আমাদের জাতীয় সীমান্তের দায়িত্ব নিতে ট্রাম্প প্রশাসনে যোগ দিচ্ছেন। আমি দীর্ঘদিন ধরে টম হোমানকে চিনি। আমাদের সীমান্তে পুলিশিং কার্যক্রম পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণে তার চেয়ে ভালো আর কেউ নেই।

১৭৯৮ সালের 'এলিয়েন শত্রু আইন' অনুযায়ী ইমিগ্রান্টদের ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা করছেন ট্রাম্প। এই আইন অনুযায়ী, শত্রু দেশগুলো থেকে আসা লোকজনকে গ্রেপ্তার করে ফেরত পাঠানোর এখতিয়ার রাখে সরকার। এই আইনে পাওয়া ক্ষমতাবলে 'অপারেশন অরোরা' নামে একটি অভিযান পরিচালনা করবে ট্রাম্প প্রশাসন। এই অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নেয়া লাখো অভিবাসীকে দেশ থেকে বিদায় করার পরিকল্পনা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে এক কোটিরও বেশি অবৈধ ইমিগ্রান্ট বসবাস করছে।

ইমিগ্রান্ট ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি কেমন হবে?

এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একটা বড় ইস্যু ছিল ইমিগ্রেশন। রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস দু'জনেই মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করা ইমিগ্রান্টদের নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেন। ট্রাম্পকে বারবার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে দেখা গেছে, নথিবিহীন অবৈধ ইমিগ্রান্টদের ফেরত পাঠানো হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প 'উস্কানি' দিয়েছিলেন এমন কথা বললেও কমলা হ্যারিস অবশ্য একথাও জানিয়েছিলেন যে তিনি সীমান্ত নিরাপত্তা বিলের পক্ষে। এই বিলের আওতায় সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণের জন্য শত শত কোটি ডলার বরাদ্দের বিষয়ে বলা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশনের ভূমিকা কী? যদি ইমিগ্রান্ট না থাকে তাহলে তার কী প্রভাব পড়তে পারে দেশটিতে?

যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা : ইমিগ্রান্ট না থাকলে আমেরিকার জনসংখ্যা অনেক কম হবে। দেখা গেছে, ২০২৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিদেশি বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বেশি। সেই তথ্য বলছে, বিদেশে জন্মগ্রহণকারী চার কোটি ৭৮ লাখ মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেন যা মোট জনসংখ্যার ১৪.৩ শতাংশ। এই তালিকায় সবার প্রথমে রয়েছে মেক্সিকো থেকে আসা মানুষ। সেখানকার এক কোটি ছয় লক্ষ মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন। অন্যদিকে, সেখানে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা ২৮ লাখ এবং চীন থেকে আসা মানুষের সংখ্যা ২৫ লাখ। প্রসঙ্গত, ইমিগ্রান্ট কর্মচারীর সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণ হলেও যুক্তরাষ্ট্রে জন্মহার কমে যাওয়ার ফলে সে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩০-এর দশকের পর সর্বনিম্ন হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২০১০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে। জন্মের হার ১৯৩০-এর দশকে 'গ্রেট ডিপ্রেশন'-এর ফলে হ্রাস পেয়েছিল। এর অর্থ হলো অন্যান্য অনেক দেশের মতোই যুক্তরাষ্ট্রও প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার সঙ্গে লড়ছে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খরচ। অন্যদিকে, কাজকর্ম করতে সক্ষম অল্প বয়সী মানুষ কমে যাচ্ছে। কংগ্রেসনাল বাজেট অফিস বলছে, ২০৪০ সালে মৃত্যুর সংখ্যা জন্মকে ছাপিয়ে যাবে। তখন ইমিগ্রেশনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এই কারণে অনেক অর্থনীতিবিদ ও ইমিগ্রেশনপন্থী গোষ্ঠী দাবি জানিয়েছে, অর্থ ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে ইমিগ্রেশন দরকার, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে অভিবাসনের অনুমতি দেওয়া হোক।

অর্থ ব্যবস্থায় এর প্রভাব : বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তারিক হাসান জানিয়েছেন, ইমিগ্রান্টদের অনুপস্থিতির বড় প্রভাব পড়বে অর্থনীতিতে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, যদি ইমিগ্রান্টদের পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে ধরে নিন মাথাপিছু জিডিপি পাঁচ থেকে ১০ শতাংশ কমে যাবে। অর্থাৎ কিছু মানুষ কমে যাওয়ার (ইমিগ্রান্টদের অনুপস্থিতি) যে প্রভাব, তার প্রতিফলন ঘটবে জিডিপিতে। তার গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে তারিক হাসান বলেছেন, ইমিগ্রেশন উদ্ভাবনী শক্তিতে ইন্ধন যোগায়, উৎপাদনশীলতা বাড়ায় এবং এটা কিন্তু শুধুমাত্র কোনও একটা বিশেষ সেক্টরেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রসঙ্গত, অভিবাসীরা তুলনামূলকভাবে কম বয়সী এবং তাদের কাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সিভিল সেক্টরে কর্মরত তিন কোটি ১০ লাখ মানুষের মধ্যে প্রায় ১৯ শতাংশই ইমিগ্রান্ট। সরকারি সংস্থা 'ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিসটিক্স'- এর তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমশক্তিতে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে ইমিগ্রান্টদের হার আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের চেয়ে বেশি। কংগ্রেসনাল বাজেট অফিসের অনুমান অনুযায়ী, ২০২২ থেকে ২০৩৪ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আসা ১৬ বছর বা তার বেশি বয়সী অভিবাসীদের প্রায় ৯১ শতাংশের বয়স ৫৫ বছরের কম হবে, যা যুক্তরাষ্ট্রে বয়স্কদের মোট জনসংখ্যার ৬২ শতাংশ। অর্থ ব্যবস্থা ভূমিকা পালন করে এমন সেক্টর যেমন কৃষি- সম্পূর্ণরূপে অভিবাসী শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল। শ্রম মন্ত্রণালয়ের জাতীয় কৃষি শ্রমিক জরিপ অনুযায়ী, ৭০ শতাংশ শ্রমিক ইমিগ্রান্ট। যদিও এদের মধ্যে অনেক শ্রমিকের কাছে এখনও পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নথিপত্র নেই। আমেরিকান ইমিগ্রান্ট কাউন্সিলের (এআইসি) গবেষণা নির্দেশকের দায়িত্বে রয়েছেন নান ব্যু। তিনি ইমিগ্রান্টদের অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন একটা সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন। তার মতে, ইমিগ্রান্টদের সরিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো কৃষিকাজ করা, ফল এবং শাক সবজি তোলা আর উৎসবের মৌসুমে ক্রমবর্ধমান বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক পাবেন না ক্ষেতের মালিকরা। অন্যদিকে, যারা ইমিগ্রেশনের সমালোচনা করেন, তাদের একটা যুক্তি হলো, বিদেশ থেকে আসা বিপুলসংখ্যক শ্রমিক কম মজুরিতে কাজ করতে প্রস্তুত এবং এর ফলে মার্কিন নাগরিকরাও কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন আর ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া ২০১৪ সালে অর্থনীতিতে ইমিগ্রেশনের প্রভাব নিয়ে ২৭টি গবেষণার পর্যালোচনা করেছে। এই পর্যবেক্ষণ বলছে, যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী নাগরিকদের বেতনের উপর ইমিগ্রেশনের গড় প্রভাব প্রায় শূন্যের সমান। সাম্প্রতিক সময়ে ইস্টার্ন ইলিনয় ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে একটা গবেষণা করা হয়েছে। সেই গবেষণা বলছে, ইমিগ্রান্ট সংখ্যা বাড়লে তা মজুরি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, যদিও পরিসংখ্যানের দিক থেকে তা একেবারে ক্ষুদ্র।

ট্যাক্সের উপর প্রভাব : প্রশ্ন হলো, ট্যাক্স রেভিনিউ বা কর রাজস্বের উপর এর কী প্রভাব পড়বে? এআইসির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২২ সালে ইমিগ্রান্ট পরিবারগুলো মোট করের এক-ষষ্ঠাংশ (৫৮হাজার কোটি ডলার) কর জমা দিয়েছে। এআইসির তরফে নান ব্যু জানিয়েছেন, শুধুমাত্র বৈধ অভিবাসীরাই যে কর দিয়ে থাকেন, এমনটা নয়। পিউ রিসার্চ সেন্টার থিংক ট্যাংকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, নথিভুক্ত নন এমন ইমিগ্রান্ট সংখ্যা মোট অভিবাসী জনসংখ্যার প্রায় ২৩ শতাংশ। প্রায় এক কোটি ১০ লাখ ইমিগ্রান্ট'র মধ্যে ৪০ লাখই মেক্সিকো থেকে আসা। ইনস্টিটিউট অন ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ইকোনমিক পলিসির এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ২০২২ সালে নথিভুক্ত নন এমন অভিবাসীরা ফেডারেল, রাজ্য ও স্থানীয় কর বাবদ প্রায় ১০ হাজার কোটি ডলার দিয়েছেন। থিংক ট্যাঙ্ক 'ইকনমিক পলিসি ইন্সটিটিউট'-এর 'ইমিগ্রেশন ল অ্যান্ড পলিসি রিসার্চ' বিভাগের নির্দেশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ড্যানিয়েল কোস্টা। তার মতে, অর্থনৈতিক দিক থেকে অভিবাসনের প্রভাব জাতীয়স্তরে ইতিবাচক হতে পারে। তবে কিছু রাজ্যে এটা নেতিবাচকও হতে পারে, বিশেষত স্বল্প সময়ের নিরিখে বিচার করলে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় তিনি এবং তার টিমের সদস্যরা স্বল্প বেতন পান কিন্তু যোগ্য অভিবাসীদের 'স্বল্প মেয়াদে আর্থিক ভারসাম্য নেতিবাচক প্রভাবের দিকে ঝুঁকে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে' বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের যুক্তি, আরও বেশি পরিমাণ অর্থ ফেডারেল থেকে রাজ্য পর্যায়ে পুনরায় বিতরণ করা হোক যাতে জনবহুল ইমিগ্রেশন অঞ্চলগুলোর চ্যালেঞ্জ দূর করা যায়। ইউ-নিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার অভিবাসন বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক জিওভান্নি পেরি বলছেন, নির্মাণ কাজ সংগঠিত না হলে সেবা ও আবাসনের ওপরও চাপ বাড়বে। এটা ঠিক যে অভিবাসীদের বাদ দিয়ে দেওয়ার বিষয়টা বেশ সহজ।

অভিবাসীদের ব্যবসায় সাফল্য : অভিবাসী বা তাদের সন্তানদের একটা বড় অংশ ব্যবসা ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছে। রাজস্বের দিক থেকে ৫০০টি বৃহত্তম কোম্পানির বার্ষিক তালিকার প্রায় ৪৫ শতাংশ সংস্থাই অভিবাসী বা তাদের সন্তানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। একই সময়ে, ১০০ কোটি ডলার বা তার বেশি মূল্যের স্টার্ট-আপগুলোর ৫৫ শতাংশই প্রতিষ্ঠা করেছে অভিবাসীরা। বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে অভিবাসীরা, যাদের মধ্যে অনেকেই প্রাথমিকভাবে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিল। অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেটরসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ১০ লাখের বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে চার হাজার কোটি ডলারের অবদান রেখেছে।

জনমত : সম্প্রতি গ্যালাপ জরিপে দেখা গিয়েছে, অর্থনীতিতে অভিবাসীদের ভূমিকা থাকলেও ৫৫ শতাংশ নাগরিক চাইছেন অভিবাসন হ্রাস পাক। অভিবাসনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে বিশেষত মেক্সিকো সীমান্তে অবৈধ প্রবেশ রুখতে রাজনৈতিক ঐকমত্যও রয়েছে। অধ্যাপক পেরি বলেন, কিছু রাজনীতিবিদ ও সংবাদমাধ্যম অভিবাসনকে 'সীমান্তে বিশৃঙ্খলার' সঙ্গে তুলনা করে। অভিবাসনের প্রভাবের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বদলে অবৈধ অনুপ্রবেশের বিভিন্ন 'গল্পের' দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের তারিক হাসান বলেন, গত দুই দশকে অভিবাসন অনেক বেশি হয়েছে। যদিও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অভিবাসন ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, তবে এর এমন কিছু দিক থাকতে পারে যা অন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে বাধা দেয়।

সাংবাদিক জয়নাল আবেদীন ১৩ বছর পর দেশে যাচ্ছেন

বিএনিউজ:নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত রানার নিউজ পত্রিকার (বাংলা-ইংরেজী) সম্পাদক মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন দীর্ঘ ১৩ বছর (২০১১-২০২১৪) পর ১২ নভেম্বর স্বদেশে যাচ্ছেন।১৯৭২ সনের শুরুতে নোয়াখালী থেকে নাজিম উদ্দিন সম্পাদিত 'দেনিক বাংলাদেশ' পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন। একই সময়ে তিনি দৈনিক জনকণ্ঠের নোয়াখালী প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। তিনি সাংবাদিক হিসেবে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ১৯টি গ্রন্থের রচয়িতা।

জয়নাল আবেদীননোয়াখালী সরকারী কলেজের ছাত্র সংসদের (১৯৬৯ সন) ছাত্র লীগ থেকে মনোনীত সহ-সভাপতি ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। শেখ মজিবুর রহমান ক্ষমতা গ্রহনের পর বাকশাল তৈরী করলে তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতি থেকে সরে আসেন। ভারতে প্রশিক্ষণ অবস্থায় আসামের হাফলং-এ মুজিব বাহিনীর গেরিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর 'এক নদী রক্ত' নামে একটি নাটক লেখক। এই নাটক ওই সেনানিবাসে মঞ্চস্থ হয়। গেরিলা প্রশিক্ষক বিমল কুমার মুখার্জি (বিকেএম) নাটকটি পরিচালনা করেন। বাংলাদেশী প্রশিক্ষণার্থীগণ এবং ওই সেনানিবাসের হাসপাতালের ডাক্তারের মেয়ে রত্না শিকদার অভিনয় করেন। বিকেএম পরিচালিত এই নাটকের শুরুতে বক্তব্য রাখেন।

মুজিব বাহিনীর সমন্বয়ক ছিলেন জেনারেল উবান ও মরহুম সিরাজুল আলম খান। উভয়ে এ নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই নাটকে শেখ মুজিবের ভূমিকায় অভিনয় করেন সন্দ্বীপের মরহুম আবু তাহের। এই নাটকে অভিনয়কারীদের মধ্যে তখনো রামগতির শাহ-জাহান (প্রধান মুক্তিযোদ্ধা, কামাল, নুরুল আমিন প্রমুখ বাংলাদেশর স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি অনন্য ভূমিকা রাখেন।

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 41

ট্রাম্প প্রশাসনে নতুন চমক

(প্রথম পাতার পর)

রবিবার তিনি জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে এলিস স্টেফানিককে মনোনয়ন দিয়েছেন। এছাড়া পরবর্তী সময়ে প্রশাসনে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত সামলানোর দায়িত্ব পাচ্ছেন কট্টর অভিবাসীবিরোধী কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত টম হোমান। ট্রাম্প বলেছেন, বুধবার সিনেটরদের ভোটে নতুন নেতা নির্বাচিত হবেন এবং তাকে অবশ্যই তার মনোনয়নগুলো দ্রুত অনুমোদন করার আগ্রহ থাকতে হবে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়ে তিনি মন্ত্রিসভাসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে যেসব নিয়োগ দেবেন সেগুলো সিনেটের অনুমোদন পেতে হবে। এদিকে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন চলতি সপ্তাহেই ট্রাম্পের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে বৈঠক করবেন। এ বৈঠকে তিনি ট্রাম্পকে ইউক্রেনকে যুদ্ধে সহায়তা থেকে পিছিয়ে না আসার জন্য আহ্বান জানাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ফ্লোরিডা সিনেটর রিক স্কট আলোচনায় : যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এখন রিপাবলিকান পার্টির। এ কারণে আগামীকাল বুধবার এ দল থেকেই নির্বাচিত হবেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। সাধারণত গোপন ভোটে এটি হলেও এবার ভোটের আগেই উঠে আসছে ফ্লোরিডার সিনেটর রিক স্কটের নাম। গত মঙ্গলবারের নির্বাচনে তিনি আরো এক মেয়াদের জন্য পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। এরপর থেকেই তার সহকর্মী টেক্সাসের জন করনিন এবং সাউথ ডাকোটার জন থুনের বিপরীতে তার নাম উঠে আসে। কারণ জন করনিন এবং জন থুন- দুজনের কেউই ডোনাল্ড ট্রাম্প শিবিরের আস্থাভাজন ব্যক্তি নন। ফলে দলের তৃণমূল থেকে শুরু করে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরাও এখন প্রকাশে স্কটের কথা বলছেন।

অ্যালবামার টমি টিউবারভিলসহ অন্তত ৫ জন স্কটকে সমর্থন করেছেন। রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র লিখেছেন, রিক স্কটকে ছাড়া ট্রাম্পের পুরো সংস্কার এজেন্ডা টলমল করবে। এছাড়া, স্কটকে সমর্থন করেছেন ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ ইলন মাস্ক ও মার্কো রুবিও। সিনেটের বর্তমান রিপাবলিকান নেতা মিচ ম্যাককনেল আগেই পদ ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। জাতিসংঘে রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন এলিস স্টেফানিক : নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে এলিস স্টেফানিককে মনোনয়ন দিয়েছেন। অর্থাৎ সব ঠিক থাকলে ট্রাম্পের পরবর্তী মেয়াদে জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করবেন নিউইয়র্কের রিপাবলিকান পার্টির নারী কংগ্রেস সদস্য এলিস। নিউইয়র্ক পোস্টকে দেয়া এক বিবৃতিতে ট্রাম্প বলেন, আমার পরবর্তী সময়ে প্রশাসনে জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে কংগ্রেস সদস্য এলিস স্টেফানিককে মনোনয়ন দিতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। এলিস একজন অবিশ্বাস্যভাবে শক্তিশালী, কঠোর ও স্মার্ট আমেরিকান, তিনি সম্মুখসারির যোদ্ধা।

ট্রাম্প প্রশাসনে যারা থাকতে পারেন : প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রণ আসবে কি না তা এখনো জানা যায়নি। এটি হলে কংগ্রেসের উভয়কক্ষই তাদের নিয়ন্ত্রণে

আসবে। ধারণা করা হচ্ছে, ট্রাম্প প্রশাসনে কারা কাজ করবেন তাদের পর্যালোচনার কাজ শুরু হয়েছে। এর মধ্যে গত সপ্তাহেই ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রশাসনের হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ হিসেবে সুসি উইলসের নাম ঘোষণা করেছেন। এর বাইরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ভিবেক রামাস্বামীর নাম শোনা যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন পেতে প্রাইমারি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। এখন দেশের শীর্ষ কূটনীতিক হিসেবে তার নাম তালিকায় আছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। অর্থমন্ত্রী হিসেবে শোনা যাচ্ছে বিলিওনিয়ার স্কট বেসেন্টের নাম। ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচনে তিনি মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছেন। এছাড়া ট্রাম্পের অর্থনীতি সংক্রান্ত নীতি আলোচনার প্রস্তুতিতেও তিনি সহায়তা করেছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে আসতে পারেন ক্রিস্টোফার মিলার। ক্যাপিটল হিল দাঙ্গার সময় তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। এখন দেশটির সামরিক বাহিনীর দেখভাল করতে তিনি আবার দায়িত্ব পেতে পারেন। শনিবার ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেয়া পোস্টে জানান, তিনি তার এবারের প্রশাসনে যোগ দেয়ার জন্য রিপাবলিকান দলীয় সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী নিকি হ্যালি ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওকে আমন্ত্রণ জানাবেন না। তবে অতীতে তাদের সঙ্গে কাজ খুবই উপভোগ করেছেন এবং তাদের দেশ সেবার প্রশংসা করেছেন।

ট্রাম্পের আগের মেয়াদে নিকি হ্যালি জাতিসংঘে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাউথ ক্যারোলিনার সাবেক গভর্নর। পরে এ বছর যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হওয়ার লড়াইয়ে (প্রাইমারি) ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিলেন হ্যালি। নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্পের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন তিনি। কিন্তু প্রয়োজনীয় জনসমর্থন না পেয়ে তিনি সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন এবং পরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পকেই সমর্থন দেন। নির্বাচনে ট্রাম্পের জয়ের পর তার দ্বিতীয় মেয়াদের প্রশাসনে কে কে স্থান পেতে পারেন সে জল্পনার মধ্যে হ্যালি ও পম্পেওর নামও এসেছিল। মাইক পম্পেও ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ট্রাম্পের প্রশাসনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন। এর আগে সিআইএর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে তিনি রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নেন।

ওয়াশিংটনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ মানে কী : যুক্তরাষ্ট্র সরকার বলতে সরকারের তিনটি শাখা- হোয়াইট হাউস, কংগ্রেস এবং বিচার ব্যবস্থাকে বোঝায়। গত সপ্তাহের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে জয়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প যাবেন হোয়াইট হাউসে। এটি তাকে সরকারের নির্বাহী শাখার নিয়ন্ত্রণ দেবে। রিপাবলিকান পার্টি সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়েছে। এমনকি তারা প্রতিনিধি পরিষদেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখবেন বলে মনে করা হচ্ছে। আর এ দুটি মিলেই যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস- যা সরকারের আইন প্রণয়নকারী অংশ। ওদিকে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে সুপ্রিম কোর্টে রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত হয়েছিল। এই সুপ্রিম কোর্টই হলো সরকারের তৃতীয় অঙ্গ। ট্রাম্পের উচ্চাভিলাষী নানা এজেন্ডা বাস্তবায়নে তাকে ফেডারেল প্রশাসন পুনর্গঠন করতে হতে পারে। বিদায়ী প্রশাসনের অনেক নীতি পরিবর্তন কিংবা পাল্টাতে হতে পারে। এছাড়া জ্বালানি, অর্থনীতি, অভিবাসন এবং স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বড় সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। এখন নির্বাহী বিভাগ, কংগ্রেস এবং বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণে থাকায় তারা সহজেই তাদের চিন্তাগুলো দ্রুত বিল আকারে উপস্থাপন করে পাস করিয়ে নিতে পারবে। আর তাতে প্রেসিডেন্ট স্বাক্ষর করলেই সেটি আইন হয়ে যাবে। কেউ সেগুলো আদালতে চ্যালেঞ্জ করলেও আদালত তা বহাল রাখতে পারে। তা না হলে রিপাবলিকানরা সুপ্রিম কোর্টে যাবে, যা তাদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত দেবে।

বঙ্গভবনের দরবার হল থেকে শেখ মুজিবের ছবি অপসারিত

ঢাকা : সমালোচনার মুখে এবার বঙ্গভবনের দরবার হলের দেয়াল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। গত ১১ নভেম্বর উপদেষ্টা মাহফুজ আলম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফেসবুকে একটি ছবি শেয়ার করে এমন তথ্যই দিয়েছেন। ছবির ক্যাপশনে তিনি লেখেন, '৭১-পরবর্তী ফ্যাসিস্ট নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দরবার হল থেকে সরানো হয়েছে। এটা আমাদের জন্য লজ্জার যে আমরা ৫ই আগস্টের পর বঙ্গভবন থেকে তার ছবি সরাতে পারিনি। ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু মানুষের মধ্যে জুলাইয়ের চেতনা বেঁচে থাকা পর্যন্ত তাকে কোথাও দেখা যাবে না। শেখ মুজিব ও তার মেয়ে বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে যা করেছেন, তার জন্য আওয়ামী লীগকে অবশ্যই দায় স্বীকার করতে হবে, ক্ষমা চাইতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে- অগণতান্ত্রিক '৭২-এর সংবিধান থেকে শুরু করে দুর্ভিক্ষ, হাজার হাজার কোটি অর্থ পাচার, হাজার হাজার ভিন্নমতাবলম্বী ও বিরোধীদের বিচারবহির্ভূত হত্যা (১৯৭২-'৭৫, ২০০৯-'২৪)। তিনি আরও লেখেন: তাহলেই আমরা '৭১-এর আগের শেখ মুজিবের কথা বলতে পারি। ক্ষমা প্রার্থনা ও ফ্যাসিস্টদের বিচার ছাড়া কোনো ধরনের পুনর্মিলন হবে না। বাংলাদেশের সংবিধানের ৪-ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও প্রধান বিচারপতিসহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কার্যালয় এবং সরকারি-আধা-সরকারি অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও দূতাবাসে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে।' ২০০০ সালে আওয়ামী লীগ সরকার সব সরকারি অফিসে বঙ্গবন্ধুর ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করে আইন পাস করে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে WEEKLY BANGLADESH

নতুন ঠিকানায়

86-47 164th Street, Suite #BH
Jamaica, New York 11432

Tel : 917-304-3912, 718-523-6299
Fax : 718-206-2579
E-mail : weeklybangladesh@yahoo.com
Web : www.weeklybangladeshusa.com

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 42

ভারতীয় হেজিমনি ও আওয়ামী লীগের আত্মঘাতী রাজনীতি

(৬ পাতার পর)

শপথ গ্রহণ করে ১৯৫১ সালে কালিদাস বৈদ্য, চিত্তরঞ্জন সুতার এবং নীরদ মজুমদার ঢাকায় এসে কালিদাস ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন, চিত্তরঞ্জন এবং নীরদ মজুমদার সমাজসেবা, গণসংযোগ ও জনমত গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ হয়ে ওঠার আগেই হিন্দু যুবকরা পাকিস্তান ভাঙ্গার শপথ নিয়ে কলিকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে এসে তাদের গোপন সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করেছিল। ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবের নেতৃত্বের হাত ধরে তারা সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও পাকিস্তানের সামরিক জান্তা সরকারের অদূরদর্শি নেতৃত্ব বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতাকে স্বাধীনতার পথ বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাসের অনিবার্য বাস্তবতা হলেও বাংলাদেশকে স্বাধীনভাবে তার সাংস্কৃতিক- রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক গতিপথ নির্ধারণে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে ভারতের বশংবদ একটি করদ রাজ্যে পরিনত করে শেষ পর্যন্ত হায়দারাবাদ, কাশ্মির ও সিকিমের মত গ্রাস করাই ছিল ভারতীয় শাসকদের গোপন এজেন্ডা। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টির পেছনে ভারতীয়দের নেপথ্য ভূমিকা ছিল। মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার জন্য আসা ভারতীয় সেনারা বাংলাদেশে মধ্যযুগের বর্গিদের মত লুন্ঠন চালিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিল ভারতীয় বাহিনীল লুন্ঠনের বিরোধিতা ও প্রতিবাদ করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন। সিন্ডিকেটেড মজুতদারির মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতি, খাদ্যসহ বিদেশি সহায়তা সীমান্ত পথে ভারতে পাচার হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছিল। পঁচাত্তরের ১৫ আগষ্ট সপরিবারে শেখ মুজিব হত্যাকান্ড জনগণের সমর্থন ও একটি বিপ্লবী পরিবর্তনের সূচনা হিসেবে গণ্য করার পেছনে দুর্ভিক্ষ ও মানবিক বিপর্যয়ের চেয়েও জনমনে বেশি প্রভাব সৃষ্টি করেছিল তার একদলীয় বাকশাল প্রতিষ্ঠা এবং আজীবন ক্ষমতায় থাকার স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা। গণতন্ত্র, সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে লাখো মানুষের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর চার বছরেও বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে সম্পৃক্ত এর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করতে না পারার ব্যর্থতার দায় রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের, নেতৃত্ব হিসেবে শেখ মুজিবের এবং তাদের উপর ডি-ফ্যাক্টো নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভারতের। ট্রাজিক হত্যাকা-ের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবের শাসন থেকে জাতি মুক্ত হওয়ার পর বাংলাদেশের প্রতি মধ্যপ্রাচ্যসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত হয়। বিপ্লব-প্রতিবপ্লবের দোলাচলে পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা সেনা কমান্ডার জিয়াউর রহমানের তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ নেতৃত্বের হাত ধরে বাংলাদেশ নতুন সম্ভাবনার পথে যাত্রা করেছিল। কিন্তু দেশকে সব সময় অস্থিতিশীল করে দেয়ার গোপন এজেন্ডায় ভারতীয় দোসরদের তৎপরতা একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি। সব প্রতিবন্ধকতার উর্মিমালা ডিঙ্গিয়ে বাংলাদেশকে এক বিপুল সম্ভাবনার দুয়ারে এগিয়ে নেয়ার দক্ষ নাবিক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে হোসেন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখল এবং শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে ৮ বছর ক্ষমতায় থাকার কারসাজির পেছনে ভারতের সমর্থন ছিল মূল অনুঘটক। ১৬ বছর ধরে শেখ হাসিনার ভুয়া নির্বাচন ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে ভারতীয় বশংবদ মেকি রাজনৈতিক দল এরশাদের জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের বি-টিম হিসেবে কাজ করেছে। এখন তারা ভারতে পালিয়ে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাদের ইশারায় বাংলাদেশে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টা করছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের প্রথম সারির সমন্বয়কদের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করা, তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া এবং সবশেষে ঢাকায় ছাত্র-জনতার সাথে সংর্ঘষে জড়িয়ে জাতীয় পার্টি তার স্বৈরতান্ত্রিক দোসরদের সাথে পুরনো লেনদেনের সম্পর্কটাকে আরেকবার জাতির সামনে তুলে ধরেছে।

সারাবিশ্ব যখন বাংলাদেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেছে, ভারত তখন এ দেশের ১৭ কোটি মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থের বিপরীতে গিয়ে শেখ হাসিনার গুম-খুন, বাক স্বাধীনতা হরণ ও নিষ্ঠুর স্বৈরতন্ত্র রক্ষা ও চিরস্থায়ী করার বয়ান সৃষ্টি ও লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়েছে। এভাবেই যুগে যুগে বাংলাদেশে স্বৈরাচার ও ভারতপন্থী রাজনীতি অভিন্ন হয়ে উঠেছে। মানুষ ঘৃনাভরে বার বার স্বৈরতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান ও পতন ঘটানোর সাথে সাথে ভারতীয় সেবাদাসদেরও পতন ঘটেছে। জুলাই আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনকে ভারতীয়রা তাদের সফ্ট পাওয়ারের পতন হিসেবেও মনে করতে পারে। কোটি মানুষের রুদ্ররোষে শেখ হাসিনার ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে অর্ন্তবর্তী সরকারকে অস্থিতিশীল করে রাখা এবং একের পর এক নানা রকম মাইনর ইস্যুকে ট্রামকার্ড হিসেবে ব্যবহার করতে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী মিডিয়াগুলো যেভাবে দায়িত্বহীন ভূমিকা পালন করছে, তাতে ভারত ও শেখ পরিবারের গণবিরোধী তৎপরতা নতুন প্রজন্মের কাছে খোলাসা হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিব বা শেখ পরিবার নয়। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা এবং অগ্রযাত্রার পেছনে মাওলানা ভাসানি, খোন্দকার মোশতাক ও তাজ উদ্দিনের পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা শেখ পরিবারের চেয়ে বেশি। শেখ মুজিব থেকে শেখ হাসিনা পর্যন্ত শেখ পরিবারের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের আত্মঘাতী প্রবণতা ও চরম ব্যর্থতার খেসারত বার বার এ দেশের মানুষকে দিতে হয়েছে। আওয়ামী লীগের নিরব সরল-সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা তাদের দ্বারা বার বার প্রতারিত হয়েছে। একাত্তরের ২৫মার্চ শেখ মুজিব কার্যত পাকিস্তানিদের কাছে আত্মসমর্পণ করার পর তাজউদ্দিন আহম্মদ দলের হাল ধরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের

জেল হত্যাকান্ডের পর আওয়ামী লীগের চরম দুর্দিনে জোহরা তাজউদ্দিন আওয়ামী লীগের হাল ধরেছিলেন। সেই তাজউদ্দিন পরিবারের সুযোগ্য সন্তানরা এবার আওয়ামী লীগের দায়িত্ব গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেছেন। শেখ হাসিনা জাতির সাথে বিশ্বাস ঘাতকরা করেছেন, তার গুম-খুন-লুটপাট ও কুকর্মের মূল হোতারা লাখ লাখ নেতাকর্মীকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে ভারতেন পালিয়ে যাওয়ার পরও শেখ হাসিনা ও তার সহযোগিদের মধ্যে কোনো অনুশোচনার ছাপ নেই। সোহেল তাজ বলেছেন, গুম-খুন ও অপরাধিদের বিচার এবং স্বৈরাচারের সমর্থক-অনুগামিদের অনুশোচনা ও আত্মসমালোচনা ছাড়া এই আওয়ামী লীগের দায়িত্ব গ্রহণের প্রশ্নই আসেনা। উল্লেখ্য, শেখ হাসিনার প্রথম মেয়াদে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েও স্বৈরতান্ত্রিক তৎপরতা মেনে নিতে না পেরে পদত্যাগ করে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন সোহেল তাজ। সম্প্রতি ঢাকার বাংলা একাডেমি মিলনায়তনের এক প্রকাশনা অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীদের নেতৃত্ব তথা দায়িত্ব গহণে গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশ্নের জবাবে সোহেল তাজ বলেন, 'আওয়ামী লীগের দায়িত্ব নেয়ার প্রশ্ন তখনই আসবে, আওয়ামী লীগ যখন সংগঠন হিসেবে আত্মসমালোচনা করবে এবং আত্মোপলব্ধি করবে, তাদের কর্মকান্ডগুলো স্বীকার করবে এবং যারা আওয়ামী লীগকে এই পথে নেতৃত্ব দিয়ে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে তাদেরকে জবাবদিহি করবে, যারা হত্যা, গুম-খুনের সাথে জড়িত, দুর্নীতির সাথে জড়িত তাদের বিচারের আওতায় এনে শাস্তি দেবে এবং আওয়ামী লীগ যখন ক্লিন হবে, তারপরে যদি তারা আমার নেতৃত্ব চায়, দেন আমি বিবেচনা করব।' একটি ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্বে থেকে শেখ মুজিব থেকে শেখ হাসিনার বার বার পদস্খলন, আত্মঘাতী অবস্থান, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন ধ্বংস করে জাতিকে গুম-খুন, দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষ ও অভ্যুত্থানের মুখে ঠেলে দেয়ার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি চিরতরে বন্ধ করতে হলে শেখ হাসিনা ও সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার নিশ্চিত করা জরুরি।

ভারতে পালিয়ে গিয়ে দেশ বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন শেখ হাসিনা। ভারতের বিজেপি সরকার তাকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের অর্ন্তবর্তী সরকারকে অস্থিতিশীল করতে নানা রকম ইস্যু সৃষ্টির পাশাপাশি গুজব ও প্রোপাগান্ডা ক্যাম্পেইন চালাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী একটি মতলববাজ শ্রেণী তাদের কুশীলব হিসেবে কাজ করছে। শত শত বছর ধরে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকা দুটি সম্প্রদায়কে একটি বিপজ্জনক বৈরীতার মুখে ঠেলে দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের দুটি রাজনৈতিক পক্ষ আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে চ্যালেঞ্জের মুখে নিক্ষেপ করতে চাইছে। গত হাজার বছরে ভারত বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটি চমৎকার বোঝাপড়া সৃষ্টি হয়েছিল। বৃটিশরা এখানে রাজত্ব দীর্ঘায়িত করতে ডিভাইড অ্যান্ড রোল পলিসির আওতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল। সুলতান ও মুঘলদের ভারত শাসনের মূল সূত্র ছিল দুই সম্প্রদায়ের ঐক্য আর বৃটিশদের ভারত শাসনের মূল সূত্র ছিল দুই সম্প্রদায়ের অনৈক্য ও দ্বন্দ্বে জড়িয়ে দেয়া। আজকের ভারতীয় বিজেপি শাসকরা ইহুদি জায়নবাদীদের প্রেসক্রিপশনে ইসলামোফোবিক এজেন্ডা নিয়ে পুরো উপমহাদেশের মুসলমানদের অস্থির ও নিরাপত্তাহীন করে তোলার চেষ্টা করছে। এর ফলে তারা কোনো প্রতিবেশীকেই নিজের আস্থায় রাখতে পারছে না। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পুঁজিবাদী বিশ্বরাজনীতিতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলো তার চারপাশে থাকা অপেক্ষাকৃত ছোট দেশগুলোকে নিজের কব্জায় রাখার চেষ্টা করবে, এটাই স্বাভাবিক। সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কিউবা, মেক্সিকো কিংবা কানাডার সম্পর্কে কিছু মতবিরোধ থাকতে পারে, রাশিয়ার সাথে ইউক্রেনের যুদ্ধ কিংবা চীনের সাথে তার প্রতিবেশী দেশ ভারত, মিয়ানমার, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, নেপাল, ভুটান, উত্তর কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া,ভিয়েতনাম ও লাওসের মত দেশের অবস্থান থাকলেও ভারতের মত আধিপত্যবাদী নীতি ও বৈরীতার নানা কিসিমের তৎপরতার নজির আর কোনো দেশের নেই। ভারত তার অন্য সব প্রতিবেশী দেশের চেয়ে বাংলাদেশের উপর প্রভাব ও আধিপত্য ধরে রাখতে আওয়ামী লীগের মত একটি ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে বশে রেখে পুতুলের মত ব্যবহারের মওকা গ্রহণ করেছে বার বার। সামরিক স্বৈরশাসনের বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে এরশাদের জাতীয় পার্টির মত নিম্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক দলকেও ব্যবহার করেছে। আর সফ্ট পাওয়ার হিসেবে এদেশের হরেক সাংস্কৃতিক সংগঠন, চলচ্চিত্র ফোরাম, মঞ্চ নাটক, কবি পরিষদ, রবীন্দ্র সংগীত পরিষদ, ছায়ানট, উদীচি, আবৃত্তি সংসদ, বিশেষ মদতপুষ্ট সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যম, নানা ছদ্মাবরণে বেশকিছু এনজিও, পাহাড়ি সংগঠন, হিন্দু-বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মিশন ও ইসকনের মত হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনকেও বাংলাদেশে ভারতীয় আধিপত্য কায়েমের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সনাতন ধর্মের একত্ববাদী ভক্তি যোগ প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বামী শ্রীল প্রভূপাদ ১৯৬৬ সালে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে প্রথম কৃষ্ণ ভাবনামৃত হরে কৃষ্ণ আন্দোলন বা ইসকন প্রতিষ্ঠা করেন। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন এবং প্রভূপাদের ইসকন এখন বিশ্বব্যাপী ভারতীয় সফ্ট পাওয়ার ও গোয়েন্দা তৎপরতার দায়ে অভিযুক্ত হচ্ছে। রামকৃষ্ণ পরম হংসের মত মহাপুরুষের দর্শন এবং বৈষ্ণব ভক্তিবাদের আশ্রয়ে তারা হিন্দু ধর্মের অহিংস নীতির বিপরীত তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পতনের পর গত তিন মাসে সনাতন ধর্মের বিভিন্ন সংগঠন অর্ন্তবর্তী সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামার সমাবেশ ও রণহুঙ্কার শোনা গেছে। ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা নানা অজুহাতে মব সৃষ্টি করে সেখানে মুসলমানদের পিটিয়ে হত্যা ও মসজিদ-মাদরাসা ভাঙ্গার মত ঘটনা ঘটাচ্ছে। এখন তারা বাংলাদেশেও অনুরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। ইসকনের বিরুদ্ধে একটি ফেইসবুক পোস্ট দেয়ার অভিযোগে চট্টগ্রামের এক ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে হামলা করলে যৌথ বাহিনীর হস্তক্ষেপে উক্ত ব্যবসায়ী প্রাণে বেঁচে গেলেও হিন্দুত্ববাদীরা হাজারি লেন এলাকায় সেনা বাহিনীর গাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙ্গচুর ও পুলিশের উপর এসিড নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় যৌথ বাহিনীর অন্তত ২০ সদস্য আহত হয়েছে। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ব্যানারে চট্টগ্রামের লাল দিঘী ময়দানে সমাবেশ করে যে সব অভিযোগ ও আল্টিমেটাম প্রকাশ করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন অপপ্রচারের পুনরাবৃত্তি ও উস্কানিমূলক। হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর পাল্টা সমাবেশ ডেকে বাংলাদেশে ইসকনের কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি তুলেছে। এভাবেই দুই ধর্মের ধর্মপ্রাণ মানুষগুলো আধিপত্যবাদী রাজনৈতিক এজেন্ডায় দাঙ্গা-সংঘাতের উস্কানিতে পা দিচ্ছে। এ দেশে ভারতীয় সফ্ট পাওয়ার ও হেজিমনিক গোয়েন্দা অ্যাপারেটাসগুলো পতিত শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক পুর্নবাসনের জন্য অতি তৎপর হয়ে উঠেছে। গুম-খুন, গণহত্যা, রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস ও হাজার হাজার কোটি ডলার লুন্ঠন ও পাচারের দায়ে শেখ হাসিনা ও তার দোসরদের বিচার ছাড়া তাদের পুর্নবাসিত হওয়ার কোনো সুযোগ ছাত্র-জনতা ও বিএনপিসহ মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো মেনে নেবে না। গত ৫৩ বছর ধরে তারা জাতিকে বিভক্ত করে দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছে। এখন বিদেশে পালিয়ে গিয়ে নিজের দলকে ধ্বংসের মুখে রেখে ভারত প্রভাবিত ইসকন ও সনাতন ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে মাঠে নামিয়ে অর্ন্তবর্তী সরকারকে অস্থিতিশীল করে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা রুখে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। বার বার স্বৈরশাসন, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যর্থতা, গণহত্যা ও পতনের মধ্য দিয়ে শেখ পরিবার আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ও আইনগত ভিত্তিকেই ধ্বংস করে দিয়েছে। সোহেল তাজের মত আওয়ামী লীগের সাধারণ কর্মী সমর্থকরা নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে সৎ সাহস নিয়ে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে না পারলে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ নামক রাজনৈতিক দলটির পরিনতি হতে পারে জার্মানীর নাৎসী পার্টির মত। গুম-খুনের বিচার ও পাচার করা সম্পদ ফিরিয়ে আনা ছাড়া তাদের রাজনৈতিক পুর্নবাসনের কোনো সুযোগ নেই।

আওয়ামী লীগের ফাঁকা আওয়াজ, বিএনপির ভোটের তাড়া ও রাজনীতির সমীকরণ

(৪ পাতার পর)

বিএনপির শীর্ষ নেতা খালেদা জিয়া ২০১২ সালে ভারতে গিয়েছিলেন।

দেশটির প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বিএনপির দিক থেকে ভারতকে একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল যে তারা আগের সেই কট্টর ভারতবিরোধী অবস্থানে থাকবে না। বিএনপি আওয়ামী লীগের বিকল্প হতে পারে। তারা ক্ষমতায় গেলে ভারতের জন্য কোনো সমস্যা হবে না।

অতীত এই অভিজ্ঞতার কারণে সন্দেহ হতেই পারে, রাজনীতিতে কোনো খেলা চলছে কি না। এই মুহূর্তে রাজনীতিতে একটা বড় বিতর্ক হলো সংস্কার আগে, না নির্বাচন আগে? সরকারের দিক থেকে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, যে কমিশনগুলো তারা করেছে, সেগুলো তিন মাসের মধ্যে তাদের প্রতিবেদন দেবে। এরপর তারা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ করবে। বিএনপি বড় দল। নির্বাচনে তারা ভালো করবে, এই আশা আছে। তারা তো কিছুদিন অপেক্ষা করতেই পারে। বারবার সংবাদ সম্মেলন করে, সমাবেশ করে একই কথা কেন তারা বলছে?

বিএনপি আসলে কী চায়? বিএনপির কেউ কেউ যুক্তি দিচ্ছেন, সংস্কার নির্বাচিত সরকারের কাজ। একটা বিষয় হচ্ছে, নির্বাচিত সরকার যে সংস্কার করে না, এটাই আমাদের অভিজ্ঞতা।

এই মুহূর্তে একদিকে আত্মগোপনে যাওয়া আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের আস্ফালন, অন্যদিকে বিএনপিসহ অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অস্থিরতা আমরা দেখছি; পাশাপাশি সরকারের উপদেষ্টাদের অনেকের মধ্যে একধরনের নিষ্ক্রিয়তাও দেখছি। সব মিলিয়ে জনমনে হতাশা বাড়ার শঙ্কা দেখা যাচ্ছে। জনমনে হতাশা বাড়লে রাজনীতির জল আরও ঘোলা হতে পারে।

মহিউদ্দিন আহমদ, লেখক ও গবেষক।

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
weeklybangladesh@yahoo.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 43

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ইতিহাসে মুসলিম ও অমুসলিম সম্পর্ক

(১৪ পাতার পর)

১০ হাজার নিহত হয়েছিল ওমর (রা)-এর মসজিদে।

মুসলিমদের অমুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি মনোভাব এবং অমুসলিমদের মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি মনোভাবের তুলনা করতে গিয়ে মিসরের বিখ্যাত দার্শনিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ মুহাম্মদ কুতুব লিখেছেন, খ্রিস্টান গির্জা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তদন্ত আদালত প্রধানত স্পেনের মুসলিমদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল। এসব আদালত মুসলিমদের ভয়াবহভাবে নির্যাতন করেছে, যা ইতোপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। মানুষকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছে। তাদের নখ উৎপাটিত করা হয়েছে। তাদের চোখ তুলে ফেলা হয়েছে এবং তাদের হাত-পা কর্তন করা হয়েছে। এসব নির্যাতন এ জন্যই করা হয়েছে, যাতে জনগণকে জোরপূর্বক তাদের ধর্ম পরিবর্তনে ও খ্রিস্টীয় মতবাদ গ্রহণে বাধ্য করা যায়। হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে ইউরোপীয় দেশ যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া, রাশিয়া অথবা ইউরোপীয় শাসনাধীন দেশগুলো তথা উত্তর আফ্রিকা, সোমালিয়া, কেনিয়া, জাঞ্জিবার কিংবা অন্যান্য দেশ, ভারত ও মালয়ের মুসলিমদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়ার লক্ষ্যে। এসব ধ্বংসযজ্ঞ কখনো অপশক্তির নিধন, কখনো শান্তি ও নিরাত্তা বজায় রাখার অজুহাতে করা হয়েছে। এমনকি আজও মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ, বেশির ভাগ অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম সংখ্যালঘু অথবা অন্য সংখ্যালঘুর সঙ্গে যে আচরণ করা হয়, তার চেয়ে অনেক উত্তম। ভারতে মুসলিম সংখ্যালঘুদের এখনো পরিকল্পিতভাবে নির্যাতন করা হয়। এরূপ আচরণ ইসরায়েল অধিকৃত আরবভূমি, ইথিওপিয়া, ফিলিপিন্স, মায়ানমার প্রভৃতি দেশেও মুসলিম সংখ্যালঘুদের সঙ্গে করা হচ্ছে। মুসলিমরা নিগ্রহ, সন্ত্রাস, পাশবিকতা, বর্বরতা ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হচ্ছে সর্বত্র। অথচ ইসলামের বিধান এবং মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়িত্ববোধ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর ফলে ইসলামের এই মানবিক সৌন্দর্য আজও মানুষকে মুগ্ধ করে। আজও বিশ্বের দেশে দেশে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে ইসলামের বিজয়।

(বি. দ্র. : এই লেখায় উল্লেখকৃত তথ্য ও গবেষণা লেখকের নিজস্ব-বি.স.)

প্রথম ১০০ দিনের পরিকল্পনা

(প্রথম পাতার পর)

পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন। তার লক্ষ্য হলো– আগের প্রশাসনের নীতিগুলো উল্টে দেয়া এবং প্রথম মেয়াদে রেখে যাওয়া কাজগুলো পুনরায় শুরু করা। প্রথম দিনেই তিনি মার্কিন-মেক্সিকো সীমান্ত বন্ধ করা এবং বড় আকারের অভিবাসী বহিষ্কারের জন্য প্রস্তুত থাকার ঘোষণা দিয়েছেন।

সীমান্ত ও অভিবাসন নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ : ট্রাম্পের পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপে সীমান্ত নিয়ন্ত্রণে বড় ধরনের পরিবর্তনের ঘোষণা রয়েছে। এতে অবৈধ অভিবাসন কমানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বড় আকারের অভিবাসন অভিযান চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। তবে অভ্যন্তরীণ অভিবাসন সংস্থা ICE-র সীমিত সংস্থান, কর্মশক্তি বৃদ্ধি এবং আইনি চ্যালেঞ্জের কারণে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে।**'গ্রিন নিউ স্ক্যাম' বাতিল ও শক্তি উৎপাদন বাড়ানো :** ট্রাম্প তার প্রাথমিক নীতি হিসেবে জলবায়ু সংক্রান্ত বাজেট কমানো এবং কয়লা ও তেল খাতে করের ছাড় ঘোষণা দিয়েছেন। তার মতে, 'গ্রিন নিউ স্ক্যাম' বাতিল করে এক বছরে জ্বালানির মূল্য ৫০ শতাংশ কমানো সম্ভব। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি পুনরায় শক্তি উৎপাদনে মনোযোগ দিতে চান, মার্কিন অর্থনীতিতে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

নির্বাহী আদেশে প্রশাসনিক পরিবর্তন : ট্রাম্পের সহযোগীরা ইতোমধ্যেই কয়েকটি নির্বাহী আদেশ প্রস্তুত করছেন, যা তার এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। তার 'স্কেজুল এফ' নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ফেডারেল প্রশাসনের বেশিরভাগ কর্মীকে 'ইচ্ছামত বরখাস্তকৃত' হিসেবে পুনঃনিয়োগ দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি তার প্রশাসনে রাজনৈতিক সমর্থকদের নিয়োগ দিতে পারেন। যদিও বিরোধীরা একে একটি অরাজনৈতিক ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখছেন।

আইনসভা ও আদালতে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ : ট্রাম্পের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ডেমোক্র্যাট এবং নাগরিক অধিকার রক্ষাকারী সংগঠনগুলো দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রস্তুত। যেমন– ACLU ট্রাম্পের সম্ভাব্য কর্মকাণ্ডগুলো প্রতিরোধে কৌশলগত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তারা বলছে, ট্রাম্পের এই পদক্ষেপগুলো আইনি এবং মানসম্মত কাঠামো উপেক্ষা করে প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার হিসাবে দেখা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক নীতি ও আইনসভা : কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যরাও ট্রাম্পের এজেন্ডা এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রস্তুত। হাউস স্পিকার মাইক জনসন বলেছেন, তারা সীমান্ত সুরক্ষার পরই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কর সংস্কারের দিকে মনোযোগ দেবেন। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের কর সংস্কার নীতির ধারাবাহিকতায় এই মেয়াদেও তা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম ১০০ দিন মূলত অনেকগুলো উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বিতর্কিত পদক্ষেপে পূর্ণ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো ও নীতি প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে পারে।

নিউইয়র্কে নতুন সামাজিক সংগঠন 'লাইফ ইনেশিয়েটিভ'

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ইংরেজি ম্যাগাজিন 'দ্য নিউইয়র্ক এডিটোরিয়াল'-এর প্রধান সম্পাদক, বিশিষ্ট প্রিন্টিং ব্যবসায়ী এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনির নেতৃত্বে 'লাইফ ইনেশিয়েটিভ' নামে একটি নতুন অলাভজনক সামাজিক সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যেই সংগঠনটির পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এই পরিষদের সভাপতি মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি এবং পরিষদের সদস্য হিসেবে যুক্ত হয়েছেন সালমা জাহান, মুহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম ও শানিলা জাহান।

সংশ্লিস্টরা জানান, 'লাইফ ইনেশিয়েটিভ' সংগঠনটি মূলত: কম প্রতিনিধিত্বকারী যুবসমাজ এবং সম্প্রদায়কে ক্ষমতায়ন করা এবং নাগরিক অধিকার ও সিভিক এঙ্গেজমেন্ট নিয়ে কাজ করবে। সংগঠনটির লক্ষ্য সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সাথে একত্রিত হয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। 'লাইফ ইনেশিয়েটিভ' নিউইয়র্কসহ বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখাবে।

উল্লেখ্য, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি বাংলাদেশে 'লাইফ' নামে একটি এনজিও'র প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী পরিচালক হিসেবে ১৯৮৮ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস, খেলাঘর আসর, আধুনিক (আমরা ধূমপান নিবারণ করি), চিলড্রেন্স ভয়েস, এবং ইয়ুথ স্কলারস কাউন্সিলসহ নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও প্রবাস জীবনে তিনি মূলধারার রাজনীতি সহ বেশ কয়েকটি সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত।

৮ বছরে নাগরিকত্ব ত্যাগ ২৬০৬ বাংলাদেশির

(প্রথম পাতার পর)

হওয়ার জন্য বাংলাদেশিদের নাগরিকত্ব ছাড়ার হার দিন দিন বাড়ছে। একই সঙ্গে বাড়ছে বাংলাদেশি নাগরিকত্ব বহাল রেখে দ্বৈত নাগরিকত্ব নেওয়ার হার। মূলত দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগের কারণে নাগরিকত্ব ত্যাগের হার বাড়ছে বলে পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৬ নভেম্বর পর্যন্ত ২ হাজার ৬০৬ জন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ছেড়েছেন। এই আট বছরে দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়েছেন ১৪ হাজার ৬৮৫ জন। ২০১৭ সালে ১১৯ জন, ২০১৮ সালে ৩৬৫ জন, ২০১৯ সালে ৩৫৬ জন, ২০২০ সালে ৩২৩ জন, ২০২১ সালে ১৬৫ জন, ২০২২ সালে ৪২১ জন, ২০২৩ সালে ৫৪৮ জন এবং ২০২৪ সালের ৬ নভেম্বর পর্যন্ত ৩০৯ জন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ছেড়েছেন। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ছেড়ে ইউরোপের অন্যতম শীর্ষ অর্থনীতি ও প্রযুক্তির দেশ জার্মানির নাগরিকত্ব নেওয়ার হার সবচেয়ে বেশি। এর পরে আছে জার্মানিরই প্রতিবেশী অস্ট্রিয়া এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, মন্ত্রণালয় বিভক্ত হওয়ার পর নাগরিকত্ব পরিত্যাগের তথ্য হারিয়ে যায়। ফলে ২০১৭ সালের আগে কতজন বাংলাদেশি নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেছেন, সে তথ্য সুরক্ষা সেবা বিভাগে নেই। তাঁদের ধারণা, ২০১৭ সালের আগে সংখ্যাটি এখনকার তুলনায় বেশ কম ছিল।

পছন্দের শীর্ষে জার্মানি : গত আট বছরে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ছেড়ে ৪০টির বেশি দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন বাংলাদেশিরা। গত আট বছরে ১ হাজার ২৮১ জন বাংলাদেশি জার্মানির, ৩৯২ জন অস্ট্রিয়ার, ১৮০ জন সিঙ্গাপুর, ১৫১ জন ভারত, ৬০ জন কোরিয়া, ৫৭ জন নরওয়ে, ২৫ জন যুক্তরাজ্য, ১৭ জন ইউক্রেন, ১৫ জন শ্রীলঙ্কা, ১৩ জন করে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইরান; ১১ জন ইন্দোনেশিয়া ও ৯ জন বুলগেরিয়ার নাগরিকত্ব নিয়েছেন। এ ছাড়া পাকিস্তান ও মিয়ানমারের নাগরিকত্ব নিয়েছেন ৪ জন। দ্বৈত নাগরিকত্ব ৩৩ হাজার : ১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশিদের দ্বৈত নাগরিকত্ব অনুমোদন শুরু করে সরকার। এখন পর্যন্ত ৩৩ হাজার ৮৭৫ জনের দ্বৈত নাগরিকত্ব রয়েছে। ১৯৮৮ সালে ২২৭ জনকে দ্বৈত নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগের তথ্যে ক্রমেই দ্বৈত নাগরিকত্ব নেওয়ার তথ্য বাড়তে দেখা যায়। কয়েক বছরের ব্যবধান দিয়ে উপাত্তের দিকে তাকালে পাওয়া যায়: ১৯৮৯ সালে ৩১৫ জন, ২০০০ সালে ২৮৬ জন, ২০০৮ সালে ১ হাজার ১৮০ জন, ২০১৪ সালে ১ হাজার ৬৯৯ জন, ২০২০ সালে ১ হাজার ১৮৭ জন, ২০২২ সালে ১ হাজার ৭৮৬ জন এবং ২০২৩ সালে ৪ হাজার ১৩৩ জন বাংলাদেশি দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়েছেন। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনেক দুর্নীতিবাজ ও নব্য ধনীর বিদেশে অর্থ পাচারের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের বিদেশে পাড়ি জমানোর কথা জানা যায়। ওই সরকারের শেষ দিকে বাংলাদেশিদের আরও বেশি দেশের দ্বৈত নাগরিকত্ব নেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়। ২০২৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশিদের নতুন করে আরও ৪৪টি দেশের দ্বৈত নাগরিকত্ব নেওয়ার সুযোগ করে দেয় মন্ত্রিসভা। এর আগে ৫৭টি দেশের নাগরিকেরা এ সুযোগ পেতেন। কয়েকটি শীর্ষ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কর্ণধাররা নিজে কিংবা তাদের পরিবারের সদস্যরা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করে অন্য দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন বা দ্বৈত নাগরিকত্বের অধিকারী বলে মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। কোনো কোনো দেশের পাসপোর্ট পাওয়ার শর্ত হিসেবে আগের দেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করতে হয়। আবার কোনো কোনো দেশের পাসপোর্ট পাওয়ার পর নাগরিক হিসেবে শপথ নিতে হলে আগের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করতে হয়। এ জন্য উল্লিখিত বাংলাদেশিরা নাগরিকত্ব ছেড়েছেন বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। বর্তমান আইন অনুযায়ী, কোনো বাংলাদেশি অন্য দেশের পাসপোর্ট (অর্থাৎ নাগরিকত্ব) গ্রহণের পর বাংলাদেশের দ্বৈত নাগরিকত্ব রাখতে না চাইলেও এ দেশে ৭৫ হাজার ডলার স্থায়ী বিনিয়োগ করে সহজেই স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পান। সুরক্ষা সেবা বিভাগের একজন কর্মকর্তা বলেন, কোনো বাংলাদেশি নাগরিকত্ব ত্যাগ করলেও তার পরবর্তী তিন প্রজন্মের বংশধরের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে বহাল থাকবে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগের উপসচিব আলীমুন রাজীব বলেন, 'আইন অনুযায়ী বাংলাদেশিরা নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করতে পারেন। ১০১টি দেশের নাগরিকেরা বাংলাদেশের দ্বৈত নাগরিকত্ব পান।'

৪৫২ বিদেশি পেয়েছেন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব : ১৯৮৮ সালে প্রথম ৪ জন বিদেশিকে নাগরিকত্ব দেয় বাংলাদেশ। ১৯৮৯ সালে নাগরিকত্ব পান ৩৩ বিদেশি। এরপর ২০০৩ ও ২০১০ সাল ছাড়া প্রতিবছরই কিছু না কিছু বিদেশিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত মোট ৪৫২ জন বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পেয়েছেন। তাদের বেশির ভাগই নাগরিকত্ব পেয়েছেন বৈবাহিক সূত্রে। দীর্ঘদিন ধরে বসবাসের কারণেও বেশ কয়েকজনকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে।

আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিই কারণ : দেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, নিরন্তর রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতির কারণে আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান ও উচ্চ দক্ষতার ব্যক্তিদের মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদে বা স্থায়ীভাবে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিভিন্ন জরিপ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্টে মেধাবীদের বিদেশে শিক্ষা গ্রহণের পরও থেকে যাওয়া এবং দেশ থেকে সামর্থ্যবানদের বিদেশে পাড়ি জমানোর প্রবণতার চিত্র পাওয়া যায়। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক লেখালেখি ও গবেষণায় দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়ার চরমভাবাপন্ন হয়ে পড়া, খাদ্যে ভেজালের দৌরাত্ম্য, শিক্ষার মানের অবনতি ইত্যাদির কারণেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে বিত্তবানদের মধ্যে দেশ ছাড়ার ঘটনা বাড়ছে। বৈধ ও অবৈধভাবে অভিবাসী কর্মীদেরও একটি অংশ বিদেশে স্থায়ী হন। ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে 'নেক্সট জেনারেশন বাংলাদেশ ২০২৪' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনের ফল প্রকাশিত হয় ৬ নভেম্বর। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের ৪২ শতাংশ তরুণ বেকারত্ব নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং ৫৫ শতাংশ তরুণ দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে আগ্রহী। সার্বিকভাবে দেশে সুশাসনের অভাব থাকাতেই সুযোগ পেলে অনেকে দেশ ছাড়ছেন বলে মনে করেন শীর্ষ বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম ও ইয়ুথ ইনিশিয়েটিভ কর্মসূচির প্রধান শরিফুল ইসলাম হাসান। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের উন্নয়নের যত গল্পই বলি না কেন, বাস্তবতা হচ্ছে সুযোগ পেলেই লোকজন দেশ ছেড়ে যেতে চান। এর একটা বড় কারণ হলো, সুশাসনের ঘাটতি। যখন কেউ দেখে যে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই, ক্রসফায়ার-গুম হচ্ছে, এসব কারণে নিজের বা সন্তানের ভবিষ্যতের চিন্তা করে তাঁরা দেশ ছাড়ছেন। রাজনীতিবিদ বা আমলারা যতই দেশের উন্নয়নের কথা বলেন না কেন, তাঁদের অনেকেই মনে করেন, দেশের আসলে ভবিষ্যৎ নেই। এ জন্য নিজের সন্তানদের বিদেশে পাঠান, নিজের বাড়ি-গাড়ি বিদেশেই করেন।'

সুইজারল্যান্ডে আসিফ নজরুলকে হেনস্তা

জেনেভার শ্রম কাউন্সেলরকে 'স্ট্যান্ড রিলিজ'

বাংলাদেশ ডেস্ক: সুইজারল্যান্ডের জেনেভা বিমানবন্দরে আইন, বিচার ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলকে হেনস্তার ঘটনায় জেনেভায় বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কাউন্সেলর মুহাম্মদ কামরুল ইসলামকে 'স্ট্যান্ড রিলিজ' করা হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাঁকে ঢাকায় ফিরতে বলা হয়েছে। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র বুধবার রাতে প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) গভর্নিং বডি এবং সংস্থাটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে গত বৃহস্পতিবার দেশে ফিরছিলেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। দূতাবাসের প্রটোকলে তিনি গাড়িতে করে জেনেভা বিমানবন্দরে পৌঁছান। গাড়ি থেকে নামার পর হঠাৎ একদল লোক এসে তাঁকে ঘিরে ধরে হেনস্তা করেন। এ সময় আসিফ নজরুলের সঙ্গে ছিলেন জেনেভা মিশনের শ্রম কাউন্সেলর মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম ও মিশনের স্থানীয় কর্মী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত মিজান। কিন্তু এ সময় তাঁরা দুজনই চুপ ছিলেন।

সেদিন বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে প্রবেশের পর এ ঘটনার সময় তাঁর নির্লিপ্ততার কারণ জানতে চেয়েছিলেন আসিফ নজরুল। জবাবে কামরুল বলেন, 'আপনি কথা বলছিলেন, তাই আমি চুপ ছিলাম।' কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, জেনেভা বিমানবন্দরে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে হেনস্তার ঘটনাকে সরকার পূর্বপরিকল্পিত বলে মনে করছে। এ ব্যাপারে জেনেভায় বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন থেকে ঢাকায় একটি প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে জেনেভায় অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত ঘটনার পর বুধবার মন্ত্রণালয় থেকে বিদেশে বাংলাদেশের সব মিশনে জরুরি একটি পরিপত্র পাঠানো হয়েছে। সেই পরিপত্রে মিশনগুলোকে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সরকারি সফরের সময় দুটি বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে বলা হয়েছে। প্রথমত, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিদেশ সফরের সময় তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং যথাযথ প্রটোকল দেওয়া বাংলাদেশের মিশনগুলোর বিশেষ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে শৈথিল্যের কোনো সুযোগ নেই। দ্বিতীয়ত, বিদেশি মিশনগুলোকে এ ধরনের সফর শুরুর আগেই সফরকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সফরের সময় যেকোনো অনভিপ্রেত ঘটনা এড়াতে আরও সচেষ্ট থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। জানা গেছে, মিশনের শ্রম কাউন্সেলর মুহাম্মদ কামরুল ইসলামকে স্ট্যান্ড রিলিজের পাশাপাশি মিজানকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিসিএস ২৯ ব্যাচের কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম ২০২১ সালে জেনেভার বাংলাদেশ মিশনের শ্রম উইংয়ে যোগ দেন। উপসচিব পদমর্যাদার এই কর্মকর্তা এর আগে প্রবাসীকল্যাণ সচিবের একান্ত সচিব ছিলেন।

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 44

নূতন রূপে বাহারি সব বাংলাদেশি খাবারের আয়োজন
খলিল'স ফুড
Khalil's Food
বিয়ে, জন্মদিন ,সকল আয়োজন এ ৫০০-২০০০ অতিথির কাটারীং করি
khalilsfood.com
Khalil Biryani House 718.409.6840
Khalil Halal Chinese 646.763.5073
Khalil Pizza & Grill 718.577.7997
Khalil Supermarket 718.521.9993
খলিলুর রহমান
CEO, Khalils Food
1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 45

বাংলাদেশের আগুনঝরা দিনের মহাপুরুষ

আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার মজলুম জনগনের অন্যতম দিশারী

মজলুম জননেতা

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী'র

৪৮ তম

মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন

১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রোববার

স্থানঃ জুইশ সেন্টার

৩৭-০৬ ৭৭ ষ্ট্রিট, জ্যাকসন হাইট্স, নিউউয়র্ক ১১৩৭২

সময় দুপুর ৩ ঘটিকা

মওলানা ভাসানী'র জীবন নিয়ে সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র

আলোচকবৃন্দ

ভাসানী গবেষক ডঃ আবিদ বাহার
মন্ট্রিয়েল কানাডা

ডঃ আসিফ আক্রাম
ভাইস চেয়ারম্যান ভাসানী চর্চ্চা কেন্দ্র, কলকাতা

যোগাযোগ

ইমরান হোসাইন আনসারী: ৩৪৭ ৮৬৬ ৭৩৬৫, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম: ৯১৭ ৭৮৩ ৮১৩৮, নুর আমীন: ৭১৮ ৫৫৯ ২৪২১, মোহাম্মদ হোসেন: ৫১৬ - ৩৪৩ - ৯৪৫৬, মোহাম্মদ আলী: ৯১৭ ৩০২ ০৪৪৩, মোঃ আবদুস সোবহান: ৬৪৬-৩৭১-৩৬১৪

মঈনুদ্দীন নাসের
সাধারণ সম্পাদক
ফোন: ৯১৭ ৪৪৬ ৩৬৩২

কাজী ফৌজিয়া
সহ সভাপতি
ফোন: ৩৪৭-৯৬৫-৩১৯৪

আলী ইমাম
সভাপতি
ফোন: ৩৪৭ ৭৭৪ ৬৪৬৯

আয়োজনে: মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক, ইউএসএ

Page-1-46_Layout 1 11/13/2024 11:04 PM Page 46

মা হওয়ার গুঞ্জনে মুখ খুললেন মিম

বিনোদন ডেস্ক : দীর্ঘদিন ধরেই সিনেমার ব্যস্ততা নেই ঢাকাই সিনেমার নায়িকা বিদ্যা সিনহা মিমের। অবসরে ঠিক কী করছেন তা নিয়েও বেশ গুঞ্জন চাউর হয়েছে। ভক্তদের মধ্যে কানাঘুসা চলছে, খুব শিগগিরই সন্তানের মা হতে চলেছেন এই অভিনেত্রী। এবার নিজের জন্মদিনেই এ নিয়ে মুখ খুললেন তিনি। মিমের জন্ম ১৯৯২ সালের ১০ নভেম্বর রাজশাহীর বাঘা উপজেলায়। রোববার জীবনের ৩১টি বসন্ত পেরিয়ে ৩২ বছরে পা রাখলেন এই নায়িকা। বরাবরের মতোই এবারও বড় কোনো পরিকল্পনা সাজাননি ঢাকাই এই সুন্দরী। ছোট বেলায় জমকালোভাবে জন্মদিন উদযাপন করলেও, এখন আর তেমন আয়োজন করা হয় না মিমের। গণমাধ্যমে এ প্রসঙ্গে কথা বলেন অভিনেত্রী। তিনি জানান, জন্মদিনটা আসলে খুব ঘটা করে উদযাপন করা হয় না। বরাবরের মতোই তার মা, হাজবেন্ড, পরিবারের সদস্য ও কাছের বন্ধুদের সঙ্গে ঘরোয়া আয়োজনেই উদযাপন করবেন তারা।

কথা প্রসঙ্গে উঠে আসে নতুন অতিথি আসার কথা। এরপরই মিম বলেন, ‘এমন কিছু ঘটলে আমি কেন লুকাবো? আমার জীবনের কোনো কিছুই তো লুকাইনি। যা করেছি, সবকিছু জানিয়েই করেছি। তবে শিগগিরই সন্তান নেওয়ার সম্ভাবনা নেই। তেমনটা হলে অবশ্যই সবাই জানতে পারবেন। এখন কাজ নিয়েই ভাবছি, কাজ নিয়েই থাকতে চাই।’ ‘লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার ২০০৭’ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন ও হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত ‘আমার আছে জল’ সিনেমার মাধ্যমে রুপালি পর্দায় অভিষেক হয় মিমের। এরপর ‘জোনাকির আলো’ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য ৩৯তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে মৌসুমীর সঙ্গে যৌথভাবে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান তিনি। এরপর একাধারে কাজ করে চলেছেন এই অভিনেত্রী। জায়গা করে নিয়েছেন ভক্তমনে। অভিনয়ের পাশাপাশি লেখক হিসেবেও খ্যাতি রয়েছে মিমের। ২০১২ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত হয় অভিনেত্রীর প্রথম গল্পের বই ‘শ্রাবণের বৃষ্টিতে ভেজা’। ২০১৩ সালের বইমেলায় প্রকাশিত হয় মিমের উপন্যাস ‘পূর্ণতা’।

মধ্যমণি শাকিব খান

বিনোদন ডেস্ক : কলকাতার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এসকে মুভিজ থেকে ২০২৫ সালের জন্য ১৮টি সিনেমা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জমকালো আয়োজনের মধ্যে গত সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতার তাজ হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছিলেন ওপার বাংলার নামি শিল্পী ও পরিচালকরা। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন আবির, অঙ্কুশ, শ্বাশত, জিতু, অর্ণিবান, ঋত্বিক, ঋতুপর্ণা, শ্রাবন্তী, দর্শনা, পায়েলসহ প্রথমসারির তারকা। আরও ছিলেন সৃজিত মুখার্জি, শিবুপ্রসাদ, জয়দীপ মুখার্জির মতো প্রথম সারির নির্মাতারা। এতসব তারকার ভিড়ে মধ্যমণি হয়েছিলেন ঢাকাই মেগাস্টার শাকিব খান। এসকে মুভিজের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্কের কারণে মুম্বাইয়ে ‘বরবাদ’ ছবির শুটিং থেকে এক রাতের জন্য কলকাতা আসেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থাপক মীর মঞ্চে শাকিবকে বাংলাদেশিদের গর্ব মেগাস্টার সম্মোধন করে ডেকে নেন। তখন শাকিব মঞ্চে গিয়ে তার মুক্তির অপেক্ষায় থাকা ‘দরদ’ নিয়ে বলেন, ‘আগামী ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশ-ভারতসহ বিশ্বের ২০টির বেশি দেশে দরদ মুক্তি পাচ্ছে। এটি অত্যন্ত চমৎকার একটি গল্পের সিনেমা। গান রিলিজ হতে দেরি হলেও আসার সঙ্গে সঙ্গে সবার ভালোবাসায় এক ঘণ্টায় ট্রেন্ডিংয়ে এসেছে, যা আমাকে অভিভূত করেছে।’ মঞ্চে দাঁড়িয়ে শাকিব যৌথ প্রযোজনা নিয়েও আলাপ করেন। তিনি বলেন, ‘যতবারই এখানে (কলকাতা) আসি, কখনো দুই বাংলাকে আলাদা মনে হয় না। আমার কাছে মনে হয়, এখানকার সবাই ওখানে গেলেও একই অনুভব করেন। দুই বাংলায় যৌথ প্রয়াসে সিনেমা নির্মাণ বরাবরই ইতিবাচক। এতে দুই ইন্ডাস্ট্রিই সমৃদ্ধ হয়।’ এদিকে, সেখানকার ১৮টি সিনেমার মধ্যে শাকিবের ছবি থাকছে কি না, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। তবে সূত্র জানাচ্ছে, প্রাথমিক আলাপ হয়েছে। আগামীতে বড় আয়োজন করে ব্লকবাস্টার শিকারী, নবাবের পর ফের জানানো হবে এসকে মুভিজের সঙ্গে শাকিবের নতুন কাজের খবর। সাইকো থ্রিলার গল্পের সিনেমা দরদ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ প্রযোজনায়। অভিনয়েও রয়েছেন দুই দেশের শিল্পীরা। শাকিব খান, সোনাল চৌহান ছাড়াও অভিনয় করেছেন পায়েল সরকার, রাহুল দেব,

সুখবর দিলেন মেগান ফক্স

বিনোদন ডেস্ক : হলিউড অভিনেত্রী মেগান ফক্স আবারও মা হতে চলেছেন। ভক্তদের এ সুখবরটি অভিনেত্রী নিজেই তার ইনস্টাগ্রামে দিয়েছেন। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে দুটি ছবি পোস্ট করেছেন মেগান। একটিতে তার বেবি বাম্প, অন্যটিতে প্রেগন্যান্সি পরীক্ষার ইতিবাচক রেজাল্টের ছবি। ক্যাপশনে অভিনেত্রী লিখেছেন, ‘সত্যি কোনো কিছুই হারিয়ে যায় না। স্বাগত জানাই।’ মার্কিন র‍্যাপার মেশিন গান কেলির সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে প্রস্তুত মেগান। এর আগে প্রথম সংসারে তিন সন্তান রয়েছে তার। ২০২২ সালে বাগদান সারেন মেগান ফক্স ও গায়ক মেশিন গান কেলি। এক বছর আগে এ জুটি বাবা-মা হওয়ার কথা জানিয়েছিল। তবে হঠাৎ মেগানের গর্ভপাত হয়। তবে এবার সুসংবাদ দিলেন অভিনেত্রী। ২০০৪ সালে ‘হোপ অ্যান্ড ফেইথ’ সিনেমার শুটিং সেটে দেখা হয় মেগান ফক্স ও অভিনেতা ব্রায়ান অস্টিন গ্রিনের। তখন মেগানের বয়স ১৮ আর ব্রায়ানের ৩০। বয়সের ব্যবধান বেশি হওয়ায় সম্পর্কে জড়াতে গিয়েও দ্বিধায় পড়েছিলেন মেগান। সর্বশেষ ২০১০ সালে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পেছনে ফেলে অভিনেতা ব্রায়ান অস্টিন গ্রিনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন মেগান ফক্স। এ সংসারে তাদের তিনটি পুত্র সন্তান রয়েছে। ২০২০ সালে ভেঙে যায় মেগানের প্রথম সংসার। ব্রায়ান অস্টিন গ্রিনের সঙ্গে সংসার ভাঙার দুই সপ্তাহ পূর্ণ হওয়ার আগেই নতুন প্রেমিক মার্কিন সংগীতশিল্পী মেশিন গান কেলির সঙ্গে নাম জড়িয়ে খবরে আসেন মেগান ফক্স।

৮ বছর পর দেশে ফিরলেন বেবি নাজনীন

বিনোদন ডেস্ক : আট বছর পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরেছেন কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন। গত ১০ নভেম্বর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে হজরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে শুরুতেই বেবি নাজনীন জুলাই আগস্টের আন্দোলনে নিহত সকল শহীদ ও আহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি আশাবাদী বলেও জানান। গায়িকা আরও বলেন, ‘জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বাংলাদেশে শহিদ ছাত্রজনতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। আহত ভাইবোনদের প্রতি সমবেদনা। তাদের আত্মত্যাগে নতুন স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে বাংলাদেশ। পতন হয়েছে বাংলাদেশের বুকে জেঁকে বসা জগদ্দল পাথর শেখ হাসিনা সরকারের। দীর্ঘ ১৬ বছর পর বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছে বাংলাদেশের মানুষ, কথা বলতে পারছে স্বাধীনভাবে।’ এসময় সাংবাদিকরা তার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বেবী নাজনীন বলেন, ‘আমি রাজনীতির সঙ্গেই আছি। মিডিয়াকর্মী হিসেবে আপনাদের সঙ্গেও আছি। কেবল দেশে ফিরেছি। আমার পরিকল্পনার কথা আপনাদের জানাব।’

বিশ্ব সংগীতে সবার সেরা এখন বিয়ন্সে

বিনোদন ডেস্ক : বিশ্ব সংগীতের সবচেয়ে মর্যাদাকর গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসে সর্বোচ্চ ১১টি শাখায় মনোনয়ন পেয়ে রেকর্ড গড়লেন যুক্তরাষ্ট্রের পপ তারকা বিয়ন্সে। এই নিয়ে গ্র্যামিতে বিয়ন্সের মনোননয় সংখ্যা দাঁড়াল ৯৯-এ, এই সংখ্যা আর কোনো শিল্পীর নেই। বিবিসি জানায়, এর আগে এই গায়িকার স্বামী জে-জেডের গ্র্যামিতে সর্বোচ্চ মনোনয়ন ছিল ৮৮টি। আগামী বছরের ২ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে ৬৬তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসের আসর বসতে চলেছে। এবারের আসরে সাতটি করে মনোনয়ন পেয়েছেন বিলি আইলিশ, চার্লি এক্সসিএক্স, কেন্ড্রিক লামার ও পোস্ট ম্যালোন। আর টেলর সুইফট, সাবরিনা কার্পেন্টার ও চ্যাপেল রোয়ান মনোনয়ন পেয়েছেন ছয়টি করে।

এর আগে প্রয়াত সংগীত পরিচালক জর্জ সলতি ৩১ বার গ্র্যামি পুরস্কার পাওয়ার সুবাদে প্রায় দুই দশক ধরে রেকর্ডটি নিজের দখলে রেখেছিলেন। তাকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে আসেন বিয়ন্সে। চলতি বছরে গ্র্যামিতে বিয়ন্সের মূল প্রতিযোগিতা হবে গায়িকা টেইলর সুইফটের সঙ্গে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সুইফট এ পর্যন্ত গ্র্যামিতে সেরা অ্যালবামের পুরস্কার জিতেছেন চারবার। এছাড়া ‘ইরাস ট্যুর’ নিয়ে গানের সফরের বের হয়ে গত কয়েক মাস ধরে বিশ্বের যে দেশেই সুইফট গেছেন, দর্শকদের একটি সফল কনসার্ট উপহার দিয়েছেন।

কঠিন সময়ে ঐশ্বরিয়ার পাশে রেখা

বিনোদন ডেস্ক : ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। যিনি অভিনয় দক্ষতা ও নিজের সৌন্দর্য দিয়ে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। তবে করণ জোহারের এক অনুষ্ঠানে ঐশ্বরিয়ার এই সৌন্দর্য ‘প্লাস্টিক সার্জারি’ বলে কটাক্ষ করেছিলেন ইমরান হাশমি। ঐশ্বরিয়ার এই দুঃসময়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন কিংবদন্তী অভিনেত্রী রেখা। তিনি দাবি করেছিলেন, ভারতে মডেলদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হলেন ঐশ্বরিয়া।

ভারতীয় গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘মডেলদের মধ্যে আমার সবচেয়ে পছন্দ ঐশ্বরিয়াকে। নে সবচেয়ে সেরা, যারা ওকে ‘প্লাস্টিক’ বলে, আমি তাদের সমর্থন করি না। ওর অভিব্যক্তি খুবই স্বতঃস্ফূর্ত।’ ঐশ্বরিয়ার জন্য অন্য কারও সঙ্গে লড়তেও রাজি ছিলেন রেখা। তার ভাষ্য, “আমি বাঘিনীর মতো ওর হয়ে লড়ব। ওর জন্য অনেক ভালবাসা।’ প্রসঙ্গত, ‘উমরাও জান’ সিনেমাতে অভিনয় করেছিলেন রেখা। পরে ঐশ্বরিয়াকে এই একই চরিত্রে দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের হয়েও ঐশ্বরিয়ার মুখে উর্দু সংলাপ শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী।

নাহিদকে নিয়ে যা বললেন সালমান মুক্তাদির

বিনোদন ডেস্ক : মূলত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলামের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এ উদ্যোগ নিয়েছেন আন্দোলনের নেতাকর্মী এবং শোবিজ ইন্ডাস্ট্রির তারকা, নাট্য নির্মাতা, ইনফ্লুয়েন্সার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটররা। যার দেখা মিলছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। #WeAreNahid হ্যাশট্যাগে ছেয়ে গেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক। এ অবস্থায় তরুণ প্রজন্মের জনপ্রিয় মডেল, অভিনেতা ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর সালমান মুক্তাদিরের। তিনি পোস্টটি নিজের টাইমলাইনে শেয়ার করে লিখেছেন, ‘এই যে যা ইচ্ছা তাই এখন বলতে পারছো, অভিযোগ করতে পারছো, নিজের প্রোফাইল থেকে সবকিছু শেয়ার করতে পারছো। প্রশ্ন করতে পারছো। এটা ভুলে যেও না। জীবনের কোনো দিন পারো নাই। এই প্রথম পারছো, ভুলে যেও না।’

Page-47-55_Layout 1 11/13/2024 10:52 PM Page 47

মানিকগঞ্জ সমিতির বর্ণাঢ্য অভিষেক

(শেষ পাতার পর)

জমকালো এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সদস্য, তাদের পরিবার এবং কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে বৃহৎ মিলনমেলায়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ৬১ সদস্যবিশিষ্ট নবনির্বাচিত কমিটির সবাইকে শপথবাক্য পাঠ করান সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার তৈয়বুর রহমান হারুন। পরে অতিথি ও নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়।

মানিকগঞ্জ সমিতি নর্থ আমেরিকা ইনকের সভাপতি মো. জিকরুল আমিন জুয়েলের সভাপতিত্বে অভিষেক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আহসান হাবিব। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ মিয়া। অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও আজকাল সম্পাদক শাহনেওয়াজ। অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট রিয়েলটর ও কমিউনিটির পরিচিত মুখ নূরুল আজিম। সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে নতুন কমিটিকে শুভেচ্ছা জানান বাংলাদেশ সোসাইটির নবনির্বাচিত সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, বর্তমান ও নবনির্বাচিত সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, লায়ন আহসান হাবিব, শো'টাইম মিউজিকের সিইও আলমগীর খান আলম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আব্দুর রশিদ বাবু, মানিকগঞ্জ সমিতি নর্থ আমেরিকা ইনক'র উপদেষ্টা মিয়া আব্দুস সালাম আজমসহ পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রধান *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

সেলিম-আলী প্যানেলের বিজয় উৎসব

(শেষ পাতার পর)

এছাড়াও আলোচনা, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশ ভোজের আয়োজন ছিলো এই উৎসবে। সেলিম-আলী প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও আজকাল সম্পাদক শাহনেওয়াজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন, গীতা ও বাইবেল থেকে পাঠ করার পর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পর বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন সোসাইটির নবনির্বাচিত সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী। গীতা থেকে পাঠ করেন সানি গোপ। বাইবেল থেকে পাঠ করেন ডা. টমাস দুলু রায়। এরপর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

বাংলাদেশ সোসাইটির বিদায়ী সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া, সেলিম-আলী প্যানেলের নির্বাচিত সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, এই প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আজমল হোসেন কুনু, প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ হোসেন খান, প্রধান সমন্বয়কারী কাজী আজহারুল হক মিলন, যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, বর্তমান ও নবনির্বাচিত সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান ও নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুলসহ জ্যামাইকা, ওজোনপার্ক, ব্রুকলিন, উডসাউড ও ব্রঙ্কস এলাকার নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নেতৃবৃন্দ মঞ্চে ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত কর্মকর্তাদের হাতে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং বরণ করে নেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য পর্বে সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া, আজমল হোসেন কুনু, আতাউর রহমান সেলিম, মোহাম্মদ আলী, মহিউদ্দিন দেওয়ান ও কামরুজ্জামান কামরুল সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন সেলিম-আলী প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব তোফায়েল *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস'র এস্টোরিয়া শাখার উদ্বোধন

(শেষ পাতার পর)

হয়। ৮ নভেম্বর, শুক্রবার বাদ জুমা ফিতা কেটে শাখাটি উদ্বোধন করেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনসুলেটের ফাস্ট কাউন্সেলর মো: আনিছুজ্জামান। দোয়া পরিচালনা করেন আলামিন মসজিদের খতিব মাওলানা লুৎফর রহমান। সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও মাসুদ রানা তপন তার উদ্বোধনী বক্তব্যে অনুষ্ঠানে আগত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, উন্নত গ্রাহক সেবা, ভালো রেট, মোবাইল এ্যাপসহ নানা লোকেশান থেকে টাকা পাঠানোর সুবিধা আজ সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস'র জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে। যার কারণে প্রতিষ্ঠানটির পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আমি আমাদের সকল সম্মানিত গ্রাহকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি আরো বলেন, সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস বাংলাদেশসহ ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, নেপাল এবং আফ্রিকাতে টাকা পাঠিয়ে আসছে। জ্যাকসন হাইটিস-এ ৭৩ ও ৭৪ স্ট্রিটে ২টি শাখা, এছাড়াও জ্যামাইকার হিলসাইট, এস্টেরিয়াসহ সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস'র রয়েছে ৪টি শাখা। এছাড়াও নিউইয়র্ক জুড়ে রয়েছে ১০০টির ও বেশী এজেন্ট লোকেশন। সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস বাংলাদেশে ১১টি ব্যাংকের রেমিটেন্স এগ্রিমেন্ট রয়েছে। এছাড়া গ্রাহকরা বিকাশের মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ইমিগ্রেন্ট এল্ডার হোম কেয়ার'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও গিয়াস আহমেদ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ও স্টার ফার্নিচার'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও রকি আলিয়ান, সেক্রেটারি জেএফএম রাসেল, এ্যাংকর ট্রেভেল্স'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও এএসএম উদ্দিন (পিন্টু), বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকি। এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মো: জাবেদ উদ্দিন, এ্যাপোলো ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজ'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও মো: শমশের আলী, আলামিন মসজিদের সভাপতি সাহাবুদ্দিন, মরগেজ ইন্স্যুরেন্সের সভাপতি সান্তনু বড়ুয়া (হিমু), বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এজিএম জাহাঙ্গীর হাসান। উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, টাইম টেলিভিশনের সিইও ও সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক মো: নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার প্রমুখ।

Page-47-55_Layout 1 11/13/2024 10:52 PM Page 48

বিচ্ছেদের শোক, উচ্ছেদের কষ্ট

(৯ পাতার পর)

সবচেয়ে হতাশার কারণ যেটা ছিল সেটি হলো আন্দোলনের অভাব। শহীদ সাবের উদ্বাস্তু হয়েই রইলেন এবং শহীদ হলেন একাত্তরে। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একাধিকবার কারারুদ্ধ হয়েছেন সরদার ফজলুল করিম, একাত্তরে হয়তো শহীদ হতেন, যদি না কারারুদ্ধ থাকতেন। আগে কারাগারে ছিলেন, কিন্তু একাত্তরে মুক্ত ছিলেন বলে প্রাণ দিতে হলো শহীদুল্লাহ কায়সারকে। একাত্তরে সিরাজ সিকদার নিহত হতে পারতেন পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে, যাদের বিরুদ্ধে তিনি সামনাসামনি লড়াই করেছেন, কিন্তু প্রাণ হারালেন দেশ স্বাধীন হবার পরে, পঁচাত্তরের শুরুতে, স্বাধীন দেশের সরকারি বাহিনীর হাতে।

কমিউনিস্টদেরই জনজীবনের সঙ্গে সবচেয়ে নিকটে থাকার কথা ছিল। তারা চেষ্টাও করেছেন থাকতে। কিন্তু নিজেদের ভেতরে মধ্যবিত্তসুলভ একটা দূরত্ব তো ছিলই, অন্যদিকে ছিল রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, যেজন্য তাদের কখনো-বা পলাতক কখনো বন্দি জীবন-যাপন করতে হয়েছে। যখন প্রকাশ্যে আসার সুযোগ পেয়েছেন তখন দেখা গেছে মতাদর্শিক বিভাজন। একাংশ নিজেদের মিশিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে, অপরাংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছেন নানা অংশে।

কিরণশঙ্কর রায়ের কথাই-বা কি করে ভুলি? কমিউনিস্ট ছিলেন না, কিন্তু উদারনীতিক ও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন তো বটেই। শিক্ষা গ্রহণ করেছেন অক্সফোর্ডে, ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরেছেন, ১৯৪৭-এ তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা; প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন দেশভাগকে প্রতিহত করতে, পারেননি। দেশভাগের পর গান্ধীজির নির্দেশে ঢাকায় এসে ব্যবস্থাপক পরিষদে বিরোধী দলের নেতা হলেন; কিন্তু টিকতে পারলেন না, কলকাতায় ফিরে গিয়ে বিধান রায়ের মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার দরুন তার হাত দিয়েই কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধকরণের হুকুম জারি হলো, সেই সময়ে শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য পূর্ববঙ্গের একাংশ দখল করা যায় কিনা এমন কথাও তাকে শুনতে হচ্ছিল। চাপটা ছিল সেই রকমেরই হাবীবুল্লাহ বাহারের পক্ষে যা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সহ্য করতে পারলেন না কিরণশঙ্কর রায়ও, মন্ত্রী হবার কয়েক মাস পরই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মাত্র ৫৮ বছর বয়সে। একাত্তরের কথা তো ভিন্ন। তখন যে মানুষ কীভাবে ও কত সংখ্যায় ছিন্নমূল ও বিচ্ছিন্ন হয়েছেন তার হিসাব তো কোনো কালেই করা যাবে না।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ায় ট্রাম্পনীতি

(৮ পাতার পর)

দক্ষিণ এশিয়াকে কতটা প্রভাবিত করবে। যে অঞ্চলটিতে বেইজিংয়ের প্রবল প্রভাব রয়েছে নানা কারণে। ভারতের মোদি সরকার নিঃসন্দেহে এর সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করবে। রাষ্ট্রীয় সমীকরণের বাইরে নরেন্দ্র মোদির সাথে ট্রাম্পের রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পর্ক। মোদি সমর্থক উগ্রপন্থী হিন্দু ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকানরা ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়েছেন যদিও তার প্রতিপক্ষ কমলা হ্যারিস একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নারী।

নতুন পথে দিল্লি-ওয়াশিংটন সম্পর্ক? : ট্রাম্পের প্রতি মোদির ব্যক্তিগত অনুরক্তি বাইডেনের সময় ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে কিছুটা আচ্ছন্ন করেছিল। এবার সেটি উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। তার একটি সঙ্কেত হলো বিজেপি নেতাদের সাথে সুর মিলিয়ে নির্বাচনী প্রচারের সময় বাংলাদেশে হিন্দু-খ্রিষ্টান নিরাপত্তার বিষয়ে ট্রাম্পের উদ্বেগ প্রকাশ।

ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়টি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ভারত অর্থনৈতিক ও কৌশলগত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে ডিভিডেন্ট পেতে পারে। ট্রাম্পের সাথে পুতিনের নিজস্ব একটি হিসাব-নিকাশে রাশিয়ার সাথে দিল্লির বেশি মাখামাখি ওয়াশিংটনের সাথে সম্পর্ককে যে প্রভাবিত করেছিল; তা কিছুটা পাল্টাতে পারে। গত সপ্তাহে, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর ও ট্রেজারি বিভাগ 'রাশিয়ার অবৈধ যুদ্ধে সহায়তার জন্য' ১৯টি ভারতীয় কোম্পানি এবং দুই ভারতীয় নাগরিকসহ প্রায় ৪০০টি সংস্থাকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

১৯টি প্রাইভেট ফার্মের সাথে রয়েছে একটি ভিন্ন গল্প। যুক্তরাষ্ট্রের মতে, এ সংস্থাগুলো রাশিয়ার যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করতে প্রযুক্তি ও অন্যান্য উপাদান সরবরাহ করেছে। তাদের অনেকে বলে যে তারা নিষেধাজ্ঞার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কারণ তারা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে খুব বেশি ব্যবসা করে না। এ ছাড়া ভারতীয় রুপিতে লেনদেনের অর্থ দেয়া হয়। তবে আমেরিকার এ নিষেধাজ্ঞার প্রভাবের চেয়ে প্রতীকী গুরুত্ব বেশি।

ট্রাম্পের আগমনে এ সম্পর্ক মৌলিকভাবে পাল্টাবে বলে মনে হয় না। বিজেপির কেউ কেউ এমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন যে ট্রাম্প আসার অর্থ হলো দিল্লির দক্ষিণ এশিয়ার ইজারা পাওয়া। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ভারতের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে এমন কিছু ট্রাম্পের অধীনে যুক্তরাষ্ট্র করবে না।

বাংলাদেশ নিয়ে নতুন সমীকরণ : আমেরিকান দক্ষিণ এশিয়া নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ভারতের আনুকূল্যে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশবিরোধী ব্যাপক প্রচারণার পরও ওয়াশিংটন ঢাকায় প্রফেসর ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। যারা ভেতরের খেঁ-জখবর জানেন তারা বলেছেন, এ সমর্থনের ভিত্তি অনেক গভীর। এ গভী-রতার কারণে ইউরোপ আমেরিকার পশ্চিমা বলয় ঢাকার অন্তর্বর্তী সরকারের পেছনে দাঁড়িয়েছে। ড. ইউনূসের প্রতি যখন শেখ হাসিনার সরকার একের পর এক নিপীড়নমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছিল; তখন প্রফেসর ইউনূসের পক্ষে বিবৃতিদাতা সিনেটর ও কংগ্রেসম্যান দলে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটের প্রায় সমান সদস্য ছিলেন। ক্লিনটন পরিবারের সাথে ইউনূসের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের গভীর ক্ষমতা বলয়ের সাথে তার সংযোগ রয়েছে। ফলে ট্রাম্প আসার পর সব কিছু পাল্টে যাবে; এমন মনে করার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই।

আমেরিকান বিশ্লেষক কুগেলম্যান তার লেখায় ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প দায়িত্ব নেয়ার পর ইউনূস প্রশাসন কিছুটা বৈরিতার মুখোমুখি হতে পারেন। তবে ঢাকার সাবেক মার্কিন উপরাষ্ট্রদূত জন ডেনিলোভিজ সেটি নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সম্পর্ককে কৌশলগত বলে মন্তব্য করে বলেছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের সম্ভাব্য কর্মকর্তাদের সাথে ইউনূস সরকারের যোগসূত্র তৈরির উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। বাইডেনের সাথে ইউনূসের ঘনিষ্ঠতা ট্রাম্পকে ঢাকায় পতিত স্বৈরাচারকে আবার ক্ষমতায় ফেরাবে এমন যেকোনো সম্ভাবনার কথা তিনি একেবারে নাকচ করে দেন।

কুগেলম্যান বলেন, প্রথম ট্রাম্প প্রশাসনের সময় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক অনেক কৌশলগত অংশীদারত্ব দেখেছিল। সেই সময়কালে ট্রাম্প প্রশাসন ইন্দো-প্যাসিফিক নীতি চালু করেছিল। একই সাথে বাংলাদেশকে এর একটি বড় অংশ বলে মনে করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যও বেড়েছে। তবে আগামী চার বছরে কী ঘটতে পারে তাতে নতুন কিছু বিবেচনা সামনে রাখতে হবে।

প্রথমত, বাংলাদেশের নতুন নেতা ড. ইউনূস একসময় ডোনাল্ড ট্রাম্পের বেশ সমালোচক ছিলেন। কিন্তু এবার, অন্তর্বর্তী সরকারের নেতা হিসাবে তার প্রতিক্রিয়া স্পষ্টত খুব আলাদা ছিল। ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানাতে তিনি একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ চিঠি লিখেছেন। প্রশ্নটি হলো, ট্রাম্প সম্পর্কের অবস্থাকে কিভাবে দেখবেন এবং বর্তমান সম্পর্কটিকে নতুন করে সাজাতে চান কি না। কুগেলম্যানের ধারণা তিনি তা করবেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে বৈদেশিক নীতি দেখেন তা খুব লেনদেনমূলক এবং বাস্তববাদী। আর তিনি মিত্র ও অংশীদারদের সাথে বোঝা ভাগাভাগির পদ্ধতিও গ্রহণ করেন। তাই ট্রাম্প সম্পর্কের বর্তমান প্রকৃতি চালিয়ে যেতে আগ্রহী নাও হতে পারেন।

নির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন আগে, ট্রাম্প বাংলাদেশকে নিয়ে একটি তথ্যহীন, উসকানিমূলক টুইট পোস্ট করেছিলেন। এটি তার প্রকৃত অবস্থানকে প্রতিফ-লিত করে না। বরং মার্কিন নির্বাচনী রাজনীতির খেলায় বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু আমেরিকান কর্মী রয়েছেন; যারা প্রকাশ্যে বলেছেন যে ট্রাম্পের বিবৃতিগুলো তাদের সমর্থনের প্রচেষ্টার ফসল এবং এসব কর্মী মূলত মোদির সমর্থক। ট্রাম্প স্বীকার করবেন যে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদারিত্ব রয়েছে। আর মার্কিন প্রশাসনের অনেক গভীরে ইউনূসের যোগাযোগ থাকায় তিনি ছোটখাটো বহু গ্যাপ দ্রুত দূর করতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যায়। ইতোমধ্যে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশে রাষ্ট্র সংস্কারের অ্যাজেন্ডা সীমিত হয়ে অপেক্ষাকৃত দ্রুততম সময়ে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার একটি সম্ভাবনা রয়েছে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশ গ্রহণের সুযোগ কতটা অবারিত থাকবে সেটি বলতে আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।

বার্মা আইন ও মিয়ানমার বিবেচনা : বৈশ্বিকভাবে বাংলাদেশের গুরুত্ব পাওয়ার একটি উপাদান হলো যুক্তরাষ্ট্রের বার্মা আইন। এ আইনে মিয়ানমার ও সন্নিহিত অঞ্চলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। ডেমোক্র্যাটদের বৈদেশিক অঙ্গীকারের একটি অংশজুড়ে রয়েছে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি সমর্থন জানানো। বার্মা আইনকে এর অংশ মনে করা হলেও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো এ আইনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন রিপাবলিকানরাও। তা ছাড়া এ আইনের অন্তর্নিহিত লক্ষ্যের মধ্যে চীনকে কনটেইন করার কৌশলও রয়েছে। এ কারণে ট্রাম্প প্রশাসন আসার পর বার্মা আইন ঘিরে দক্ষিণ এশিয়ার মার্কিন উদ্যোগকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এমনটি স্বাভাবিক নয়।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারপ্রশাসন মিয়ানমার সীমান্ত অঞ্চলে বড় কোনো কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে চাইবে না। সঙ্গত কারণে যুক্তরাষ্ট্র একটি নির্বাচিত সরকারের অধীনে বার্মায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয় একটি নিষ্পত্তিমূলক অবস্থায় নিয়ে যেতে চাইবে। এ কারণে বাংলাদেশের বড় কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে কৌশলগত বোঝাপড়ার প্রয়োজন হবে। সেটি যে আওয়ামী লীগ বা পতিত ফ্যাসিবাদের সাথে সম্ভব নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না দু'টি কারণে। প্রথমত, ফ্যাসিবাদী দলের দেড় দশকের দুঃশাসনের অবসান ঘটেছে ছাত্র-জনতার তীব্র প্রতিরোধ কার্যক্রমে। দেশের ১০ ভাগের বেশি মানুষ সে দলকে সমর্থন করে না বলে জরিপে উঠে এসেছে। দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগ ভারতীয় চশমার বাইরে গিয়ে বাকি বিশ্বকে দেখতে ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা স্বার্থ বারবার উপেক্ষিত থেকেছে। সে ক্ষেত্রে প্রতিবেশী বড় দেশটি কেবল নিজের পাওনা বুঝে নিতে পেরেছে।

ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির একটি বড় দিক হলো যুদ্ধের ইতি ঘটানো। প্রথম দফা শাসনের সময় ট্রাম্প আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের আয়োজন শেষ করে এনেছিলেন। বাইডেন এসে সম্পন্ন করেন। এ কারণে দক্ষিণ এশিয়ার আন্তঃরাষ্ট্র বা আঞ্চলিক দ্বন্দ্বে জড়ালেও ট্রাম্প প্রশাসন চাইবে না নতুন একটি যুদ্ধ শুরু করতে। এ কারণে শেষ পর্যন্ত মিয়ানমারে এক ধরনের স্থিতাবস্থা থাকবে বলে মনে হয়।

নেপাল শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান : নেপালে আমেরিকার চীনবিরোধী বলয়কে শক্তিমান রাখতে চেষ্টা করে এলেও বড়ভাবে সেখানকার দ্বন্দ্ব সঙ্ঘাতে যুক্ত হয়নি। ট্রাম্প আমলে সে ধারা অব্যাহত থাকবে বলে মনে হয়। অন্য দিকে শ্রীলঙ্কায় রাজাপাকসে-উত্তর ক্ষমতাসীনদের যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন দিয়ে গেছে। কট্টর চীনপন্থী রাজনৈতিক শক্তির ক্ষমতায় আসা ঠেকাতে ওয়াশিংটন আর দিল্লির ভূমিকা সেখানে একমুখী থাকবে বলে মনে হয়।

আগেরবার ট্রাম্পের পররাষ্ট্র কৌশলের বক্তব্যে আফগানিস্তানের সেনা প্রত্যাহারের পাশাপাশি পাকিস্তানে উগ্রবাদী উত্থান প্রতিহত করার কথা এসেছে। ঐতিহ্যগতভাবে রিপাবলিকানদের সাথে পাকিস্তানের বোঝাপড়াটা ভালো। ট্রাম্প যে ধরনের বক্তব্য দিন না কেন; তার পাকিস্তান নীতি ভারসাম্যহীন হওয়ার আশঙ্কা কম। সৌদি ক্রাউন প্রিন্স এমবিএসের সাথে ট্রাম্পের বিশেষ সম্পর্ককে পাকিস্তানের গভীর ক্ষমতা বলয় ইসলামাবাদের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারবে।

সামগ্রিকভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসন যতটা না যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মনোযোগী হবে ততটা বাইরে হওয়ার সম্ভাবনা কম। আগেরবার তিনি এশিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চলে মার্কিন সম্পৃক্ততা কমিয়ে এনেছিলেন। এবারো সে ধারা অব্যাহত রাখতে পারেন। তার 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি ওয়াশিংটনের বৈশ্বিক প্রভাব আর যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের মধ্যে একটি ব্যবধান রেখা তৈরি করতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতেও এর প্রভাব দেখা যেতে পারে।

ট্রাম্প ফেরায় ফ্যাসিবাদীরা কেন খুশি?

(৮ পাতার পর)

অগ্রহণযোগ্য মনে করতেন বলেই ট্রাম্পের মিথ্যাচারে কিছু মনে করেনি। প্রায় আড়াই শ বছরের গণতন্ত্রে যে রাজনৈতিক শিষ্টাচার ও প্রেসিডেন্টের যে ইমেজ তৈরি হয়েছিল, তা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এ বাস্তবতা যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশের জন্যই উদ্বেগের ব্যাপার; কারণ, বিশ্বায়নের যুগে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই 'ট্রাম্প' রপ্তানি হতে পারে যেখানে-সেখানে। ২০১৬ সালে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই নিজেকে এলিটদের উচ্চতায় নেন এবং সন্তানদের সারা যুক্তরাষ্ট্রে পরিচয় করিয়ে দেন। জেতার পর তাঁর মনে হলো, তাঁর ভাষায়, বসবাসের জন্য হোয়াইট হাউস বেশ 'অভিজাত স্থান'! সে মেয়াদে নবাগত ট্রাম্পের বিষয়ে মার্কিন সমাজ ও প্রতিষ্ঠান থেকে যতটা প্রতিরোধ ছিল, এবার তা ছিল না। এবার কংগ্রেস ও কোর্ট থেকে তাঁর বেপরোয়া নীতির রাশ টেনে ধরার আশা করাও কঠিন ছিল। আসলে ইতিহাসের ভুল ঘোড়ার পিঠে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র। তবে গেঁ-য়ার ট্রাম্পের শাসন, ঋণ ও সামাজিক অবক্ষয়ে জর্জরিত যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এ পরিস্থিতি হতে পারে পরিবর্তনের প্রসববেদনা। এত দিন কৃত্রিম উপায়ে মার্কিন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

১৯৯০-এর দশকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং এর মিশনারি রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পৃথিবীর নানা দেশে উদার গণতন্ত্রের জোয়ার আসে এবং স্থিতিশীলতা খোঁজার স্বভাবসুলভ কারণেই অনেক মানুষ এতে মুক্তি খোঁজে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় একনায়কতান্ত্রিক শাসনের বাইরে গণতান্ত্রিক দেশেও গণতন্ত্রবিরোধী নেতৃত্ব এবং সংকীর্ণ রাজনৈতিক মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

বাংলাদেশও তার বাইরে নয়। তবে আপাতত ফ্যাসিবাদ হটলেও ফ্যাসিবাদ-পরবর্তী বাংলাদেশে এখন একটি বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার চ্যালেঞ্জ রয়েই গেছে।

খাজা মাঈন উদ্দিন, সাংবাদিক।

হই হই রই রই, আওয়ামী লীগ গেল কই

(৬ পাতার পর)

শেখ হাসিনা হলেও তিনি যা করছেন সেটা করেছে মুখোশের আড়ালে ভারত। ভারতের কয়েকজন নামজাদা কলামিস্ট এবং কয়েকটি নামকরা ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ্যে বলেছিল যে, ভারতের পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ বাংলাদেশে তাদের ভাষায় বিএনপি-জামায়াতকে দমন করার জন্য আরেকটি কাশ্মীর সৃষ্টি করা হোক। অর্থাৎ কাশ্মীরের জনগণ ৯৪ শতাংশ মুসলমান হলেও বর্বর সামরিক শক্তি দিয়ে কাশ্মীরীদের ভারতের পদানত করে রাখা হয়েছে। ৭৮ বছর পার হয়ে গেছে, আজও কাশ্মীরীরা মন থেকে ভারতকে মেনে নিতে পারেনি। আজ যদি কাশ্মীরীদের রায় নেওয়া হয় তাহলে ৯৫ শতাংশ কাশ্মীরী ভারত থেকে আলাদা হয়ে হয় স্বাধীন হতে চাইবে, নয়তো পাকিস্তানে যোগ দিতে চাইবে। ভারত চেয়েছিল বাংলাদেশ কাশ্মীরের মতো তাদের তাবেদার ও পদানত থাকুক। কিন্তু জুলাই ও আগস্টের বিপ্লব তাদের সমস্ত স্বপ্ন চুরমার করে দিয়েছে। তাই শেখ হাসিনার ইঙ্গিতে বাংলাদেশের পুলিশ ও র‍্যাব হানাদার বাহিনীর মতো নির্বিচার গুলি করলেও, হেলিকপ্টার থেকে গুলি বর্ষণ করলেও ভারত আজও রক্ত পিপাসু শেখ হাসিনাকেই সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

সেই শক্তিতে বলিয়ান হয়েই তারা সর্বশেষ জেনেভা বিমানবন্দরে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে হেনস্তা করেছে। আওয়ামী লীগকে গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে মোকাবেলা করার জন্য ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ফ্রান্সে গিয়ে পিনাকী ভট্টাচার্যের সাথে দেখা করেছেন। অন্যদিকে প্রাবসী ইউটিউবার ও ব্লগার কনক সরোয়ার, ইলিয়াস হোসেন, পিনাকী ভট্টাচার্য, নাজমুস সাকিব এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ঐক্যবদ্ধভাবে আওয়ামী প্রোপাগান্ডা মোকাবেলা করবেন বলে নিজেরা ঠিক করেছেন।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ভিত্তিহীন ও মনগড়া কাহিনী রচনা করে স্বয়ং নরেন্দ্র মোদি পশ্চিমা বিশ্বে ছড়িয়েছেন। তার সূত্র ধরে এখন ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ও ত্রিপুরায় ব্যাঙের ছাতার মতো একের পর এক সোশ্যাল মিডিয়ায় গজিয়ে উঠছে, যাদের উন্মাদ প্রচারণা শুনলে মনে হয়, এরা বাংলাদেশে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য আদাপানি খেয়ে লেগেছে। এমনকি একটি ভিডিও ক্লিপে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে হিন্দুদের ধরে ধরে জবাই করা হচ্ছে। আরেকটি ভিডিও ক্লিপে বলা হয়েছে যে, চট্টগ্রামে ইসকনের বিরুদ্ধে যৌথ বাহিনীর অভিযানে হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি তল্লাশি করে তাদের সেনাবাহিনী মারপিট করেছে।

গত ৫ নভেম্বর মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় আওয়ামী শিবিরে বিপুল উল্লাস দেখা গেছে। তারা ট্রাম্পের সহায়তায় আবার হারানো মসনদ ফিরে পাওয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। অথচ, এই শেখ হাসিনাই বলেছিলেন, তিনি কখনো পালান না। তিনি জনতার রোষানলে পড়ে প্রাণ ভয়ে ভারতে পালিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, মার্কিনীরা সেন্টমার্টিন চায়। সেন্টমার্টিন দিলে তিনি আজীবন ক্ষমতায় থাকতে পারতেন। তিনি এতদিন দেখিয়েছেন যে, তিনি চরম মার্কিন বিরোধী। সেই হাসিনা এখন ট্রাম্পের ছবি বুকে নিয়ে, তারই দল কর্তৃক সেই ছবিতে আঘাত করার সাজানো নাটকের ছবি ট্রাম্পের কাছে পাঠানোর জন্য উদগ্রীব। তাই ১০ নভম্বেরের ঐ ব্যর্থ মহড়া।

কথায় বলে, শূন্য কলসি বাজে বেশি। এই হই হুলুস্থুল করে হাসিনা ১০ নভেম্বরে বিক্ষোভ সভার ডাক দিলেন, তার ডাকে অজ্ঞাত স্থান থেকে আওয়ামী লীগের পলাতক নাম না জানা ব্যক্তি জিরো পয়েন্টে বিক্ষোভ সমাবেশ ডাকলেন। কিন্তু বাস্তবে কী দেখা গেল? ৯ নভেম্বর রাত ১১টা থেকে ছাত্রদল এবং বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সদস্যরা আওয়ামী লীগ অফিস ঘেরাও করে রাখে। ১০ নভেম্বর বেলা ১২টা থেকে জিরো পয়েন্টে আওয়ামী লীগের বিচার দাবিতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্ররা সভা করে। আওয়ামী লীগ অফিস জিরো পয়েন্ট বা বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের আশেপাশে কোনো আওয়ামী লীগ, যুবলীগ বা ছাত্রলীগের একজন সদস্যের টিকিটিরও দেখা পাওয়া যায়নি। তাই ছাত্রদল এবং বৈষম্য বিরোধীরা শ্লোগান তোলেন, 'হই হই রই রই/ শেখ হাসিনা গেল কই?', 'হই হই রই রই/আওয়ামী লীগ গেল কই?' এই হলো শেখ হাসিনার শূন্যে গদা ঘোরানো।

এখানে একটি কথা বলা অত্যন্ত জরুরি। জুলাই আগস্টের বিপ্লব কোনো বিদেশি শক্তির সাহায্যে হয়নি। আমেরিকা, রাশিয়া বা চীন কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি। আর ভারত তো সব সময় শেখ হাসিনার পেছনে ছিল এবং আজও আছে। তারপরেও যেহেতু দেশের মানুষ ইস্পাত কঠিন ঐক্য সৃষ্টি করতে পেরেছিল এবং জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য বলে গণ্য করেছিল তাই ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগকে ঝাড়ে-বংশে উৎখাত করা সম্ভব হয়েছে। এই ঐক্যকে যে কোনো মূল্যে ধরে রাখতে হবে। আমি কোদালকে কোদাল বলতে ভালবাসি। তাই বলছি, ট্রাম্প ইউনূস সরকারের প্রতি বৈরী হবেন কিনা জানি না, তবে নরেন্দ্র মোদি ও ট্রাম্পের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ও গভীর বন্ধুত্বের সুযোগ নেবেন নরেন্দ্র মোদি। তাকে দিয়ে বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করবেন। তাই বলে তাতে শংকিত হওয়ার কোনো কারণ নাই।

ধারণা করি, ইন্ডিয়া আর যাই করুক, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সাম-রিক হস্তক্ষেপ করবে না। ১৯৭১ সালের পটভূমি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটা ২০২৪ সাল। সেই রামও নাই, সেই অযোধ্যাও নাই। রয়েছেন কোটি কোটি বীর জনতা। আর তাদের মাঝে রয়েছে চার কোটি জেন-জেড এবং জেন-আলফা। এরা রক্ত দিতে শিখেছে। ভারত যদি ওপার থেকে বাজপাখির কালো হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে ঐ চার কোটি তরুণ যুবা এবং অবশিষ্ট নারী পুরুষ সেই কালো হাত ভেঙ্গে দেবে। তবে জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে জাতীয়তাবাদী, ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী এবং গণতন্ত্রে আস্থাবান আবালবৃদ্ধবনিতার মাঝে শিলা অটল ঐক্য থাকতে হবে। তাহলে কোনো শক্তি বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং সার্বভৌমত্বের ওপর কূ-নজর দিতে পারবে না।

Page-47-55_Layout 1 11/13/2024 10:52 PM Page 49

ফার্নিচার বিক্রয়

আকর্ষনীয় ডিজাইনের অত্যন্ত মজবুত এবং ভাল কন্ডিশনের চেয়ার সহ ডাইনিং টেবিল সেট ও ১টি চায়না অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন : **917-930-0104**।

Security Camera

Security Camera | Total Cable "Reliable, Affordable!" | Clear Cable clearTV | Computer Sale & Repair | Printing Neon Signs OPEN

Remote system view from any where

Security Door Bell = $ 400
4 Camera Full Set = $ 900.00
8 Camera Full Set = $ 1200.00
1 year limited warranty

Remote system view from any where

Tel: 941-822-3090
347-567-6560

Digital Security System & Networking Inc.
167-09 Hillside Ave. 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
letuchowdhury2009@yahoo.com

একটি বাংলাদেশী বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এখন অনলাইনে ব্রাউজ করুন
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH
Weeklybangladeshusa.com

Sagar CHINESE

Sagar Restaurant

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432
Tel: **718-298-5696, 718-657-2855**
www.sagarfood.com

Jamaica Branch
87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: **718-657-3333, 718-657-3334**
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch
252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: **718-343-4444, 718-343-4448**
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28
Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net
85-59, 168st, Jamaica, NY 11432
Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ
বাংলাদেশ সেন্টার , **917-547-6832**
Bangladesh Center inc
বি-২০-২২

Page-50,51_Layout 1 11/13/2024 11:00 PM Page 50

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

Jamaica house for rent:

155 Linden Blvd, shutpin Jamaica, 3 separate rooms with 1 full bath and kitchen monthly rent $2300. included all utilities. monthly rent $1900. Q6, Q111, Q113, Q114 bus service, E / F train. Looking for good income and working person. Near Al Ansar Masjid and near Bangladeshi grocery store. If you are qualify than contact at **718-322-1488.** Please Call between 10am to 10pm.

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা পারসন্স বুলেভার্ড এলাকায় (৮৫-৪১, ১৫৯ ষ্ট্রিটে) প্রাইম লোকেশনে ২ বেড রুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: **917-346-5183**
বি-২৩-২৫

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, মান্নান গ্রোসারি, টেলিপার্ক এবং 'এফ' ট্রেন ১৬৯ স্ট্রিট হিলসাইড এভিনিউর সন্নিকটে দুই বেডরুমের সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ **347-259-2954, 347-255-4846**। বি-২৩-২৫

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে স্প্রিংফিল্ড বুলেভার্ড ও ১১২ এভিনিউ এর কাছে এক বেডরুমের বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: **৩১৩-৩৬৩-৫৯২২ অথবা ৯১৭-৭৮০-৯৬৯২** বি-২২-২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড ১৭৪ স্ট্রিট ও ১০৬ এভিনিউয়ে একটি নতুন রেনোভেটেড ডুপ্লেক্স, দুই বেডরুম, এক লিভিং রুম, কিচেন, এক বাথরুমের একটি বাসা ছোট ফ্যামিলির কাছে আগামী ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ভাড়া হবে। ইউটিলিটি বিল ছাড়া মাসিক ভাড়া ২২৯০ ডলার। বাসার এক/দুই ব্লকের মধ্যে স্কুল, বাস স্টপ, পার্ক, মসজিদ, গ্রোসারি, লন্ড্রি, হালাল শপ সবকিছু আছে। যোগাযোগ: **929 350 9509**
বি-২৩-২৫

Basement rent

1. Rooms for rent. Woodside close to Roosevelt Ave. 65th Street. Tell. **347-652-9500, 718-446-3000**

বাসা ভাড়া

200-03 109th Avenue, Saint Albans, NY 11412. এটিক ০১ বেড রুম, ০১ লিভিং রুম, বাথ ও কিচেন, সেমিবেজমেন্ট ০২ বেড রুম ০১ বাথ ও কিচেন। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। সম্পূর্ণ নতুন এবং খালি। যোগাযোগ : **646-575-7053 I 646-318-9864** পার্কিং পাওয়া যায়। অতিনিকটে সুপার মার্কেট, ফার্মেসি, রেস্টুরেন্ট, দুইটা মসজিদ ও সোলার আছে।

রুম ভাড়া

জ্যামাইকার ইয়র্ক কলেজের কাছাকাছি গাইভার বুলেভাড ও ১০৯ এভিনিউয়ে একটি রুম কেবলমাত্র কর্মজীবী পুরুষের কাছে ভাড়া হবে। এমটিএ বাস স্টেশন সংলগ্ন। মাসিক ভাড়া ৬৫০ ডলার। যোগাযোগ: **৯১৭-৬৮৬-২৯৭০**
বি-২৩-২৫

রুম ভাড়া

জ্যামাইকায় হিলসাইডে মান্নান গ্রোসারীর নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একটি বড় রুম স্বামী-স্ত্রী/১-২জন ছাত্রী/মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। সাবওয়ে ও বাস স্টেশন অতি নিকটে। যোগাযোগ : **347-400-7158**। বি-২২-২৪

ফার্নিচার বিক্রয়

আকর্ষনীয় ডিজাইনের অত্যন্ত মজবুত এবং ভাল কন্ডিশনের চেয়ার সহ ডাইনিং টেবিল সেট ও ১টি চায়না অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন : **917-930-0104**। বি-২৩-।

আবশ্যক

Live-in Nanny Wanted

Looking for a live-in Nanny in Long Island. For details, Please call: 917-280-7656
বি-১৫-১৮

ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করি

আমি মো: ওয়ালিউল্লাহ, ইলেক্ট্রিক্যাল কাজে অত্যন্ত দক্ষ। সব ধরনের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি। **যোগাযোগ: মো: ওয়ালিউল্লাহ; ফোন: ৯২৯-৬৩৬-৬৮১৬**
বি-১৫-১৮

Office Room for Rent

An office room is available for rent at the following address: 167-13 Hillside Ave, Floor 2A, Jamaica, NY 11432, **Contact:** 929-642-9797, 646-403-6500 বি-১৫-১

ঢাকায় প্লট বিক্রয়

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পার্শ্বে ১৯৬৯ সনে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার-মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগঃ মোহাম্মদ খাঁন।
ফোন: **718-786-5168, Email: nazrul208165@gmail.com** । বি-২৩-।

হোম অ্যাটেনডেন্ট আবশ্যক

জ্যামাইকার সাটফিন এলাকায় একজন হোম অ্যাটেনডেন্ট আবশ্যক। কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য। (২৫ থেকে ৪৫ বছর)। যোগাযোগ: **৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮**। বি-১৯-২১

লিভিং মহিলা আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইড ১৬৯ স্ট্রিট, ১ জন বয়স্কা অসুস্থ মহিলাকে সপ্তাহে একদিন সার্বক্ষণিক দেখাশোনার জন্য লিভিং মহিলা জরুরী ভিত্তিতে আবশ্যক। যোগাযোগ করুন: 347-445-5093
বি-২৩-২৫

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ:
917-428-9818, 646-578-7802, 917-623-2231, 347-469-8270

উবার ভাড়া দেওয়া হবে

২০১৭ নিশান রোগ উবার ভাড়া দেওয়া হইবে । ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে। যোগাযোগ- সাঈদ **৩৪৭-৫৫৭-২৪৪০** বি – ২১-২৩

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ : **৯১৭-৫৯৩-৯৩১১**

কক্সবাজারে জমি বিক্রয়

কক্সবাজারের হোটেল-মোটেল জোনে অত্যন্ত লাভজনক নির্ভেজাল একক মালিকানাধীন রেজিস্ট্রিকৃত ৫ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। শুধু প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: **929-231-5426, 484-525-3923**
বি-১৪-১৬

গ্রীন ক্যাবের মেডেলিয়ন বিক্রি

টয়োটা ক্যামরি হাইব্রিড -২০১৫ গ্রীন ক্যাব মেডেলিয়ন বিক্রি হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৭৬-১৪৮২ বি- ১৩-১৫

রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়

কুমিল্লা মহানগরীর হযরত পাড়া চকবাজারের ১০ তলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় ১৩০০ স্কোয়ার ফিটের একটি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। তিন বেড, ৩ বারান্দা, ড্রয়িং/ডাইনিং, দুইটি বাথরুম, ২টি লিফট, ২টি সিড়ি ও উপরে মসজিদ ও কনফারেন্স রুম আছে। আমেরিকায় পেমেন্ট করলে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৩-৬২৫২ (ইউএসএ)। ০১৮১৮৪০৫৯২৮, ০১৮১২৭০১২২২ (বাংলাদেশ)। বি#১৭-২০।

House for Rent

1. 3 Bed 1.5 bath, living, dining, 86-19 175th St, $2800 + All Bills, 1st Flr & 2nd Flr
2. 4 Bed 1.5 bath, living, dining, parking 1st Flr $3400 Including. 90-53 185th St.
3. 4 Bed 1.5 bath, living, dining, $3000 +gas, electricity. 2nd Flr, 90-53 185th St.
4. 1 Bed 1 bath, living, Ozone Park, 104 St, $1800 Including. 90-53 185th St.

---

1. 1 Bed 1 bath, 1st Flr, 210th St & 90th Ave, $1700 including.
2. 2 Bed 1 bath, living, dining, parking 1st Flr $2000 + $300 Including. 156-20 107 Ave
3. Whole House 104th St & Foch Blvd
4. 2 Bed 1 bath, living, dining, 1st Flr $2600 Including. 162-17 108th Ave.

---

1. 2 Bed 1 bath, dining1st 217-05 103rd Ave $1800 Including, Attic
2. 2 Bed 1 bath, living, dining, 2nd Flr, 84-20 150th St, $2500 +cooking gas & electricity
3. 3 Bed 2 bath, living, dining, parking $3000 153 Rd & I119 Ave
4. 3 Bed 2 bath, living, dining, Floral Park $3500 +electricity

---

1. 4 Basement 1 bed, 1 bath, living, 92-10 179th Pl, $1500
2. 3 Bed 2 bath, living, 103rd Ave & Woodhaven Blvd $3000+electricity, Close to A Train
3. 3 Bed 1.5 bath, living, $2800+gas & electricity, 209th St & Hillside Ave
4. 3 Bed 1 bath, $2500+all bills, 177th St & 106 Rd
5. 1 Bed 1 bath, living, $1900 _ gas, electircity, 2nd Flr, 207th St & Hillside Ave
6. 3 Bed 1 bath at College Point

---

1. Woodside 2 Bed 1 bath, living, dining, 2nd Flr, 61 & 627 Station
2. Belrose, 2 bed 1 bath living, dining, Manor St & Hillside Ave
3. Brooklyn 3 bed 1 bath, living, 2nd Flr
4. 3 bed 1.5 bath living, dining, 258th St & Hillside Ave, $3200+Bills
5. 2 bed 1 bath, living 169th St & Hilsside Ave

---

1. 3 Bed 1 bath, living, dining, 1st Flr Inwood St & Liberty Ave
2. Duplex 3 bed, 1 bath living, dining 198th St & Jamaica Ave
3. 3 bed 2 bath living dining $3200 + bills 108-16 Pinegrove St

Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.
37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372
(718) 478-7000 ; (347) 652-9500
Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT
• Brick Pointing • Painting
• Water Proofing • Plastering
• Lintel Replacement • Carpenter
• Parapet Wall Replacement • Tiles, Wood Floor
• All Kind of Cement Work • Sidewalk/Driveway
Electric Plumbing

House for sell Jamaica Queens

Three family house 5 beds, 3 full baths, 2 half baths, finished basement, car garage and driveway. Close to all transportation and groceries. House price 980k.
Queens village one family house 3 beds, 2 full baths, huge finished basement, car garage and driveway. Close to all transportation and groceries.
House price 730k.
Please call: 917-593-9311

Page-50,51_Layout 1 11/13/2024 11:00 PM Page 51

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438

ইমাম জুবাইর রাশিদ

ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

বাড়ী ক্রয়ের এখনই সঠিক সময়!

Jashim U Chowdhury
NYS Licensed Realtor,
Professional/ Courteous!
Tel: 347-200-0567
Email: c21jashim@gmail.com
EXIT REALTY PRIME

SELL YOUR PROPERTY FASTER WITH TOP $$$

Residential, Commercial, Foreclosure
HUD Sale, Short Sale Specialist.

BUY- SELL - RENT

20 YEARS

আপনার বাড়ীর
Free Market Analysis and Consultation এর জন্য
যোগাযোগ করুন:

জসিম চৌধুরী
Lic. Realestate Sales Person
আমরা বাংলায় কথা বলি
ফোন: 347-200-0567

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA
email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648
Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

উত্তরায় প্লট বিক্রয়

ঢাকার উত্তরায় ১৫ নম্বর সেক্টরে 'ই' ব্লকের ৩-বি রোডে তিন কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। প্লটটি তুরাগ থানার দিয়াবাড়ি মৌজায় মেট্রোরেল স্টেশনের কাছে। যোগাযোগ: **২৪৮-৮৩৫-৬৯৬৮**

বি-১৫-১৮

পল্লবীতে জমি বিক্রয়

ঢাকা পল্লবীতে থানার কাছেই সাগুফতা হাউজিং এলাকায় বর্ণালী প্রকল্পে এখনি বাড়ি করার উপযোগী ৬ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। মূল্য আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগ: **347-421-6778** বি-১৫-১৭

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় 'এল' ব্লকে ৩ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় করা হবে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭৫০-৯৬৭৮, ৭১৮-৩৩৫-৬৭০৮
ইমেইল: azadpjournalist123@gmail.com

আবশ্যক

একজন গ্রাফিক্স
ডিজাইনার আবশ্যক
Call: 646-645-6904

Open House For Sale

* In Queens newly brick's construction 2 family house. 6 bedrooms, 5 bathrooms, 3 bedrooms basement, 2 car garage and driveway. 4000 square feet. **Price 1330k.**

* In Queens 3 family house. 5 bedrooms, 4 bathrooms, 2 half bathrooms, finished basement, car garage and driveway. **Price 999k.**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

পাত্র-পাত্রী

পাত্র চাই

শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে, নিউইয়র্কে প্রি-কে থেকে লেখাপড়া শুরু করে আপ-টু মাষ্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করে স্বনামধন্য হসপিটালে 'বায়ো-ইনফরমেটিক স্পেশালিস্ট পদে কর্মরত প্রতিষ্ঠিত পাত্রীর (৩১) জন্য শিক্ষিত পাত্র চাই। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৬৪-৭১২১; ইমেইল: bhuyan4814gmail.com
বি-৪৭-৪৯

পাত্র চাই :

বৃহত্তর সিলেট নিবাসী, US Citizen, CUNY থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে ব্যাচেলর Software Engineer, JP Morgan Chase & Co, NY চাকুরিরত, বয়স ২৬+ উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, ফর্সা, মেধাবী পাত্রীর জন্য ইঞ্জিনিয়ার, Software Engineer, ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট অথবা স্টুডেন্ট ভিসায় আগত সমপর্যায়ের উপযুক্ত পাত্র চাই (সিলেটের হলে ভালো হয়)। যোগাযোগ : **347-421-5365**
mcbarakahmedny@gmail.com

পাত্রী চাই

মৃদুভাষী, ফর্সা, ধার্মিক, উচ্চশিক্ষিত পাত্র, বর্তমানে বিদেশে কর্মরত। নো ইসু, সিভি/ছবি পাঠান
WhatsApp
+966592081090,
mehfuz80@yahoo.com

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ: **347-335-9887**
বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

IPA Manager Wanted

South Asian IPA is urgently looking for a full-time manager. Must have knowledge in medical coding, utilization and quality. Must have a car to drive in 5 boroughs in NYC. Competitive salary and benefits. Please email CV to **saipausa@gmail.com**

পাত্র চাই

বাংলাদেশে জন্ম, শিক্ষিত পরিবারের ২৭ বৎসর বয়স্ক, ইউএস সিটিজেন, হিজাবি স্বপরিবারের অবস্থানরত পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত, কমপক্ষে গ্রাজুয়েট, নামাজী পাত্র চাই। পাত্রী কিউনি থেকে হেলথ কেয়ার এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে গ্রাজুয়েট। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-১৯৯৩। বি# ২০-।

পাত্র চাই

২৩ বছর বয়স্ক আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ, শুধুমাত্র আমেরিকায় অবস্থানরত পাত্র যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: **917-312-6943**
বি-১০-১৩

পাত্রী আবশ্যক

বাংলাদেশে জন্ম, আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক।
যোগাযোগ: **929-288-9461** বি-১০-১৩

পাত্রী চাই

বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক।
যোগাযোগঃ 929-288-946
bmchoudhury1960@gmail.com বি- ১৩

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের (মাস্টার্স) কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার চাকুরিরত ২৬ বছর বয়স্ক ধার্মিক পাত্রের জন্য শিক্ষিত, নামাজি ও হিজাবি সুন্দরী পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: **৯১৭-৯৩৮-৯৪৪০**
বি-১৫-১৮

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

Page-47-55_Layout 1 11/13/2024 10:52 PM Page 52

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

حلال 100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

Live Goat $5.99/lb

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm
Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]

হাফেজ মওলানা শামসুল আলম

৯২৯-২৪২-৪৬৯২

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।

যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

মাহফুজুর রহমান আদনান

সিইও, হযরত শাহজালাল রহ. ভেরিয়াস সার্ভিস

mahfuzadnan.usa@gmail.com

অফিস : 9293300588

সেল : 9292618340

আমরা ফুড ষ্টাম্প, ক্যাশ এসিসটেনস, পাবলিক এসিসটেনস, হোম কেয়ার, মেডিকেইড-মেডিকেয়ার প্রসেসিং সহ অন্যান্য পাবলিক সার্ভিস সেবা অত্যন্ত যত্ন ও বিশ্বস্থতার সাথে প্রদান করে থাকি।

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনের জন্য সেরা মেডিকেয়ার প্ল্যান খুঁজে পেতে সাহায্য করি। ■ HEALTHFIRST ■ WELLCARE ■ HUMANA ■ AETNA ■ UNITED

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

মোহাম্মদ তুহিন
Lic. Insurance Agent

(718)310-0413
nymedicare@aol.com

NO UP FRONT- NO DOWN PAYMENT

NO ELECTRIC BILL HASSELS

GET SOLAR POWER AT YOUR HOME

আমরা বাংলায় কথা বলি
আপনার প্রয়োজন
আমাদের প্রচেষ্টা

ACCORDPOWER
Green Solutions and Investments

130-30 31st Ave #707
Flushing, NY 11354

www.accordpowerinc.com

M +1 347 476 9749

CONTACT: LUTFUR RAHMAN

E Lutfur@AccordPowerInc.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MFPD

917-476-6628, 718-371-8334

www.neherphotography.weebly.com

Page-47-55_Layout 1 11/13/2024 10:52 PM Page 53

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

জব হেল্প! জব হেল্প!!

- পোষ্ট অফিস জব, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, স্কুল সেফটি এজেন্ট, পুলিশ অফিসার, কারেকশন অফিসার এবং এমটিএ জব সহ আমেরিকার সব ধরণের সরকারী জব-এর এপ্লিকেশন এবং পরীক্ষায় পাশ করার জন্য হেল্প করা হয়।
- পোষ্টাল (United State Postal Service) জব একটি ফেডারেল জব। এই জব-এ সকল প্রকার সরকারী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। খুব সহজে এবং অল্প সময়-এ এই জব পাওয়া সম্ভব।
- জব না হওয়া পর্যন্ত আমরা আনলিমিটেড সাহায্য করে থাকি।
- আমাদের লক্ষ্য একটি সঠিক জব পেতে আপনাকে সাহায্য করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

ফোন:৩৪৭-৪৫৯-০৫৪৫ (মন্ডল) (By Appointment Only)
Microsoft Certified System Engineer and
A Plus Certified Professional এবং সরকারী জব এ কর্মরত
৩৩-২৪ ৭৭ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

Hillside Multi Services Inc.
হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্‌ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

Ma Travel Agency

❍ সুলভ মূল্যে যে কোন বিমানের Ticket & ওমরাহ Hajj Package. আমরা With IATA, ARC সদস্য
❍ JFK to Dhaka Return Ticket $599
❍ বিশ্বস্ততার সঙ্গে বাড়ি কেনা, বেচা এবং Rental, Loan এর ব্যবস্থা ❍ নির্ভুল Tax Filing & Immigration

Shahadat Hasan
Licensed Realtor

Notary and Multipurpose Services
(917)593-9311, E-mail : Shahadat3@msn.com
37-22 73rd Street # 2G, Jackson Heights, NY 11372

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

Page-47-55_Layout 1 11/13/2024 11:12 PM Page 54

GLOBAL
Tours & Travel

BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA

www.globaltravelbd.com

"We provide 24/7 customer support"

Special Fare
September - October - November

$500 + Tax
One-Way

$900 + Tax
Round Trip

FLIGHT VISA HOTEL

$300 OFF

CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655

* Minimum $10000 cash purchase required

Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel

Page-47-55_Layout 1 11/13/2024 10:52 PM Page 55

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

Captain Mahfuzul Haque

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা
  (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1217 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208

Page-56_Layout 1 11/13/2024 10:51 PM Page 1

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

Thursday
14 November 2024
বৃহস্পতিবার
১৪ নভেম্বর ২০২৪

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
বাসা ভাড়া, চাকরি, ক্রয়-বিক্রয়, পাত্র-পাত্রী
ব্রাউজ করুন
web : www.weeklybangladeshusa.com
Tel: 718-523-6299, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

পোর্ট অথরিটিতে সিকিউরিটি গার্ড

চাকরির খবর

বাংলাদেশ রিপোর্ট: পোর্ট অথরিটি অফ নিউইয়র্ক এন্ড নিউ জার্সি'র জন্য সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এই পদে বার্ষিক বেতনে পরিমাণ ৪১,৪৭০ ডলার। অবশ্য বেতনের পরিমাণ নির্ভর করবে *(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)*

নিউইয়র্কে অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং ব্যয় কমেনি

বাংলাদেশ রিপোর্ট: দিনে দিনে নিউইয়র্ক সিটির অধিক সংখ্যক বাসিন্দার জন্য বাড়িভাড়া রীতিমতো তাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়ি ভাড়া পরিশোধের পর খুব বেশি সংখ্যক নিউইয়র্কবাসীর কাছে তাদের খাবার, শিশুসেবা, যাতায়াতের জন্য ঠিকভাবে ব্যয় সংস্থান করাও সম্ভব হয় না। বিনোদনের জন্য ব্যয় করা তো দূরের কথা। অনেকে কম ভাড়ায় অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়ার চেষ্টা করতে কোনো ত্রুটি করেন না। কিন্তু সবার ভাগ্যে তো জোটে না। নিউইয়র্ক সিটিতে জনসংখ্যার তুলনায় আবাসন সংখ্যা কম। অতএব যা পাওয়া যায় তা গড় নগরবাসীর পক্ষে অধিকাংশের আয়সাধ্যের মধ্যে থাকে না। নিউইয়র্ক টাইমসের এক রিপোর্ট অনুযায়ী নিউইয়র্ক *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

ড. আবু জাফর মাহমুদ কুইন্স কাউন্টি কমিটি মেম্বার নির্বাচিত

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের কুইন্স কাউন্টি কমিটির মেম্বার পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশি আমেরিকান রাজ *(বাকি অংশ ১২ পাতায়)*

সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস'র এস্টোরিয়া শাখার উদ্বোধন করছেন অতিথি ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস'র এস্টোরিয়া শাখার উদ্বোধন

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের জনপ্রিয় মানি ট্রান্সফার প্রতিষ্ঠান সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস'র এস্টোরিয়া শাখার উদ্বোধন হয়েছে। ২৯-১৩, ৩৬ এভিনিউতে শাখাটির পূর্বের স্থান পরিবর্তন করে নতুনভাবে এই লোকেশানে উদ্বোধন করা *(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)*

বাংলাদেশ সোসাইটির বিজয়ীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ

নিউইয়র্ক : বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের অফিসিয়াল ফলাফল ঘোষণা এবং নির্বাচনে বিজয়ী 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ *(বাকি অংশ ২৬ পাতায়)*

ট্রাম্পবিরোধী বিক্ষোভে হাজারো মানুষ

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিজয়ী হওয়ায় হতাশা জানিয়ে দেশটির বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ করেছেন *(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)*

সেলিম-আলী প্যানেলের বিজয় উৎসব

নিউইয়র্ক : বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে জয়ী 'সেলিম-আলী' প্যানেল বিজয় উৎসব করেছে। গত ১১ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের উডসাইডে তিব্বত কমিউনিটি সেন্টারের হল রুমে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে অংশ নেন বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি। অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিতদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। *(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)*

মাকসুদ-মাসুদ পরিষদের ১৩ জনের শপথ গ্রহণ

নিউইয়র্ক: গত ২০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সমিতির নির্বাচনে জয়ী সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষসহ মাকসুদ-মাসুদ পরিষদের ১৩ জন গত ৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় সমিতি কার্যালয়ে শপথ গ্রহণ *(বাকি অংশ ২৬ পাতায়)*

ওজনপার্কে অ্যাসালের প্রি-কনভেনশন

বাংলাদেশ ডেস্ক : অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার (অ্যাসাল)'র ওজনপার্ক চ্যাপ্টারের প্রি-কনভেনশন এবং নতুন কার্যকরী কমিটির পরিচিতি সভা গত ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত *(বাকি অংশ ২৬ পাতায়)*

বক্তব্য রাখছেন মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাওলানা দেলোওয়ার হোসাইন।

জ্যাকসন হাইটসে মুনা সেন্টারের ফান্ড রেইজিং

বিএনিউজ: মুনা সেন্টার অব জ্যাকসন হাইটস (মসজিদ নামিরাহ) এর বার্ষিক ফান্ড রেইজিং ডিনার ও দোয়া মাহফিল গত ১০ নভেম্বর মসজিদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ *(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)*

সরকার একটি তালাবদ্ধ ঘরে বন্দি

কাজী জহিরুল ইসলাম : একদল যোগ্য, মেধাবী ও বুদ্ধিমান মানুষ একত্রিত হয়ে ঠিক করলেন তারা একটি আদর্শ নগর গড়ে *(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)*

রাজউক উত্তরা অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্পে প্রবাসীদের আবেদন প্রক্রিয়া

ঢাকা: প্রবাসীরা বাংলাদেশে রাজউক এর উত্তরা অ্যাপার্টমেন্ট *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

মানিকগঞ্জ সমিতির বর্ণাঢ্য অভিষেক

নিউইয়র্ক : প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন মানিকগঞ্জ সমিতি নর্থ আমেরিকা ইনক'র নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১০ নভেম্বর রোববার রাতে। এ উপলক্ষে কুইন্সের উডসাইডে গুলশান টেরেসে *(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)*

মানিকগঞ্জ সমিতি নর্থ আমেরিকার নতুন কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি পালন বিএনপি নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ'র

নিউইয়র্ক: গত ৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন রেস্টুরেন্টে নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ বদিউল আলমের সঞ্চালনায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে লন্ডন থেকে ভিডিও কলের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও বহির্বিশ্ব বিএনপির সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত *(বাকি অংশ ২৬ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ৫ বাংলাদেশির জয়

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পাঁচজন জনপ্রতিনিধি *(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)*

হেলথ্ ইন্স্যুরেন্স/মেডিকেড

৬৫ এবং তদোর্ধ্ব বয়সের ভাই-বোনদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স, মেডিকেড এবং অন্যান্য বেনিফিটের জন্য পরামর্শ এবং সহায়তা করা হয়।
যোগাযোগ করুন–

মোহাম্মদ কামাল হোসেন সরকার
ফোন : 718-316-0399
নিউইয়র্ক স্টেট হেলথ ইন্স্যুরেন্স লাইসেন্সধারী এজেন্ট।

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
বিশাল মূল্যহ্রাস
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ২টি (কালার চিকেন) ফ্রি
(অথবা ২টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
37-15 55th St. Woodside, NY-11377 718.205-7200
ফ্রি ডেলিভারী
We accept EBT/Foodstamp
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায়

স্টার্লিং SP ফার্মেসী
ফ্রি ডিলিভারী ও হোমিওপ্যাথি
ফ্রি কনসালটেশন
ই-প্রেসক্রিপশন
বয়স্কদের জন্য ১০% ছাড় প্রতিদিন
ফ্রি ব্লাড প্রেসার, সুগার ও ওজন চেকআপ
হ্যালাল ভিটামিন
ফ্রি বিল পেমেন্ট ব্যবস্থা
সার্জিক্যাল সাপ্লাই
2098 Starling Ave. Bronx, NY 10462, Tel:718-684-6880

Highland Medical Care, PLLC
NAZMUL H. KHAN, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
ফ্রি ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-8991 Fax: 718-262-8992

Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
Office: 718-392-5635
Email: MOINUL4@GMAIL.COM
Mega Homes Realty
Commercial and Residential Real Estate Firm

মান্নান ডিসকাউন্ট স্টোর
এন্ড হাউজহোল্ড সেন্টার
স্বল্পমূল্যে আপনার গৃহস্থালী সামগ্রীর জন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
37-14, 37rd Street, Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-426-3542

Shafi Chowdhury
Consultant
Cell: 646-403-6500
HILLSIDE ACCOUNTING SERVICES INC.
Tax, Travel, Payroll & Immigration
167-13 Hillside Ave. 2A, Jamaica NY 11432
Cell: 646-403-6500, Fax: 917-775-7357
E-mail: hillsideaccounting@gmail.com
e-file
69 St. Station (Al Hamrah 2nd Fl.)

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com